পবন
বিজয়
স্বরোদয়ঃ
রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়

পবনবিজয়স্বরোদয়ঃ

বা

স্বরোদয়-যোগশাস্ত্রঃ

শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়

সঙ্কলিত ও সম্পাদিত।

২২/সি, কলেজ রো

কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ :
নভেম্বর, ১৯৯৪
দ্বিতীয় সংস্করণ :
এপ্রিল, ১৯৯৮
তৃতীয় সংস্করণ :
জুলাই, ২০০২
চতুর্থ সংস্করণ :
ডিসেম্বর, ২০০৬
পঞ্চম সংস্করণ :
নভেম্বর, ২০১১
ষষ্ঠ সংস্করণ :
জানুয়ারি, ২০১৬
সপ্তম সংস্করণ :
জানুয়ারি, ২০২২

প্রকাশক :
শ্রীপ্রশান্ত চক্রবর্ত্তী
গিরিজা লাইব্রেরী
২২/সি, কলেজ রো
কলকাতা-৭০০ ০০৯
ফোন : ২২৪১-৫৪৬৮/৯৬৭৪৯২১৭৫৮/৯৮৩০৬০৮৭০২
Website : www.girijalibrary.com
Email : info@girijalibrary.com

প্রচ্ছদ-ও অলঙ্করণ :
শ্রীসুজিত বসু

টাইপ সেটিং :
শ্রীপ্রদ্যোৎ সাহা
৭ কামারডাঙা রোড
কলকাতা-৭০০ ০৪৬

মুদ্রণ :
প্রগ্রেসিভ আর্ট কনসার্ন
কলকাতা-৭০০ ০১২

মূল্য ঃ ২০০ টাকা

প্রকাশকের কথা

যোগ সাধনার এই দুষ্প্রাপ্য সঙ্কলনটি সুদীর্ঘদিন পর ধর্মানুরাগী মানুষের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। অতীতের এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থটি বর্তমান প্রজন্মের মানুষের কাছেও আধ্যাত্মিক পথের দিশারী হয়ে উঠলে আমরা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সার্থক বলে মনে করব।

এই সঙ্কলনটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য তিনি শ্রীতড়িৎ কান্তি গোস্বামী (জ্যোতিষশাস্ত্রী)। বস্তুতঃ তাঁর সহযোগিতা এই গ্রন্থ প্রকাশকে তরান্বিত করেছে। আমাদের প্রকাশনার ক্ষেত্রে যাঁর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা সকল সময়ে আমাদের অমূল্য পাথেয় তিনি হলেন পিয়ারলেস অ্যাডভারটাইজিং অ্যাণ্ড অ্যালায়েড সার্ভিসেস'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীআশীষকুসুম চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া, এই গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতার কথা উল্লেখ না করলেই নয়, তাঁরা হলেন মহেশ লাইব্রেরীর কর্ণধার শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিউ আলিপুর **'শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালী ও নবগ্রহ মন্দির'**র সাধক শ্রীপুরুষোত্তম শাস্ত্রী, ডঃ অমর প্রসাদ ভট্টাচার্য, ফোটোটাইপ করপোরেশন'র শ্রীনিখিল বিশ্বাস, প্রুফরীডার শ্রীসিদ্ধার্থ মৈত্র ও শ্রীসমীর দাস এবং শিল্পী শ্রীসুজিত বসু। এঁদের জানাই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। এছাড়া, এই গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে নানাভাবে জড়িত সকল ব্যক্তি ও সংস্থাকে জানাই আমাদের ধন্যবাদ।

কলকাতা-৭০০ ০০৯
নভেম্বর, ১৯৯৪

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
জ্ঞানকাণ্ড	...	৭
তত্ত্বজ্ঞান	...	৮
পঞ্চতত্ত্ব	...	৮
স্বরোদয়-শাস্ত্র	...	৮
শরীরজ্ঞান	...	৮
স্বরজ্ঞান	...	৯
নাড়ীর নাম	...	১১
নাড়ীর অবস্থান	...	১২
প্রধান চৌদ্দটি নাড়ী	...	১২
চিত্রা নাড়ী	...	১৪
বায়ুর নাম	...	১৬
বায়ুর স্থান	...	১৭
প্রাণায়াম	...	১৯
কর্মবিশেষে নাড়ীফল ও পক্ষ, তিথি, রাশি, বারাদি নির্ণয়	...	২৫
ইড়া	...	৩৮
পিঙ্গলা	...	৪০
সুষুম্না	...	৪১
তত্ত্বনির্ণয়	...	৪৪
তত্ত্বসমূহের নাম	...	৪৫
তত্ত্বজ্ঞানের উপায়	...	৪৬
বিবিধ তত্ত্বের ফল	...	৪৯
বিবিধ তত্ত্বেরগুণ	...	৫০
যুদ্ধ প্রকরণ	...	৬১
স্বরোদয়-শাস্ত্রের মহাজ্ঞান	...	৬১
প্রাণবায়ুর নিয়মাবলী	...	৬২
স্বরতত্ত্বসিদ্ধি কিরূপে হইবে..		৬৩
প্রশ্নকালে তত্ত্বভেদে যুদ্ধ, সন্ধি, যুদ্ধে জয়-পরাজয় ইত্যাদি	...	৬৪
স্বরোদয় শাস্ত্র জানার ফল	...	৭৩
দেবীবশীকরণ	...	৭৪
স্ত্রী-বশীকরণ	...	৭৬
গর্ভপ্রকরণ-কন্যাপুত্র	...	৭৮
জন্মনিদান	...	৭৯
সংবৎসর প্রকরণ	...	৮১
রোগপ্রকরণ	...	৮৫
কালজ্ঞান	...	৮৮
নাড়ীজ্ঞান	...	৯২
স্বরোদয় ফলশ্রুতি	...	৯৬
গরুড়োক্ত স্বরজ্ঞাপন গ্রন্থ	...	৯৮
স্বরোদয়-পরিশিষ্ট ও প্রকীর্ণাংশ	...	১০৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বরোদয় মতে রাশির বর্ণ ও লগ্নমান ...	১০৫
স্বরপরিবর্তন করার উপায়	
তত্ত্বের স্থান ...	১০৬
কোন্ কোন্ তত্ত্বের উদয় হইলে কোন্ কোন্ বস্তুর আহারের ইচ্ছা হয়? ...	১০৬
তত্ত্বের গুণ ...	১০৬
পক্ষমধ্যে নিজদেহে কোন রোগ জন্মিবে কিনা তাহা জানিবার ক্রম ...	১০৬
উহা নিবারণের উপায় ...	১০৭
দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের বিচার.	১০৭
গর্ভপ্রশ্ন ...	১০৭
গর্ভ হইয়াছে কিনা? ...	১০৭
পুত্রকন্যাজ্ঞান ...	১০৮
দূরস্থিত ব্যক্তির আগমন প্রশ্ন ..	১০৮
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে কিনা..	১০৮
যুদ্ধ প্রকরণ ...	১০৮
ক্রোধিত ব্যক্তির নিকট গমনের নিয়ম ...	১০৯
মৃত্যুকালজ্ঞান ...	১০৯
আগুন লাগিলে নির্বাণের প্রক্রিয়া	১০৯
শত্রুর সহিত মিলনের প্রক্রিয়া.	১০৯
ছায়াপুরুষ সাধন প্রক্রিয়া ...	১১০
চরক ও নানাগ্রন্থ মতে মৃত্যুজ্ঞান ...	১১১
মৃত্যুজ্ঞান সামবিধান ...	১২৩
নাড়ীমালা হইতে মৃত্যুজ্ঞান...	১২৭
নাড়ীর গতি অনুসারে পরমায়ু নির্ণয় ...	১৩২
পঞ্চস্বরামতে মৃত্যুজ্ঞান ...	১৩৩
শাকুনশাস্ত্র মতে হাঁচি, টিকটিকি ও কাকডাকের ফলাফল গণনা ...	১৩৪
জ্বরোৎপত্তি দোষকথন ...	১৩৪
জ্বরোৎপত্তি বার নিয়ম ...	১৩৫
সুস্বপ্ন ...	১৩৬
দুঃস্বপ্ন ...	১৪৯
তিথি, বার, নক্ষত্র যোগে শুভাশুভ গণনা ...	১৫৯

সূচীপত্র সমাপ্ত

পবনবিজয়স্বরোদয়ঃ।

দেবদেব মহাদেব তত্ত্বজ্ঞ পরমেশ্বর।
কথয়স্ব প্রভো জ্ঞানং কৃপাং কৃত্বা মমোপরি॥ ১॥

পার্বতী কহিলেন,—হে দেবদেব মহাদেব তত্ত্বজ্ঞ পরমেশ্বর প্রভো! আমার প্রতি কৃপা করিয়া জ্ঞানকাণ্ড বিবৃত করুন॥১॥

কথং ব্রহ্মাণ্ডমুৎপন্নং কথং বা পরিবর্ত্ততে।
কথং বিলীয়তে দেব বদ ব্রহ্মাণ্ডনির্ণয়ম্॥ ২॥

হে দেব! কেমন করিয়া ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল? কিরূপেই বা পরিবর্তিত হয়? এবং কি প্রকারে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে? ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডনির্ণয় বিশেষ করিয়া বলুন॥২॥

শ্রীমহাদেব উবাচ। তত্ত্বাদ্ ব্রহ্মাণ্ডমুৎপন্নং তত্ত্বেন পরিবর্ত্ততে। তত্ত্বেন লীয়তে দেবি তত্ত্বাদ্ ব্রহ্মাণ্ডনির্ণয়ঃ॥৩॥

মহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! তত্ত্ব হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, তত্ত্বদ্বারা পরিবর্তিত হয় এবং তত্ত্বেই বিলীন হইয়া থাকে; অতএব তত্ত্বই ব্রহ্মাণ্ডবিনির্ণয়ের মূল॥ ৩॥

দেব্যুবাচ। তত্ত্বমেব পরং মূলং নিশ্চিতং তত্ত্ববেদিভিঃ। তত্ত্বস্বরূপং কিং দেব তত্ত্বমেব প্রকাশয়॥৪॥

দেবী বলিলেন,—তত্ত্বই প্রধান মূল, ইহা তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ নির্ণীত করিয়াছেন। হে দেব! তত্ত্বের স্বরূপ কি? তাহা আপনি আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন॥ ৪॥

ঈশ্বর উবাচ। নিরঞ্জনো নিরাকার একদেবো মহেশ্বরঃ। তস্মাদাকাশমুৎপন্নং আকাশাদ্বায়ুসম্ভবঃ। বায়োস্তেজস্ততশ্চাপস্ততঃ পৃথ্বীসমুদ্ভবঃ॥ ৫॥

ঈশ্বর কহিলেন—এক মহেশ্বর হইতেই আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি নিরঞ্জন এবং আকার শূন্য। আকাশ হইতে বায়ুর সৃষ্টি হইয়াছে, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী সমুদ্ভূতা হয়॥ ৫॥

এতানি পঞ্চতত্ত্বানি বিস্তীর্ণানি চ পঞ্চধা। তেভ্যো ব্রহ্মাণ্ডমুৎপন্নং তৈরেব পরিবর্ত্ততে। বিলীয়তে চ তত্রৈব তত্রৈব রমতে পুনঃ॥ ৬॥

ইহাদের নাম পঞ্চতত্ত্ব, এই পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চপ্রকারে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। এই সকল তত্ত্ব হইতেই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, এই সকলের দ্বারাই পরিবর্তিত হইতেছে, ইহাদিগের দ্বারাই বিলীন হইয়া থাকে এবং এই সকলেতেই ব্রহ্মাণ্ড পরিমিত হয়॥ ৬॥

পঞ্চতত্ত্বময়ে দেহে পঞ্চতত্ত্বানি সুন্দরি।
সূক্ষ্মরূপেণ বর্ত্তন্তে জ্ঞায়তে তত্ত্বযোগিভিঃ॥ ৭॥

সুন্দরি! পঞ্চতত্ত্বময় শরীরে এই পাঁচটি তত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে রহিয়াছে, ইহা তত্ত্বজ্ঞানীরা জানিতেছেন॥ ৭॥

অতএব প্রবক্ষ্যামি শরীরস্থং স্বরোদয়ম্।
হংসচারস্বরূপেণ ভবেৎ জ্ঞানং ত্রিকালগম্॥ ৮॥

অধুনা শরীরস্থ স্বরোদয় বলিব! "হংস" এই প্রকারে সর্বদা জীবের শরীরে শ্বাসবহন হইতেছে; তাহাদ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকালের জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে॥ ৮॥

গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং সারমুপকারপ্রকাশকম্। ইদং স্বরোদয়ং জ্ঞানং জ্ঞানিনাং মস্তকোমণিঃ। সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং জ্ঞানং সুবোধং সত্যপ্রত্যয়ম্। আশ্চর্য্যং নাস্তিকে লোকে আধারং নাস্তিকে জনে॥ ৯॥

এই স্বরোদয়শাস্ত্র জ্ঞানিগণের মস্তকভূষণ মণি-স্বরূপ; ইহা গুহ্য হইতেও গুহ্যতর; সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং সত্যপ্রত্যয়জনক, এই স্বরশাস্ত্র নাস্তিক লোকের পক্ষে আশ্চর্যজনক; আস্তিক জন জ্ঞানের আধার বিবেচনা করেন॥ ৯॥

শান্তে শুদ্ধে সদাচারে গুরুভক্তৈকমানসে।
দৃঢ়চিত্তে কৃতজ্ঞে চ দেয়ঞ্চৈব স্বরোদয়ম্॥ ১০॥

শান্ত, শুদ্ধ, সদাচারী, গুরুভক্ত, একমনা, দৃঢ়চিত্ত ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকেই স্বরোদয়শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া বিধেয়॥ ১০॥

শঠে চ দুর্জ্জনে শূদ্রে অশান্তে গুরুলোপকে।
হীনসত্ত্বে দুরাচারে স্বরোদয়ং ন দীয়তে॥ ১১॥

শঠ, দুর্জন, শূদ্র, অশান্ত, গুরুনামালোপী অর্থাৎ যাহারা গুরু স্বীকার করে না, হীনবুদ্ধি ও দুরাচারী জনকে স্বরজ্ঞান শিক্ষাদান করিবে না॥ ১১॥

শৃণু ত্বং কথিতং দেবি দেহস্য জ্ঞানমুত্তমম্।
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রজায়তে॥ ১২॥

দেবি! তুমি শ্রবণ কর—আমি শরীরজ্ঞান উত্তমরূপে বিবৃত করিতেছি। ইহার জ্ঞানমাত্রেই সর্বজ্ঞতা জন্মিয়া থাকে॥ ১২॥

স্বরে বেদাশ্চ শাস্ত্রাণি স্বরে গান্ধর্ব্বমুত্তমম্।
স্বরে সর্ব্বঞ্চ ত্রৈলোক্যং স্বরে আত্মস্বরূপকঃ॥ ১৩॥

স্বরশাস্ত্র হইতেই বেদ, গান্ধর্ববিদ্যা (সঙ্গীতবিজ্ঞান) ও অন্যান্য শাস্ত্রসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। স্বরেই ত্রিভুবন বর্তমান আছে। স্বরশাস্ত্র হইতেই আত্মার স্বরূপ বিদিত হওয়া যায়॥ ১৩॥

স্বরহীনোঽথ দৈবজ্ঞো নাথহীনো যথা গৃহম্।
শাস্ত্রহীনো যথা বক্তা শিরোহীনঞ্চ যদ্বপুঃ॥ ১৪॥

স্বরহীন দৈবজ্ঞ, কর্তাবিহীন বাড়ী, শাস্ত্রহীন বক্তা, মস্তকহীন দেহ এবং নাড়ীহীন প্রাণ যেরূপ, স্বরতত্ত্বহীন মনুষ্যও সেইরূপ॥ ১৪॥

নাড়ীভেদং যথা প্রাণং তত্ত্বভেদং তথৈব চ।
সুষুম্নামিশ্রভেদঞ্চ যোজানাতি স মুক্তিগঃ॥ ১৫॥

সুষুম্নাদি নাড়ীর বিষয় যিনি জ্ঞাত আছেন, তিনিই মুক্তিপদ লাভ করিতে সমর্থ হন॥ ১৫॥

সাকারে বা নিরাকারে শুভবায়ুবলে কৃতে। কথয়ন্তি শুভং কেচিৎ স্বরজ্ঞানং বরাননে। ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডপিণ্ডাদ্যং স্বরেণৈব হি নির্ম্মিতম্। সৃষ্টিসংহারকর্ত্তা চ স্বরঃ সাক্ষান্মহেশ্বরঃ॥ ১৬-১৭॥

খণ্ডপিণ্ডাদি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড স্বরদ্বারাই নির্মিত হইয়াছে। সৃষ্টিসংহারকারী মহেশ্বর সাক্ষাৎ স্বরস্বরূপ॥ ১৬-১৭॥

স্বরজ্ঞানাৎ পরং মিত্রং স্বরজ্ঞানাৎ পরং ধনম্।
স্বরজ্ঞানাৎ পরং গুহ্যং ন বা দৃষ্টং ন বা শ্রুতম্॥ ১৮॥

স্বরজ্ঞানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধু, ধন বা গোপনীয় বিষয় কিছুই কখনও দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় নাই॥ ১৮॥

শত্রুং হন্যাৎ স্বরবলৈস্তথা মিত্রসমাগমঃ। লক্ষ্মীপ্রাপ্তিঃ স্বরবলৈঃ কীর্ত্তিঃ স্বরবলৈস্তথা।। কন্যাপ্রাপ্তিঃ স্বরবলৈঃ স্বরবলৈঃ রাজদর্শনম্। স্বরবলৈর্দ্দেবতাসিদ্ধিঃ স্বরবলৈঃ ক্ষিতিপোবশঃ। স্বরবলৈর্গম্যতে দেশে ভোজ্যং স্বরবলৈস্তথা। লঘু দীর্ঘং স্বরবলৈর্ম্মলঞ্চৈব নিবারয়েৎ। সর্ব্বশাস্ত্রপুরাণাদি স্মৃতিবেদাঙ্গপূর্ব্বকম্। স্বরজ্ঞানাৎ পরং মিত্রং নাস্তি কিঞ্চিদ্বরাননে॥ ১৯॥

শত্রুবিনাশ, বন্ধুসমাগম, লক্ষ্মীপ্রাপ্তি, কীর্তিসঞ্চয়, কন্যালাভ, রাজদর্শন ও বশীকরণ, দেবতাসিদ্ধি, লঘু ও দীর্ঘ হওয়া, দেশভ্রমণ, খাদ্যাহরণ, মলনিবারণ ইত্যাদি সকল কার্যই স্বরবিজ্ঞানবলে সুসিদ্ধ হয়। স্বর হইতে পুরাণ, স্মৃতি, বেদাঙ্গ ইত্যাদি শাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। সুন্দরি! স্বরজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মিত্র জগতে আর কিছুই নাই॥ ১৯॥

নামরূপাদিকাঃ সর্ব্বে মিথ্যা সর্ব্বৈকবিভ্রমাঃ।
অজ্ঞানমোহিতা মূঢ়া যাবত্তত্ত্বং ন বিদ্যতে॥ ২০॥

নাম রূপাদি যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, সকলই মিথ্যা এবং ভ্রান্তিসঙ্কুল। মনুষ্য যে পর্যন্ত স্বরতত্ব শিক্ষাপ্রাপ্ত না হয়, সে পর্যন্ত অজ্ঞানী ও মূর্খ হইয়া থাকে॥ ২০॥

ইদং স্বরোদয়ং শাস্ত্রং সর্ব্বশাস্ত্রোত্তমোত্তমম্।
আত্মঘটপ্রকাশার্থং প্রদীপকলিকোপমম্॥ ২১॥

এই স্বরোদয়শাস্ত্র সর্বশাস্ত্র অপেক্ষা উত্তম; গৃহ আলোকিত করিবার নিমিত্ত প্রদীপশিখা যেরূপ প্রয়োজনীয়, সেইরূপ আত্মপ্রকাশনের জন্য স্বরোদয়শাস্ত্রের জ্ঞান অতি আবশ্যক॥ ২১॥

যস্মৈ কস্মৈ পরস্মৈ বা ন প্রোক্তং প্রশ্নহেতবে।
তস্মাদেতৎ স্বরং জ্ঞেয়মাত্মনৈবাত্মনাত্মনি॥ ২২॥

এই শাস্ত্র কোন সাধারণ লোকের নিকট বলিবে না; এই বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্তব্য॥ ২২॥

ন তিথির্ন চ নক্ষত্রং ন বারগ্রহদেবতা। ন বিষ্টির্ন ব্যতীপাতো বিরুদ্ধ্যাদ্যাস্তথৈব চ। কুযোগো নৈব দেবেশি প্রভবন্তি কদাচন। প্রাপ্তে স্বরবলে সিদ্ধিং সর্ব্বেমেব ফলং শুভম্॥ ২৩॥

স্বর অবলম্বনে যাত্রাদি কোন কার্য করিলে, তাহাতে তিথি, বার, নক্ষত্র, গ্রহ, দেবতা, বিষ্টি, ব্যতীপাত ও অন্যান্য বিরুদ্ধ যোগ বিবেচনা করিবে না। স্বরজ্ঞানবলেই সমস্ত কার্যসিদ্ধি হয়, কোন প্রকার বিঘ্ন তাহার বাধা জন্মাইতে পারে না॥ ২৩॥

দেহমধ্যে স্থিতা নাড্যো বহুরূপাঃ সবিস্তরাঃ।
জ্ঞাতব্যাশ্চ বুধৈর্নিত্যং স্বদেহজ্ঞানহেতবে॥ ২৪॥

শরীরের অভ্যন্তরে অনেক প্রকার সুবিস্তৃত নাড়ী আছে। শরীরবিজ্ঞানের নিমিত্ত সেই সকল নাড়ী পণ্ডিতবর্গের মত হওয়া অবশ্য কর্তব্য॥ ২৪॥

নাভিস্থানককন্দোদ্ধমঙ্কুরাদেব নির্ম্মিতাঃ।
দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি দেহমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ॥ ২৫॥

নাভির নিম্নে ও মূলাধারের উর্দ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া বাহাত্তর হাজার নাড়ী সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া আছে।॥ ২৫॥

নাড়ীস্থা কুণ্ডলী শক্তির্ভুজঙ্গাকারশায়িনী। ততো দশোর্দ্ধগা নাড্যো দশৈবাধঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। দেহে তির্য্যগ্‌গতা নাড্যশ্চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যয়া। প্রধানা দশনাড্যস্তু দশবায়ুপ্রবাহকাঃ ॥ ২৬॥

নাড়ীস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তি সর্পাকারে আছে। ইহাদের মধ্যে দশটি নাড়ী উর্দ্ধদিকে এবং অপর দশটি অধোদিকে প্রতিষ্ঠিত আছে। অন্য চতুর্বিংশতি নাড়ী তির্যক্‌ভাবে শরীরের সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান দশ নাড়ী হইতে দশ প্রকার বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে।॥ ২৬॥

তির্য্যমগূর্দ্ধমধস্তাদ্বা বায়ুর্দ্দেহসমন্বিতঃ।
চক্রবত্তু স্থিতা দেহে সর্ব্বাঃ প্রাণসমাশ্রিতাঃ ॥ ২৭ ॥

দেহমধ্যে সমস্ত বায়ুপ্রবাহক নাড়ী তির্যক্, উর্দ্ধ ও অধোভাগে অবস্থিত হইয়া চক্রাকারে প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।॥ ২৭॥

তাসাং মধ্যে দশ শ্রেষ্ঠা দশানাং তিস্র উত্তমাঃ। ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চ তৃতীয়িকা। গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ পূষা চৈব যশস্বিনী। অলম্বুষা কুহূশ্চৈব শঙ্খিনী দশমী তথা॥ ২৮॥

এই সকল নাড়ীর মধ্যে দশটি প্রধান, এই দশটির মধ্যে তিনটি উত্তম। এই তিনটি নাড়ীর নাম—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। উক্ত দশটি প্রধানা নাড়ীর মধ্যে অপর সাতটির নাম—গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পূষা, যশস্বিনী, অলম্বুষা—কুহূ এবং শঙ্খিনী।॥ ২৮॥

ইড়া বামে স্থিতা ভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলা তথা। সুষুম্না মধ্যদেশে তু গান্ধারী বামচক্ষুষি। দক্ষিণে হস্তিজিহ্বা চ পূষা কর্ণে চ দক্ষিণে। যশস্বিনী বামকর্ণে আননে চাপ্যলম্বুষা। কুহূশ্চ লিঙ্গদেশে তু মূলস্থানে চ শঙ্খিনী। এবং দ্বারং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি দশনাড়িকাঃ॥ ২৯॥

বামদিকে ইড়া, দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা, মধ্যদেশে সুষুম্না, বামচক্ষুতে গান্ধারী,

দক্ষিণলোচনে হস্তিজিহ্বা, দক্ষিণ কর্ণে পূষা, বাম শ্রবণে যশস্বিনী, মুখে অলম্বুষা, লিঙ্গদেশে কুহূ এবং মূলাধারে শঙ্খিনী—এই দশটি দ্বার আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে।। ২৯।।

ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না চ প্রাণমার্গসমাশ্রিতাঃ।
এতা হি দশনাড্যস্তু দেহমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ॥৩০॥

ইহাদের মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না প্রাণবায়ুর মার্গ অবলম্বন করিয়া আছে।। ৩০।।

শিবসংহিতামতে।

সার্দ্ধলক্ষত্রয়ং নাড্যঃ সন্তি দেহান্তরে নৃণাম্।
প্রধানভূতা নাড্যস্তু তাসু মুখ্যাশ্চতুর্দ্দশঃ॥ ১॥

মনুষ্যের শরীরমধ্যে প্রধানভূতা সার্দ্ধলক্ষত্রয় নাড়ী আছে। তন্মধ্যে চতুর্দশটি নাড়ী প্রধান; যদিও শাস্ত্রকর্তারা মনুষ্যশরীরে সাড়ে তিন কোটি নাড়ীর বর্ণনা করিয়াছেন, এই স্থানে প্রধানভূতা সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী যোগিদিগের বোধগম্য বিধার তাহাই উক্ত হইল।।১।।

সুষুম্নেড়া পিঙ্গলা চ গান্ধারী হস্তিজিহ্বিকা। কুহূঃ সরস্বতী পূষা শঙ্খিনী চ পয়স্বিনী।। বারুণ্যলম্বুযা চৈব বিশ্বোদরী যশস্বিনী। এতাসু তিস্রো মুখ্যাঃ স্যুঃ পিঙ্গলেড়াসুযুম্নিকাঃ॥ ২-৩॥

প্রধানভূতা চতুর্দশ নাড়ীর নাম যথা—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, কুহূ, সরস্বতী, পূযা, শঙ্খিনী, পয়স্বিনী, বারুণী, অলম্বুষা, বিশ্বোদরী ও যশস্বিনী। এই চতুর্দশ নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটি প্রধান।। ২-৩।।

তিসৃষ্বেকা সুষুম্নৈব মুখ্যা সা যোগবল্লভা।
অন্যাস্তদাশ্রয়ং কৃত্বা নাড্যঃ সন্তি হি দেহিনাম্॥ ৪॥

এই তিনটি প্রধান নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না নাড়ী সর্বপ্রধান। এই নাড়ী যোগিগণের

প্রিয়। অন্যান্য নাড়ীসকল এই সুষুম্নাকে আশ্রয় করিয়া মনুষ্যদেহে অবস্থিতি করিতেছে।।৪ ।।

সর্ব্বাশ্চাধোমুখা নাড্যঃ পদ্মতন্তুনিভাঃ স্থিতাঃ।
পৃষ্ঠবংশং সমাশ্রিত্য সোমসূর্য্যাগ্নিরূপিণী॥ ৫ ॥

এই সকল প্রধান নাড়ী অধোমুখে রহিয়াছে। এই সকল নাড়ী পদ্মসূত্রের ন্যায় অতিসূক্ষ্ম। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না, এই তিন নাড়ী চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নিরূপা, ইহারা মনুষ্যশরীরের মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।।৫ ।।

তাসাং মধ্যে গতা নাড়ী চিত্রা সা মম বল্লভা।
ব্রহ্মরন্ধ্রঞ্চ তত্রৈব সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং গতম্॥ ৬ ॥

উক্ত নাড়ীত্রিতয়ের মধ্যে চিত্রা নামে এক নাড়ী আছে। ঐ নাড়ী আমার অতি প্রিয়, ইহার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম একটি রন্ধ্র আছে, তাহার নাম ব্রহ্মরন্ধ্র।।৬ ।।

পঞ্চবর্ণোজ্জ্বলা শুদ্ধা সুষুম্না মধ্যচারিণী।
দেহস্যোপাধিরূপা সা সুষুম্না মধ্যরূপিণী॥ ৭ ॥

চিত্রানাড়ী অতি নির্ম্মল, নানাবর্ণে চিত্রিত, উজ্জ্বল ও সুষুম্নার মধ্যচারিণী। এই নাড়ী নরদেহের উপাধিস্বরূপা অর্থাৎ মনুষ্যদেহের প্রধান কারণ।। ৭ ।।

দিব্যমার্গমিদং প্রোক্তমমৃতানন্দকারকং।
ধ্যানমাত্রেণ যোগীন্দ্রো দুরিতৌঘং বিনাশয়েৎ॥ ৮ ॥

এই সুষুম্নামধ্যবর্তিনী চিত্রানড়ীকেই অমৃতানন্দায়ক দিব্য পথ বলিয়া যোগিগণ উক্ত করিয়াছেন। ঐ নাড়ীর ধ্যানমাত্রেই পপরাশি বিনাশ হয়।। ৮ ।।

গুদাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদূর্দ্ধং মেঢ্রাত্তু দ্ব্যঙ্গুলাদধ।
চতুরঙ্গুলবিস্তারমাধারং বর্ত্ততে সমম্॥ ৯ ॥

গুহ্যদেশ হইতে দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে লিঙ্গমূল হইতে দুই অঙ্গুলি অধোদিকে চার অঙ্গুলি বিস্তৃত মূলাধার পদ্ম আছে।।৯ ।।

তস্মিন্নাধারপাথোজে কর্ণিকায়াং সুশোভনা।
ত্রিকোণো বর্ত্ততে যোনিঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা॥ ১০ ॥

সেই আধারপদ্মের কর্ণিকার মধ্যে সুশোভন ত্রিকোণাকার যোনিমণ্ডল আছে। তাহার মাহাত্ম্য সকল তন্ত্রেই গুপ্ত রহিয়াছে॥ ১০॥

তত্র বিদ্যুল্লতাকারা কুণ্ডলী পরদেবতা।
সার্দ্ধত্র্যাকারকুটিলা সুযুম্নামার্গসংস্থিতা॥ ১১॥

এই যোনিমণ্ডলের মধ্যে বিদ্যুল্লতাকার পরমদেবতা কুণ্ডলিনীশক্তি অধিষ্ঠিতা আছেন। সর্পাকার সার্দ্ধত্রিকুঞ্চিত বলয়ের ন্যায় অর্থাৎ শঙ্খাবর্তনরূপে কুটিলা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারস্বরূপা সুযুম্নানাড়ীর দ্বারকে আচ্ছাদন করিয়া অবস্থিত আছে। এই বিষয় তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে—"সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা কুণ্ডলী পরদেবতা" অন্যান্য তন্ত্রেও এইরূপ বর্ণিত আছে; যথা—"যেন দ্বারেণ গন্তব্যং ব্রহ্মদ্বারমনাময়ম্। মুখেনাচ্ছাদ্য তদ্দ্বারং প্রসুপ্তা দেবী পন্নগী"—ইত্যাদি ॥১১॥

জগৎসংসৃষ্টিরূপা সা নির্ম্মাণে সততোদ্যতা।
বাচামবাচা বাগ্দেবী সদা দেবৈর্নমস্কৃতা॥ ১২॥

জগতের সৃষ্টিরূপিণী এবং সর্বদা এই জগৎ সৃষ্টিকার্যে উদ্যতা, পরমা ঈশ্বরীশক্তি এবং যাহাকে বাক্যদ্বারা বর্ণন করিতে পারা যায় না, সেই বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সর্বদেবগণকর্তৃক সেবনীয়া॥ ১২॥

ইড়ানাম্নী তু যা নাড়ী দক্ষমার্গে ব্যবস্থিতা।
সুযুম্নায়াং সমাশ্লিষ্টা দক্ষনাসাপুটং গতা॥ ১৩॥

সুযুম্নানাড়ীর বামভাগে ইড়া নামে যে নাড়ী আছে, সেই ইড়ানাড়ী সুযুম্নাকে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া দক্ষিণনাসাপুটে গমন করিয়াছে॥১৩॥

পিঙ্গলানাম যা নাড়ী বামমার্গে ব্যবস্থিতা।
মধ্যনাড়ীং সমাশ্লিষ্য বামনাসাপুটং গতা॥ ১৪॥

সুযুম্নার দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা নামে যে অপর এক নাড়ী আছে, সেই নাড়ী সুযুম্নাকে বেষ্টন করিয়া বামনাসাপুটে গমন করিয়াছে। প্রতিচক্রেই ইড়া ও পিঙ্গলা দুই নাড়ী ধনুরাকারে বেষ্টন করিয়া মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্রের নিম্নে ভ্রূচক্রের সন্নিহিত নাসারন্ধ্র পর্যন্ত প্রবেশ করিয়া সুযুম্নার সহিত মিলিত

হইয়াছে। এই নাড়ী আজ্ঞাচক্র ভিন্ন অপর পঞ্চচক্রকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।।১৪।।

ইড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্না যা ভবেৎ খলু।
ষট্স্থানেষু চ ষট্শক্তিং ষট্পদ্মং যোগিনো বিদুঃ।।১৫।।

ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে সুষুম্না নামে যে নাড়ী আছে, তাহার ছয় গ্রন্থিতে মূলাধারাদি ষট্চক্র গ্রথিত রহিয়াছে। এই সকল সামান্য দৃষ্টিতে দৃষ্ট হয় না, কেবল যোগিগণ যোগদ্বারা দিব্য চক্ষুতে জানিতে পারেন।।১৫।।

পঞ্চস্থানং সুষুম্নায়া নামানি স্যুর্ব্বহূনি চ।
প্রয়োজনবশাত্তানি জ্ঞাতব্যানীহ শাস্ত্রকে।।১৬।।

এই সুষুম্নানাড়ীর যে পঞ্চস্থান নির্দিষ্ট আছে, তাহার অনেক নাম আছে, সেই সকল নাম প্রয়োজনবশত স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে।।১৬।।

অন্যা যাস্ত্বপরা নাড্যো মূলাধারাৎ সমুত্থিতাঃ। রসনা মেঢ্রবৃষণপাদাঙ্গুষ্ঠঞ্চ শোত্রকম্। কুক্ষিকক্ষাঙ্গুষ্ঠকর্ণং সর্ব্বাঙ্গং পায়ুকুক্ষিকম্। লবধ্বা তা বৈ নিবর্ত্তন্তে যথাদেশসমুদ্ভবাঃ।।১৭।।

এতদ্ভিন্ন অপর যে সকল নাড়ী মূলাধার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা সকল শরীরের এক এক অঙ্গ পর্যন্ত গিয়া নিবৃত্ত হইয়া, সেই সেই অঙ্গের কার্য সাধন করে। জিহ্বা, শিশ্ন, চক্ষু, কর্ণ, পদাঙ্গুলি, কুক্ষি, কক্ষ, বৃষণ, হস্তাঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছে।। ১৭।।

এতাভ্য এব নাড়ীভ্যঃ শাখোপশাখতঃ ক্রমাৎ।
সার্দ্ধলক্ষত্রয়ং জাতং যথাভাগব্যবস্থিতম্।।১৮।।

এই সকল নাড়ীর শাখা প্রশাখায় সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী জন্মিয়াছে।। ১৮।।

ইতি শিবসংহিতামতে নাড়ীবিজ্ঞান।

নামানি নাড়িকানাস্ত বাতানাং প্রবদাম্যহম্। প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানোব্যানস্তথৈব চ। নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ।।৩১।।

নাড়ীর নাম কথিত হইল, এক্ষণে বায়ুসকলের নাম বলিতেছি।—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান; নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশটি বায়ুর নাম॥ ৩১॥

হৃদি প্রাণো বহেন্নিত্যমপানো গুদমণ্ডলে। সমানো নাভিদেশে চ উদানঃ কণ্ঠমধ্যগঃ। ব্যানো ব্যাপী শরীরেষু প্রধানাঃ পঞ্চ বায়বঃ* ॥৩২॥

হৃদয়ে প্রাণ, গুদমণ্ডলে অপান, নাভিতে সমান, কণ্ঠমধ্যে উদান ও সর্বশরীরে ব্যান এই সকল বায়ু নিত্য বহিতেছে। প্রাণ অপান প্রভৃতি এই পাঁচটি বায়ুই প্রধান ও বিখ্যাত॥ ৩২॥

---

* এই বিষয়টি সুশ্রুতগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল—"যে বায়ু নাসারন্ধ্রের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নাভিগ্রন্থি পর্যন্ত গমনাগমন করে, তাহাকে প্রাণবায়ু বলে। যোনিস্থান হইতে নাভিগ্রন্থি পর্যন্ত যে বায়ু অধোভাগে গমনাগমন করে, তাহাকে অপান বায়ু বলে। যখন নাসারন্ধ্রের দ্বারা প্রাণবায়ু আকৃষ্ট হইয়া নাভিমণ্ডল স্ফীত করিতে থাকে, সেই কালেই অপানবায়ুও যোনিদেশ হইতে আকৃষ্ট হইয়া নাভিমণ্ডলের অধোভাগ স্ফীত করিতে থাকে। এইরূপে নাসারন্ধ্র ও যোনিস্থান উভয়দিক হইতে প্রাণ ও অপান এই উভয় বায়ুই পুরককালে নাভিগ্রন্থিতে আকৃষ্ট হয় এবং রেচককালে দুই বায়ু দুই দিকে গমন করে। শাস্ত্রান্তরেও ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা—"অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণেঽপানঞ্চ কর্ষতি। রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো গতোপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ। তথা চৈতৌ বিষম্বাদে সম্বাদে সন্ত্যজেদিমম্"। ইতি ষট্চক্রভেদিকায়াম্। "অপান প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করে এবং প্রাণ অপানকে আকর্ষণ করে। যেমন শ্যেন পক্ষী রজ্জুবদ্ধ থাকিলে, উড্ডীন হইলেও পুনর্বার প্রত্যাগমন করে। প্রাণবায়ুও সেইরূপ নাসারন্ধ্রের দ্বারা নির্গত হইয়াও অপান কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া পুনর্বার দেহমধ্যে প্রবেশ করে, এই দুই বায়ুর বিষম্বাদে অর্থাৎ নাসা ও যোনিস্থানের অভিমুখে বিপরীতভাবে গমনে জীবন রক্ষা হয়। যখন ঐ দুই বায়ু নাভিগ্রন্থি ভেদ পূর্বক একত্র মিলিত হইয়া গমন করে, তখন তাহারা এই দেহ পরিত্যাগ করে। মৃত্যুকালে ইহাকেই নাভিশ্বাস কহে। এই উভয় বায়ুর মধ্যবর্তী নাভিমণ্ডলস্থিত বায়ুকে সমান বায়ু কহে।

আয়ুর্বেদ ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, প্রধান বায়ু পাঁচটি এবং উপবায়ু পাঁচটি। শ্বাস প্রশ্বাসক্রিয়া-বিশিষ্ট প্রাণবায়ুরই তাহার মধ্যে প্রধান। স্থানভেদে এই প্রাণবায়ুরই দশবিধ নাম হইয়াছে। অনেকানেক তন্ত্রে বর্ণিত আছে যে, দেহস্থ কুণ্ডলিনী নাম্নী শক্তি হইতে সেই প্রাণবায়ু সম্ভূত হইয়াছে। তন্ত্রকারেরা সেই কুণ্ডলীশক্তিকে বায়ু এবং অগ্নির সূক্ষ্মাংশ তড়িন্ময় পদার্থ বলিয়া বর্ণন করেন। সেই শক্তি মেরুদণ্ডের মধ্যে থাকিয়া জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া—এই তিনরূপে বিভক্ত হইয়া কি বাহ্যেন্দ্রিয়ের কার্য কি আন্তরিক যন্ত্রকার্য, দেহস্থ সমস্ত কার্যেরই প্রবর্তিকা হইয়াছে। অসংখ্য শূন্য অথবা বায়ুবাহিনী ধমনী মেরুদণ্ডে সংলগ্না

প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চ বিখ্যাতা নাগাদ্যাঃ পঞ্চ বায়বঃ॥৩৩॥

নাগাদি আর পাঁচটি বায়ুর স্থান বলিতেছি॥ ৩৩॥

বলিয়া তন্ত্রে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে জ্ঞানশক্তিবাহিনী, ইচ্ছাশক্তিবাহিনী এবং ক্রিয়াশক্তিবাহিনী, এই তিন নাড়ী প্রধান বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। সেই সকল ধমনীপথে তড়িন্ময় সূক্ষ্মবায়ু সহকারে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তিদেহে এবং দেহস্থ সমস্ত যন্ত্রে সংযোজিতা হয়। পাশবতাড়িত তত্ত্ববেত্তা ডাক্তার ডড্সাহেব স্বীয় তড়িততত্ত্ব গ্রন্থে, শরীরে শোণিত সঞ্চালিত হওয়ার হেতু সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন যে, মেরুদণ্ড হইতে হৃদয়ের উপরিভাগ পর্যন্ত যে একটি শিরা সংযুক্ত হইয়াছে তাহা ছেদনমাত্রই রক্তের সঞ্চালন এককালে রহিত হয়। ইহাতেই তিনি অনুমান করেন যে, ঐ ধমনীদ্বারাই হৃদয়ে রক্তসঞ্চালিনী শক্তি সংযোজিতা হয়। শরীরতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার কুম্ব সাহেব বলেন যে, মেরুদণ্ডের উভয়পার্শ্বে জ্ঞানশক্তিবাহিনী ও ক্রিয়াশক্তিবাহিনী যে শিরা আছে, তিনি সেই শিরা ছেদনপূর্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে বোধ হয় যে, সেই মেরুদণ্ডাশ্রিত সকল ধমনীর মধ্যগতা যে সকল বায়বী শক্তি আছে ও তাহার শ্বাস প্রশ্বাসাদি যে সকল বাহ্যক্রিয়া দৃষ্ট হয়, তাহাই আর্যগণের দ্বারা দেহস্থ মূলবায়ু বর্ণিত হইয়াছে। নিদানস্থানে ইহার আরও বিশেষরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

OF RESPIRATION

RESPIRATION constitutes one of those functions which are properly termed *vital*, as being essential to life; for to live and to 5 reathe are in fact synonymous terms. It consists in an alternate contraction and dilatation of the thorax, by first inspiring air into the lungs, and then expelling it from them in exspiration.

It will perhaps be easy to distinguish and point out the several phenomena of respiration but to explan their physical cause will be attended with difficulty : for it will naturally be enquired, how the lungs, when emptied of the air, and contracted by exspiration, become again inflated, they themselves being perfectly passive? How the ribs are elevated in opposition to their own natural situation? and why the diaphragm is contracted downwards towards the abdomen? Were we to assert that the air, by forcing its way into the cavity of the lungs, dilated them and consequently elevated the ribs and preffed down the diaphragam, we should speak erroneously. What induces the first inspiration, it is not easy to ascertain ; but after an animal has once respired, it would seem likely that the blood, after exspiration, finding its passage through

তেযামপি চ পঞ্চানাং চ বদাম্যহং উদগারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ। কৃকরঃ ক্ষুৎকৃতোজ্জেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে। ন জহাতি মৃতে ক্কাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ। এতে নাড়ীষু সর্ব্বাসু ভ্রমন্তে জীবরূপিণঃ॥৩৪॥

তেষামপি চ পঞ্চানাং স্থানানি চ বদাম্যহং। উদগারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে দেবদত্ত এবং সমস্ত শরীরে ধনঞ্জয়—এই পাঁচটি বায়ু এই পঞ্চস্থান অধিকৃত করিয়া রহিয়াছে। মনুষ্যের মৃত্যু হইলেও সর্বব্যাপী ধনঞ্জয় বায়ু দেহ পরিত্যাগ করে না। জীবিদিগের জীবনরূপী এই সকল বায়ু সমস্ত নাড়ীতে ভ্রমণ করিতেছে॥ ৩৪ ॥

---

the lungs obstructed, becauses a stimulus, which induces the intercostal muscles and the diaphragm to contract and enlarge the cavity of the thorax, in consequence perhaps of a certain nervous influence, which we will not here attempt to explain. The air then rushes into the lungs; every branch of the bronchial tubes and all the celluiar spaces into which they open, become fully dilated; and the pulmonary vessels being equally distended, the blood flows through them with ease. But as the stimulus which first occasioned this dilatation ceases to operate, the muscles gradually contract, the diaphragm rises upwards again and diminishes the cavity of the chest; the ribs return to their former state; and as the air passes out in exspiration, the lungs gradually collapse and a resistance to the passage of the blood again takes place. But the heart continuing to receive and expel the blood, the pulmonary artery beings again to be distended the stimulus is renewed and the same process is repeated and continues to be repeated in a regular succession during life : for though the muscles of respiration, having a mixed motion, are (unlike the heart) in some measure dependent on the will, yet no human being, after having once respired, can live many moments without it. In an attempt to hold one's breath, the blood soon begins to distened the veins, which are unable to empty their contents into the heart; and we are able only, during a very little time, to resist the stimulus to inspiration. In drowing, the circulation seems to be stopped upon this principle; and in hanging, the pressure made on the jugular veins may co-operate with the stoppage of respiration in bringing on death.

কিরূপে প্রাণায়াম করিতে হয় তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

উপরে যে শ্বাসপ্রশ্বাস বলা হইল সেই শ্বাসপ্রশ্বাসই জীবের জীবন, শ্বাস বহির্গত হইয়া

প্রকটপ্রাণসঞ্চারং লক্ষয়েৎ দেহমধ্যতঃ।
ইড়াপিঙ্গলাসুষুম্নাভির্নাড়ীভিস্তিসৃভির্ব্বুধঃ॥৩৫॥

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটি নাড়ীদ্বারা স্বরতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিত শরীরের মধ্যে ব্যক্তরূপে বায়ুসঞ্চার অনুভব করেন॥ ৩৫॥

পুনঃ প্রবিষ্ট না হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে এবং ক্রমাগত যে ঐ শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রবেশ ও নির্গম হইতেছে তাহাদ্বারাই জীবের দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব ঐ শ্বাস নিরোধ করিতে পারিলেই মৃত্যুকে জয় করিতে পারা যায়। যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, "যাবদ্বায়ুঃ স্থিতো দেহে তাবজ্জীবিতমুচ্যতে। মরণং তস্য নিষ্ক্রান্তিস্ততো বায়ুং নিবন্ধয়েৎ।" অর্থাৎ যে পর্যন্ত শরীরে বায়ু বিদ্যমান থাকে, তাবৎকালই দেহী জীবিত থাকে। আর সেই বায়ু শরীর হইতে বাহির হইয়া পুনর্বার প্রবিষ্ট না হইলেই মৃত্যু সঙ্ঘটিত হয়। অতএব দেহমধ্যে বায়ু বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেই চিরজীবী হওয়া যায়।

এই শ্বাসরোধক্রিয়া অভ্যাস করা অতিশয় কঠিন, এই কার্য অতি সাবধানে ও সতর্কতার সহিত সাধন করিবে, হঠযোগপ্রদীপিকায় লিখিত আছে যে, "যথা সিংহো গজো ব্যাঘ্রো ভবেদ্বশ্যঃ শনৈঃ শনৈঃ। তথৈব সেবিতো বায়ুরন্যথা হন্তি সাধকং।" অর্থাৎ যেমন সিংহ, হস্তী ও ব্যাঘ্রকে ক্রমে ক্রমে বশীভূত করিতে হয়, হঠাৎ তাহাদিগকে বশীভূত করিতে গেলে অনিষ্ট সংঘটন হয়, সেইরূপ ক্রমে ক্রমে শ্বাসরোধ অভ্যাস করিবে, ইহার অন্যথা করিলে সাধকের বিনাশ হইয়া থাকে। কিরূপে শ্বাসনিরোধ অভ্যাস করিবে, তাহা প্রাণায়ামশিক্ষার উপদেশকালে সবিশেষ বিবৃত হইবে। ফলত স্পষ্ট দেখা যায় যে, সাধারণত যে পরিমাণে শ্বাসরোধ করা যায় তাহার চতুর্গুণ শ্বাস বহির্গত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত প্রথমে প্রাণায়ামদ্বারা শ্বাসরোধ-ক্রিয়া অভ্যাস করিবে। কিন্তু ঐ প্রাণায়ামও সাধ্যানুসারে সাধন করিবে। নচেৎ নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হঠযোগপ্রদীপিকায় লিখিত আছে যে, "অযুক্তাভ্যাসযোগেন সর্ব্বরোগসমুদ্ভবঃ। হিক্কাশ্বাসশ্চ কাসশ্চ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদনাঃ। ভবন্তি বিবিধা রোগাঃ পবনস্য প্রকোপতঃ।" অর্থাৎ পূর্বোক্ত নিয়ম পালন না করিয়া প্রাণায়াম করিলে সাধকের বায়ু প্রকুপিত হইয়া হিক্কা, শ্বাস, কাস, শিরঃপীড়া ও কর্ণশূল প্রভৃতি নানা রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব যথানিয়মে ক্রমে ক্রমে শ্বাসরোধ শিক্ষা করিবে।

শ্বাসবায়ুর নির্গমকালে হঙ্কার এবং গ্রহণকালে সঃকার উচ্চারিত হইয়া থাকে। হঙ্কার শিবরূপী ও সঃকার শক্তিরূপী। এই পরমপুরুষ ও প্রকৃতিময় হংসঃ বা সোঽহং শব্দকেই অজপাগায়ত্রী বলে। এইরূপে জীব সমস্ত দিবারাত্রিমধ্যে একবিংশতিসহস্র ষট্‌শতবার অজপা নাম গায়ত্রী জপ করিয়া থাকে অর্থাৎ অহোরাত্রমধ্যে ২১৬০০ বার নিঃশ্বাস বহির্গত ও প্রশ্বাস অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে। গুহ্যদেশ ও লিঙ্গমূলের মধ্যস্থিত মূলাধারপদ্ম, হৃদয়স্থিত

ইড়া বামে চ বিজ্ঞেয়া পিঙ্গলা দক্ষিণে স্মৃতা।
ইড়ানাড়ীস্থিতা বামা ততোব্যস্তা চ পিঙ্গলা॥৩৬॥

ইড়ানাড়ী বামদিকে পিঙ্গলানাড়ী দক্ষিণদিকে অবস্থিত থাকে॥ ৩৬॥

অনাহতপদ্ম এবং ইড়া ও পিঙ্গলানাড়ীরূপ নাসাপুটদ্বয় এই তিনপ্রকার স্থানদ্বারাই হংসরূপ অজপাজপ অর্থাৎ শ্বাসবায়ুর গমন ও আগমন হইয়া থাকে। এই শ্বাসবায়ুর বহির্দেশে গতির কর্মরূপ পরিমাণ ষণ্ণবতি অঙ্গুলি হইয়া থাকে। এই শ্বাসবায়ুর স্বাভাবিক বর্হিগতির পরিমাণ দ্বাদশ অঙ্গুল, গায়নে ষোড়শ, ভোজনে বিংশতি, পথগমনে চতুর্বিংশতি, নিদ্রাতে ত্রিংশৎ, মৈথুনে ষট্‌ত্রিংশৎ এবং ব্যায়ামে ইহারও অধিক অঙ্গুলি পরিমাণ হইয়া থাকে। শ্বাস বহির্গমনের পরিমাণ স্বাভাবিক দ্বাদশাঙ্গুলের অপেক্ষা ন্যূন হইলে আয়ুবৃদ্ধি এবং অধিক হইলে আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে। দেহমধ্যে প্রাণবায়ুর অবস্থানে কদাপি মৃত্যু সংঘটিত হয় না। প্রাণবায়ুই কুম্ভকসাধনের মূল হেতু। জীব জন্মাবধি মৃত্যু পর্যন্ত যথোক্তপরিমিত সংখ্যায় অজপামন্ত্র জপ করিয়া থাকে। এই দেহমধ্যে প্রাণবায়ুর কেবল গমনাগমনেই কেবলীকুম্ভক সাধিত হইয়া থাকে। এই কেবলীকুম্ভক সাধনে পূরক ও রেচক নাই, কেবল কুম্ভক আছে। উভয় নাসাপুটদ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া কেবল কুম্ভক করিবে। প্রথমদিনে এই কুম্ভকসাধনে এক অবধি চতুঃষষ্টিবার পর্যন্ত হংসঃ বা সোঽহং এই মাত্রা জপসংখ্যাদ্বারা শ্বাসবায়ু ধারণ করিবে। প্রতিদিন এই কেবলীনামক কুম্ভক অষ্টপ্রহরে অষ্টবার, কিম্বা প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে এবং মধ্য ও শেষ রজনীতে এই পঞ্চসময়ে পঞ্চবার অথবা প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই তিন সন্ধ্যাতে তিনবার মাত্রাজপের সমানসংখ্যায় সাধন করিবে। এই কেবলীকুম্ভক যে পর্যন্ত না সিদ্ধ হইবে, সে পর্যন্ত দিন দিন অজপাজপের পরিমাণ এক বা পঞ্চবার ক্রমে বর্ধিত করিবে। এই কেবলীকুম্ভক সিদ্ধ হইলে ভূতলে অসাধ্য কিছু থাকে না।

পূরক, কুম্ভক ও রেচক এই তিন অঙ্গবিশিষ্ট প্রাণায়ামে এক অবধি শতবার পর্যন্ত মাত্রাসংখ্যা নির্দিষ্ট আছে। মাত্রাসংখ্যা পূরকে একগুণ, কুম্ভকে চারগুণ এবং রেচকে দুই গুণ হইয়া থাকে। মাত্রা সংখ্যানুসারে প্রাণায়াম তিনপ্রকার, যথা—বিংশতি, ষোড়শ ও দ্বাদশমাত্রা; বিংশতি মাত্রাসংখ্যা প্রাণায়াম উত্তম, ষোড়শ মাত্রাসংখ্যা প্রাণায়াম মধ্যম এবং দ্বাদশ মাত্রাসংখ্যা প্রাণায়াম অধম।

উত্তমমাত্রা কাহাকে বলে তাহা বলা যাইতেছে, পূরক অর্থাৎ শ্বাসগ্রহণকালে মাত্রা বিংশতি, কুম্ভককালে উহার চারগুণ অর্থাৎ আশীমাত্রা সংখ্যা এবং রেচকে দ্বিগুণ অর্থাৎ মাত্রাসংখ্যা চল্লিশ হইয়া থাকে।

মধ্যমমাত্রা প্রাণায়ামের মাত্রাসংখ্যা বলা যাইতেছে, পূরকের সংখ্যা ষোড়শমাত্রা, কুম্ভকে তাহার চারগুণ চৌষট্টিমাত্রা সংখ্যা এবং রেচকে দ্বিগুণ অর্থাৎ বত্রিশ মাত্রাসংখ্যা।

ইড়ায়াং সংস্থিতশ্চন্দ্রঃ পিঙ্গলায়াঞ্চ ভাস্করঃ।
সুষুম্না শম্ভুরূপেণ শম্ভুর্হংসস্বরূপকঃ॥৩৭॥

বামনাসাপুটস্থিতা ইড়ানাড়ীতে চন্দ্র এবং দক্ষিণনাসারন্ধ্রস্থিতা পিঙ্গলানাড়ীতে সূর্য অবস্থিত রহিয়াছেন। ব্রহ্মরন্ধ্রগামিনী সুষুম্নানাড়ী শিবরূপে মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে বিদ্যমান রহিয়াছে। শম্ভু (শিব) হংসরূপী॥ ৩৭॥

এইক্ষণে অধম মাত্রাসংখ্যা কথিত হইতেছে, পূরকের মাত্রাসংখ্যা বার, কুম্ভকে তাহার চতুর্গুণ অর্থাৎ আটচল্লিশ মাত্রাসংখ্যা এবং রেচকে দ্বিগুণ অর্থাৎ মাত্রাসংখ্যা চব্বিশ।

এই অধমমাত্রা প্রাণায়াম সাধনে শরীর হইতে ঘর্ম নিস্রুত হইতে থাকে ইত্যাদি পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই প্রাণায়াম বিষয় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র পাল (ডাক্তার) ইংরাজি যোগফিল্‌জপি গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ ঐ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া যে সকল পাঠকবর্গ এই বিষয় অবহেলা করেন এবং কোন ইংরাজি গ্রন্থে লেখা না থাকায় বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের বিশ্বাস ও পরিজ্ঞাতের নিমিত্ত নিম্নে সন্নিবেশিত করা হইল।

"According to some yogia, pranayama is of three kinds, the Adhams, madhyama and uttama. The Adhama Pranayama excites the secretion of sweat. It is thus practised, Inspire through the left nostril for the period of 2.5596 seconds, suspend the breath for the period of 10.2384 seconds and expire through the right nostril for the priod of 5.1192 seconds. Next inspire through the right nostril for the period of 2.5596 seconds, suspend the breath for the period of 10.2384 seconds and expire through the left nostril for the period of 5,1192 seconds, Lastly inspire through the left nostril for the period of 2.5596 seconds suspend the breath for the period of 10.2384 seconds and expire through the right nostril for the period of 5.1192 seconds. The second variety of Pranayama is called the Madhyama Pranayama. It is attended by convulsive movements of the features. It is thus Practised. Inspire through the left nostril of the period of 5.1192 seconds, suspend the breath for the period of 20.4768 seconds and expire through the right nostril for the period of 10.9384 seconds. Next inspire through the right nostril for the period of 5,1192 seconds, suspend the breath for the period of 20.4768 seconds and expire through the left nostril for the period of 10.2384 seconds. Lastly, inspire through the left nostril for the period of 5.1192 seconds, suspend the breath for the period of 20.4868 seconds and expire through the right nostril for the period of 20.2384 seconds. The third or Uttama variety of Pranayama raises the Padamasana above the surface of the earth. It is by the successful practice of the this Pranayama that the aerial Brahman

হংকারোনির্গমে প্রোক্তঃ সকারস্তু প্রবেশনে।
হংকারঃ শিবরূপেণ সকারঃ শক্তিরুচ্যতে॥৩৮॥

শ্বাসপতনকালে হংকার ও শ্বাসগ্রহণসময়ে সকার উচ্চারিত হয়। হং শিবরূপী ও সঃ শক্তিরূপী॥ ৩৮॥

---

of Madras is supposed to have supported himself in a miraculous posture, which puzzled the ingenuity of the uropean spectators. It is thus practised. Inspire through the left nostril for the period of 7.6788 seconds, suspend the breath for the period of 30.7152 seconds and expire through the right nostril for the period of 15.3576 seconds. Next inspire through the right nostril for the period of 30.7152 seconds and expire through the right nostril for the period of 7.6788 seconds, suspend the breath for the period of 30.7152 seonds and expire through the left nostril for the period of 15.3576 seconds. Lastly, inspire through the left nostril for the period of 7.6788 seconds, suspend the breath for the period of 39.7152 seconds and expire through the right nostril for the period of 15.3576 seconds.

"Inspire through the left nostril for the period of 3.4138 seconds, suspend the breathe for the period of 13.6512 seconds and then slowly expire for the period of 6.8256 seconds, through the right nostril. Then inspire through the right nostril for the period of 3.4128 seconds, suspend the breath for the period of 13.6512 seconds and then expire through the left nostril for the period of 6.8256 seconds. Lastly, commence the process with the left nostril in a similar way. This process is to be practised four times in the course of the day, for the period of 48 minutes, each time continue the process for three months, at the expiration of which attempt to increase gradually the duration of Pranayama until able to practise the following process.

Inspire through the left nostril for the period of 13.6513 seconds, suspend the breath for the period of 54.6048 seconds and then expire through the right nostril for the period of 27.3204 seconds. Next inspire through the right nostril for the period of 13.6512 seconds, suspend the breath for the period of 54.6048 seconds and inspire slowly through the left nostril for the period of 27.3024 seconds and lastly, inspire through the left nostril once more for the period of 13.6512 seconds. Suspend the breath for the period of 54.6048 seconds and expire through the right nostril for the period of 17.3024 seconds.

Yoga Philosophy.

শক্তিরূপস্থিতশ্চন্দ্রো বামনাড়ীপ্রবাহকঃ!
দক্ষনাড়ীপ্রবাহশ্চ শম্ভুরূপী দিবাকরঃ॥৩৯॥

চন্দ্র শক্তিরূপে অবস্থিত হইয়া বাম (ইড়া) নাড়ীতে প্রবাহিত হইতেছে। সূর্য শম্ভুরূপে দক্ষিণ (পিঙ্গলা) নাড়ীতে বহিতেছে॥ ৩৯॥

শ্বাসে সকারসংস্থে তু যদ্দানং দীয়তে বুধৈঃ।
তদ্দানং জীবলোকেঽস্মিন্ কোটিকোটিগুণং ভবেৎ॥৪০॥

সকারে স্থিত শ্বাসে অর্থাৎ শ্বাসগ্রহণ সময়ে, যাহা দান করা যায়, এই মর্ত্যলোকে তাহার কোটিকোটি গুণ হইয়া থাবে॥ ৪০॥

অনেন লক্ষয়েদ্ যোগী চৈকচিত্তঃ সমাহিতঃ।
সর্ব্বমেব বিজানীয়ান্মার্গং তচ্চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ॥৪১॥

ইহার দ্বারা যোগী ব্যক্তি সন্নিবিষ্টচিত্ত ও সমাধিযুক্ত হইয়া চন্দ্র ও সূর্যের পথ অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলানাড়ীর বহনকাল, লক্ষ্য করিয়া সমুদয় বিষয় বিদিত হইবে॥ ৪১॥

ধ্যায়েত্তত্ত্বং স্থিরে জীবে অস্থিরেণ কদাচন।
ইষ্টসিদ্ধির্ভবেত্তস্য মহালাভোজয়স্তথা॥৪২॥

যখন জীব (স্বর, শ্বাসবায়ু) স্থির থাকিবে অর্থাৎ কুম্ভক করিবার সময়ে শ্বাস প্রবাহিত না হইয়া বন্ধ থাকিবে, তখন পঞ্চতত্ত্ব চিন্তা করিবে আর যখন জীব অস্থির থাকিবে অর্থাৎ শ্বাসবায়ু রেচক ও পূরক করিবার সময়ে প্রবাহিত হইতে থাকিবে, তখন পঞ্চতত্ত্বের ধ্যান করিবে না। তত্ত্ববিজ্ঞানদ্বারা তাহার ইষ্টসিদ্ধি মহালাভ ও জয় হইবে॥ ৪২॥

চন্দ্রসূর্য্যৌ যদাভ্যাসৌ যে কুর্ব্বন্তি সদা নরাঃ।
অতীতানাগতজ্ঞানং তেষাং হস্তগতং সদা॥৪৩॥

যে ব্যক্তি সর্বদা চন্দ্র সূর্য অভ্যাস করে, তাহার ভূত ও ভবিষ্যৎ জ্ঞান করতলপ্রাপ্ত থাকে॥ ৪৩॥

বামে চামৃতরূপস্থা জগদাপ্যায়িনী পরা। দক্ষিণা চরমে ভাগে জগদুৎপাদয়েৎ সদা। মধ্যমা ভবতি ক্রূরা দুষ্টং সর্ব্বত্র কর্ম্মসু॥৪৪॥

বামনাসাপুটস্থিতা ইড়ানাড়ী শ্রেষ্ঠা, সুধারূপিণী ও জগতের তৃপ্তিদায়িনী অর্থাৎ ইহা দ্বারা যাবতীয় শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। দক্ষিণনাসাবাহিনী পিঙ্গলানাড়ী জগতের উৎপত্তিকারিণী। ইহার ফলও শুভ এবং ব্রহ্মরন্ধ্রগামিনী মধ্যমা সুষুম্না নাড়ী নিষ্ঠুরা ও সর্বকর্মে বিঘ্নকারিণী অর্থাৎ ইহার দ্বারা সমস্ত অশুভ ফল ঘটিয়া থাকে।। ৪৪।।

সর্ব্বত্র শুভকার্য্যেষু বামা ভবতি রূষ্টিদা। নির্গমে চ শুভা বামা প্রবেশে দক্ষিণা শুভা। শুভকার্য্যে শুভা বামা দক্ষিণা ক্রূরকর্ম্মসু॥৪৫॥

সর্বত্র সকল শুভকার্যে ইড়ানাড়ী শুভফল প্রদান করে। শ্বাস পতন সময়ে ইড়ানাড়ী প্রশস্তা ও স্বরবহনসময়ে শুভকার্য করিবে এবং পিঙ্গলাবহনকালে ক্রূরকর্ম করিবে।। ৪৫।।

চন্দ্রঃ সমস্তু বিজ্ঞেয়ো রবিস্তু বিষমঃ সদা। চন্দ্রঃ স্ত্রী পুরুষঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রোগৌরোরবিঃ সিতঃ। ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না চ তিস্রোনাড্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥৪৬॥

ইড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, সংজ্ঞা—সম এবং পিঙ্গলা নাড়ীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য, সংজ্ঞা—বিষম। চন্দ্রনাড়ী স্ত্রী ও সূর্যনাড়ী পুরুষ। চন্দ্র গৌরবর্ণ ও সূর্য শুক্লবর্ণ। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটি নাড়ীর বিষয় কথিত হইল।। ৪৬।।

ইড়ায়াশ্চ প্রবাহেণ সৌম্যকর্ম্মাণি কারয়েৎ। পিঙ্গলায়াঃ প্রবাহেণ রৌদ্রকর্ম্মাণি কারয়েৎ। সুষুম্নায়াঃ প্রবাহেণ সিদ্ধিমুক্তিফলানি চ॥৪৭॥

ইড়াতে শ্বাসবহনকালে শুভকর্ম, পিঙ্গলানাড়ীতে স্বরবহন সময়ে ক্রূরকার্য এবং সুষুম্নাতে যখন শ্বাস গমনাগমন হইবে, তখন সিদ্ধি ও মুক্তিপ্রদ কর্মসকল করিবে।। ৪৭।।

আদৌ চন্দ্রঃ সিতে পক্ষে ভাস্করস্তু সিতেতরে।
প্রতিপত্তোদিনান্যাহুঃ ত্রীণি ত্রীণি ক্রমোদয়ে॥৪৮॥

শুক্লপক্ষে চন্দ্রনাড়ী অর্থাৎ বামনাসিকাশ্বাস ও কৃষ্ণপক্ষে সূর্যনাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসিকাশ্বাস প্রতিপদ অবধি তিনতিন দিন করিয়া ক্রমে ক্রমে উদিত হয়॥ ৪৮॥

সার্দ্ধদ্বিঘটিকা জ্ঞেয়া শুক্লে কৃষ্ণে শশী রবিঃ। বহত্যেকদিনেনৈব যথাষষ্টিঘটিক্রমাৎ। বহেত্তাবদঘটিমধ্যে পঞ্চতত্ত্বানি নির্দ্দিশেৎ॥ ৪৯॥

সমস্ত অহোরাত্রে ৬০ দণ্ডে শুক্লপক্ষে চন্দ্র ও কৃষ্ণপক্ষে সূর্যনাড়ী আড়াই দণ্ড করিয়া ক্রমে উদিত হয়। এইরূপ জল, বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী ও আকাশ এই পঞ্চতত্ত্ব সমস্ত দিবারাত্রে ষষ্টিদণ্ডমধ্যে প্রতি আড়াই দণ্ডে এক এক নাসিকায় উদিত হয়।॥ ৪৯॥

স্পষ্টার্থ :—মানবদেহে যত প্রকার নাড়ী আছে, তন্মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না এই তিনটি নাড়ীই প্রধান। মেরুদণ্ডের বাহ্যপ্রদেশের বামদিকে ইড়ানাড়ী স্থিত হয়, দক্ষিণপ্রদেশে পিঙ্গলানাড়ী এবং মধ্যদেশে মেরু-মধ্যভাগে সুষুম্না নাড়ী স্থিত। চন্দ্র, সূর্য ও বায়ু এই তিন তিনেতে অবস্থিত এবং সত্ব, রজ, তম এই তিন স্থিত, আর রাত্রি ও দিবা কাল স্থিত হয়। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নানাড়ীর দ্বারায় শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য নির্বাহ হইতেছে। তৎপ্রমাণ মনুষ্যের বগলদেশ কোন বস্তুর দ্বারায় কিঞ্চিৎকাল চাপিয়া রাখিলে শ্বাস বন্ধ হইবে অর্থাৎ যে বগলের নাড়ী চাপিয়া রাখিবে সেই দিকের নাসিকার শ্বাস বন্ধ হইবে। এতদ্‌ভিন্ন দক্ষিণ কিম্বা বামপার্শ্বে শয়ন করিলে দক্ষিণ কিম্বা বামনাসিকার শ্বাস বন্ধ হয়। নব্যসম্প্রদায়ী সমূহে জানেন যে, শ্বাসপ্রশ্বাস অহরহ উভয় নাসিকায় সমানরূপে বহন হয় কিন্তু সেটি তাঁহাদিগের ভ্রম। ঐ শ্বাসপ্রশ্বাস, জোয়ার ভাঁটার ন্যায় চন্দ্র, সূর্যের ও অন্যান্য গ্রহাদির আকর্ষণে এবং তিথি অনুসারে যথানিয়মে ইড়া, পিঙ্গলা অর্থাৎ বাম কিম্বা দক্ষিণ নাসাপুটমধ্যে প্রথমতঃ সূর্য উদয়কালে উদয় হইয়া এক এক নাসিকায় আড়াই দণ্ড কাল অর্থাৎ এক ঘণ্টা করিয়া স্থিতি হইয়া, উভয় নাসিকায় ২৪ বার সংক্রমণ হইয়া থাকে। ঐ আড়াই দণ্ড কাল যখন কোন নাসিকার মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাস বহন হয়, তৎকালে পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চতত্ত্বের উদয় হয়। যথা—পৃথ্বীতত্ত্ব উদয় হইয়া ৫০ পল (ইংরাজি ২০ মিনিট) কাল অবস্থিতি করেন, ঐরূপ জলতত্ত্ব ৪০ পল (ইংরাজি ১৬ মিনিট), অগ্নিতত্ত্ব ৩০ পল (ইংরাজি ১২ মিনিট), বায়ুতত্ত্ব ২০

পল (ইংরাজি ৮ মিনিট), আকাশতত্ত্ব ১০ পল (ইংরাজি ৪ মিনিট), উদয় হইয়া স্থিতি থাকে। এখন শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষভেদে কোন কোন তিথিতে কোন নাসিকার শ্বাস সূর্য উদয়ের সহিত সর্বাগ্রে উদয় হয় এবং পঞ্চতত্ত্বের লক্ষণ কি তাহা লিখিত হইতেছে। শুক্লপক্ষে প্রতিপদাদি তিনদিন করিয়া অগ্রে ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসিকাপুটে আর কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদাদি তিনদিন করিয়া, অগ্রে দক্ষিণনাসিকাপুটে সূর্য উদয়কালে শ্বাসবহন আরম্ভ হইয়া এক এক নাসিকায় এক এক ঘণ্টা স্থিত হইয়া ক্রমে দিবারাত্রিমধ্যে ২৪ বার সংক্রমণ হয়। শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, শুক্লসপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, শুক্লত্রয়োদশী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা তিথিতে আর কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও কৃষ্ণদশমী, একাদশী এবং দ্বাদশী তিথিতে সূর্য উদয়কালে প্রথমে বামনাসিকাপুটে বায়ুবহন আরম্ভ হইয়া এক ঘণ্টা কাল স্থিতি থাকে, ঐরূপ কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও কৃষ্ণসপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, অমাবস্যা এবং শুক্লপক্ষের চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দশমী, একাদশী এবং দ্বাদশী তিথিতে সূর্য উদয়কালে প্রথমতঃ দক্ষিণনাসাপুটে শ্বাসবহন আরম্ভ হইয়া এক এক ঘণ্টাক্রমে ২/৩০ দণ্ড মধ্যে প্রতি নাসিকায় ১২ বার হিসাবে উভয় নাসিকায় ২৪ বার সংক্রমণ হইয়া থাকে। ইহার ব্যতিক্রমে বিপরীত ফল অর্থাৎ পীড়া কিম্বা অশুভ ঘটনা হয়। যখন এক নাসাপুটে বায়ু বহন হয়, তখন অন্য নাসাপুটে শ্বাস বন্ধ কিম্বা কম তেজ থাকে এবং যখন এক নাসিকা হইতে অন্য নাসিকায় শ্বাস প্রবেশ করে, তখন ক্ষণেক বাম, ক্ষণেক দক্ষিণনাসিকায় বহন হয় অথবা উভয় নাসিকা সমানরূপে বহন হয়, ইহাকে সুষুম্না নাম্নী নাড়ীর উদয় বলে। কিন্তু সর্দি কফরোগে আক্রান্ত হইলে নিশ্বাসের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

পূর্বোক্ত তিথি অনুসারে শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে সূর্যের উদয়কালে যে নাসিকাতে প্রথমতঃ শ্বাস বহিতে আরম্ভ হইয়া ২ দণ্ড ৩০ পল স্থিত থাকিয়া তৎপর ক্রমিক ২/৩০ দণ্ড কাল করিয়া ৬০ দণ্ড পর্যন্ত যে নাসিকার পর যে নাসাপুটে শ্বাসের উদয় হয়, তাহার দণ্ড পলের তালিকা প্রদর্শিত হইতেছে।

শুক্লপক্ষে সূর্যোদয় হইতে ২ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত বামনাসিকায় শ্বাস বহে, ঐ ২ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৫ দণ্ড পর্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়। ৫ দণ্ড হইতে ৭ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত বামনাসিকায়, ৭ দণ্ড ৩০ পল হইতে ১০ দণ্ড পর্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়, ১০ দণ্ড হইতে ১২ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত বামনাসিকায়, ১২

দণ্ড ৩০ পল হইতে ১৫ দণ্ড পর্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়, ১৫ দণ্ড হইতে ১৭ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত বামনাসিকায়, ১৭ দণ্ড ৩০ পল হইতে ২০ দণ্ড পর্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়, ২০ দণ্ড হইতে ২২ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত বামনাসিকায়, ২২ দণ্ড ৩০ পল হইতে ২৫ দণ্ড পর্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়, ২৫ দণ্ড হইতে ২৭ দণ্ড পর্যন্ত বামনাসিকায়, ২৭ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৩০ দণ্ড পর্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়, ৩০ দণ্ড হইতে ৩২ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত বামনাসিকায়, ৩২ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৩৫ দণ্ড পর্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়, ৩৫ দণ্ড হইতে ৩৭ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত বামনাসিকায়, ৩৭ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৪০ দণ্ড পর্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়, ৪০ দণ্ড হইতে ৪২ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত বামনাসিকায়, ৪২ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৪৫ দণ্ড পর্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়, ৪৫ দণ্ড হইতে ৪৭ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত বামনাসিকায়, ৪৭ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৫০ দণ্ড পর্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়, ৫০ দণ্ড হইতে ৫২ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত বামনাসিকায়, ৫২ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৫৫ দণ্ড পর্যন্ত দক্ষিণনাসিকায়, ৫৫ দণ্ড হইতে ৫৭ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত বামনাসিকায় এবং ৫৭ দণ্ড ৩০ পল হইতে ৬০ দণ্ড পর্যন্ত দক্ষিণনাসিকায় শ্বাস বহিয়া থাকে।

উপরি উক্ত চক্রদ্বারাই কৃষ্ণপক্ষের তালিকার কার্য হইতে পারিবে, কেবল বামনাসিকার স্থলে দক্ষিণনাসিকা এবং দক্ষিণনাসিকার স্থলে বামনাসিকা গ্রহণ করিয়া শ্বাসের, উদয়কাল জানিতে হইবে। যথা পূর্বোক্ত প্রণালীমতে তিথি অনুসারে কৃষ্ণপক্ষে সূর্যোদয়কালে দক্ষিণনাসিকাপুটে শ্বাস বহিতে আরম্ভ হইয়া ২ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত অবস্থিত থাকিবে, তৎপরে বামনাসিকার শ্বাসের উদয় হইবে। এইরূপে পর পর ২ দণ্ড ৩০ পল করিয়া দক্ষিণ বামভেদে এক এক নাসিকায় শ্বাসের পরিবর্তন হইবে।

যদি দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টা মধ্যে কত ঘণ্টা কত মিনিট সময় শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষভেদে কোন নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইবে, ইহা জানিতে মানস হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে গণনা করিয়া সমস্ত দিবারাত্রির তালিকা করিয়া রাখিতে হইবে।

প্রথমতঃ সাধারণ পঞ্জিকা দৃষ্টে দেখিতে হইবে যে, কোন্ দিবসে কত ঘণ্টা কত মিনিটে সূর্যোদয় হয়, তৎপরে তাহার সহিত এক এক ঘণ্টা করিয়া ক্রমে

২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত যোগ দিলে ২৪ ঘণ্টার একটি তালিকা প্রস্তুত হইবে। পরে সেই দিবস কোন্ পক্ষের কোন্ তিথি তাহা জানিয়া কোন্ নাসাপুটে অগ্রে সূর্যোদয়কলে শ্বাস প্রবাহিত হইবে, তাহা স্থির করিয়া বিষম সমমতে গণনা করিয়া ঐ তালিকার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোন্ ঘণ্টায় কোন্ নাসিকায় বহিবে, তাহা লিখিয়া রাখিবে, ইহাদ্বারা ঐ শ্বাসের ব্যতিক্রম হয় কিনা তাহা জানিতে পারিবে। কারণ শ্বাসের বিপর্যয় হইলে শারীরিক ও বৈষয়িক অশুভ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এই বিষয় যথাস্থানে সবিশেষ বিবৃত হইবে।

পঞ্চতত্ত্বের ৬০ দণ্ড পর্যন্ত তালিকা দেওয়ার প্রয়োজন নাই, কেবল ২ দণ্ড ৩০ পলের মধ্যে পঞ্চতত্ত্বের উদয়ের তালিকাদ্বারাই সময় নিরূপণ হইতে পারিবে।

প্রথম ৫০ পল পর্যন্ত পৃথ্বীতত্ত্ব, ঐ ৫০ পল হইতে ১ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত জলতত্ত্ব, ঐ ১ দণ্ড ৩০ পল হইতে ২ দণ্ড পর্যন্ত অগ্নিতত্ত্ব, ঐ ২ দণ্ড হইতে ২ দণ্ড ২০ পল পর্যন্ত বায়ুতত্ত্ব, ২ দণ্ড ২০ পল হইতে ২ দণ্ড ৩০ পল পর্যন্ত আকাশতত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে।

স্বরবিদ্ পণ্ডিতদিগের সময় নিরূপণার্থ ঘটিকাযন্ত্রের প্রয়োজন নাই, তাঁহারা আপন আপন শ্বাসের উদয় ও তন্মধ্যে তত্ত্বের উদয় জানিয়াই দিবারাত্র ৬০ দণ্ডমধ্যে কোন্ সময় কত দণ্ড, পল বা ঘণ্টা, মিনিট সমুদয় জানিতে পারেন এবং অপর কেহ সময় জিজ্ঞাসা করিলেও বলিয়া দিতে পারেন।

এইরূপে দিবারাত্রি ৬০ দণ্ডমধ্যে দক্ষিণনাসিকায় ১২ বার এবং বামনাসিকায় ১২ বার এই ২৪ বার শ্বাসের সংক্রমণ হয়। প্রতি নাসিকায় এক এক বারে এক এক ঘণ্টা করিয়া শ্বাস থাকে, এইরূপে দিবারাত্রিমধ্যে ২৪ ঘণ্টায় ২৪ বার শ্বাসের পরিবর্তন হয়। এই শ্বাস প্রশ্বাসের পরিবর্তন দৃষ্টেই ঘটিকাযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

আর ঘড়িযন্ত্রের ডাইলটি যে ১২ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল তাহার কারণ বিবেচনা করিয়া দেখা যায় যে, সূর্যোদয়কালে বাম কিম্বা দক্ষিণনাসিকায় শ্বাসবহন আরম্ভ হইয়া এক এক ঘণ্টাকাল করিয়া বার ঘণ্টা বার সংক্রমে অর্থাৎ বিষম সম ভেদে বাম ও দক্ষিণ করিয়া শেষ হইলে প্রথমতঃ সূর্যোদয়কালে যে নাসিকায় শ্বাসবহন আরম্ভ হইয়াছিল পুনরায় সেই নাসিকায় আরম্ভ হইয়া

পূর্ব প্রণালীমতে বিষম সম ভেদে শ্বাস বহন হইয়া শেষ হয়, এজন্যই ঐ ১২ ভাগের দ্বারা ২৪ ভাগের কার্য হইয়া থাকে। আর ঐ এক এক ঘণ্টাকাল মধ্যে যে পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চভাগের উদয় হয় তাহা দৃষ্টে সূক্ষ্ম গণনার জন্য মিনিটাদির ভাগ করা হইয়াছিল। ফলতঃ পূর্বকালে যে আমাদের দেশে ঘটিকাযন্ত্র ছিল তাহার একটি প্রমাণ ঘেরণ্ডসংহিতা হইতে উদ্ধৃত করা হইল। যথা ঘেরণ্ডসংহিতা—"ঊর্দ্ধাধো ভ্রমতে যদ্বদ্‌ঘটীযন্ত্রং গবাং বশাৎ। তদ্বৎ কর্ম্মবশাজ্জীবো ভ্রমতে জন্মমৃত্যুভিঃ"॥ যেমন ঘটিকাযন্ত্র ঊর্দ্ধাধোভাবে ঘূর্ণিত হইতেছে, সেইরূপ জীববর্গ কর্মবশে পুনঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য ইত্যাদি নানাবিধ অবস্থানুগত কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে।

প্রতিপত্তোদিনান্যাহুর্ব্বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ॥৫০॥

এইরূপ প্রতিপদাদি তিথিতে বিপরীত হইলে বিপরীত ফল হয় অর্থাৎ নিরূপিত সময়ে দক্ষিণনাসাপুট বহনসময়ে যদি বামনাসা বহন হয় অথবা বামনাসা বহনকালে দক্ষিণনাসা বহন হয়, তাহা হইলে ফলের ব্যত্যয় হয়॥ ৫০॥

অন্যমতে—কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদে প্রভাতে দক্ষিণনাসা বহনকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, পঞ্চদশ দিন পর্যন্ত কোন পীড়া হয় না। যদি বামস্বর বহনকালে নিদ্রাভঙ্গ হয়, তবে শ্লেষ্মা জন্মিয়া পীড়া হইতে পারে। এইরূপ রোগোৎপত্তির নিবারণোপায়ও লিখিত হইল। যতদিন রোগ শান্তি না হইবে, ততদিন পর্যন্ত পুরাতন তুলাদ্বারা বামনাসাপুট বন্ধ রাখিবে। পরে শুক্লপক্ষে প্রতিপদে বামস্বর বহনকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে পঞ্চদশ দিন পর্যন্ত কোন পীড়া জন্মিবে না। দক্ষিণনাসা বহনকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে একপক্ষ শরীর উত্তপ্ত হইয়া রোগ হইবে। ইহারও নিষ্কৃতির পন্থা এই—যে পর্যন্ত না আরোগ্যলাভ হইবে, সে পর্যন্ত ঐ নাসা পুরাতন তুলাদ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবে।

শুক্লপক্ষে বহেদ্বামা কৃষ্ণপক্ষে চ দক্ষিণা।
জানীয়াৎ প্রতিপৎ পূর্ব্বং যোগী তদগতমানসঃ॥৫১॥

শুক্লপক্ষে বামনাড়ী ও কৃষ্ণপক্ষে দক্ষিণনাড়ী বহে। ইহা প্রতিপদাদি তিথির পূর্বে যোগী ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত হইয়া জানিবে॥ ৫১॥

উদয়শ্চন্দ্রমার্গেণ সূর্য্যেণাস্তংগতো যদি।
দদাতি গুণসংঘাতং বিপরীতে বিপর্য্যয়ং॥ ৫২॥

তিথি অনুসারে বামনাসাপুটে স্বরের উদয় ও দক্ষিণনাসাপুটে স্বরের অস্ত হইলে, বহুগুণবিশিষ্ট শুভফল লাভ হইয়া থাকে। ইহার বিপরীতে বিপরীত ফল হয়॥ ৫২॥

শশাঙ্কং চারয়েদ্রাত্রৌ দিবাচার্য্যো দিবাকরঃ।
ইত্যভ্যাসে রতোযোগী স যোগী নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫৩॥

রাত্রিতে ইড়ানাড়ীতে এবং দিবসে পিঙ্গলানাড়ীতে স্বরচালন করিবে। এই স্বরচালন অভ্যাসে যে ব্যক্তি পারগ, সেই ব্যক্তিই যোগী। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই॥ ৫৩॥

সূর্য্যেণ বধ্যতে সূর্য্যশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রেণ বধ্যতে।
যোজানাতি ক্রিয়ামেতাং ত্রৈলোক্যং জয়তে ক্ষণাৎ॥ ৫৪॥

দিবসে পিঙ্গলানাড়ী বদ্ধ করিবে অর্থাৎ বামনাসা চালন করিবে ও রাত্রিতে ইড়ানাড়ী বন্ধ করিবে অর্থাৎ পিঙ্গলাতে স্বরচালন করিবে। যে ব্যক্তি এই প্রক্রিয়া অবগত আছে সে ক্ষণকালের মধ্যে ত্রিভুবন জয় করিতে সমর্থ হয়॥ ৫৪॥*

---

* যিনি দিবাভাগে বামনাসিকায় এবং রাত্রিকালে দক্ষিণনাসিকায় শ্বাসবহন রাখেন, তাঁহার শরীরে কোন পীড়া জন্মে না এবং আলস্য থাকে না ও দিন দিন চেতনার বৃদ্ধি হয়। এইরূপে শ্বাসবহন হইলে দ্বাদশ বৎসর অন্তে যদি তাঁহার দেহে সর্প কিম্বা বৃশ্চিক দংশন করে, তবে তাঁহার শরীরে বিষ প্রবেশ করিতে পারে না এবং ঐ ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হন। দিবাভাগে দক্ষিণনাসাপুটে পুরাতন তুলাদ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিলে কেবল বামনাসিকায় শ্বাসবহন হইবে, ঐরূপে রাত্রিকালে বামনাসাপুট পুরাতন তুলাদ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিলে দক্ষিণনাসাপুটে শ্বাসবহন হইবে। এইরূপ কিছুদিন অভ্যাস করিলেই দিবাতে বামনাসায় ও রাত্রিতে দক্ষিণনাসার শ্বাসবহন অভ্যাস হয়, তখন আর তুলার আবশ্যক থাকে না।

† ডাকের বচন।
"সোম শুক্র বুধে বাম,
হেলায় লঙ্কা জেতে রাম"।

গুরুশুক্রবুধেন্দুনাং বাসরে বামনাড়িকা।
সিদ্ধিদা সর্ব্বকার্য্যেষু শুক্লপক্ষে বিশেষতঃ॥৫৫॥

সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে ইড়ানাড়ী সকল কর্মে শুভফল প্রদান করে অর্থাৎ বামনাসিকায় শ্বাস বহনকালে কোন কার্য করিলে তাহাতে শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ শুক্লপক্ষেই সহার অধিকতর সিদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৫৫॥

অর্কাঙ্গারকসৌরীণাং বাসরে দক্ষনাড়িকা।
স্মর্ত্তব্যা চরকার্য্যেষু কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ॥৫৬॥

রবি, মঙ্গল ও শনিবারে পিঙ্গলানাড়ী সকল কার্যে সিদ্ধিদায়িনী হয় অর্থাৎ দক্ষিণনাসায় স্বরবহনকালে যে সকল কার্য করা যায়, তাহাতে সিদ্ধি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষে ইহাতে সর্বাধিক ফল লাভ হয়॥ ৫৬॥

ক্রমাদেকৈকনাড্যান্তু তত্ত্বানাং পৃথগুদ্ভবঃ।
অহোরাত্রস্য মধ্যে তু জ্ঞেয়া দ্বাদশসংক্রমাঃ॥৫৭॥

ক্রমে এক এক নাড়ীতে পাঁচটি তত্ত্ব পৃথক্ পৃথক্‌রূপে উদিত হয় এবং দিনরাত্রে ৬০ দণ্ড মধ্যে দ্বাদশ বার সঞ্চার হয়॥ ৫৭॥

বৃষকর্কটকন্যালিমৃগমীনে নিশাকরঃ। মেষসিংহে চ ধনুষি তুলায়াং মিথুনে ঘটে। উদয়োদক্ষিণে জ্ঞেয়ঃ শুভাশুভবিনির্ণয়ঃ॥৫৮॥

বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন রাশিতে ইড়ানাড়ী এবং মেষ, সিংহ, ধনু, তুলা, মিথুন ও কুম্ভরাশিতে পিঙ্গলানাড়ীর উদয় জানিয়া শুভ ও অশুভফল নির্ণীত হইবে॥ ৫৮॥

তিষ্ঠেৎ পূর্ব্বোত্তরে চন্দ্রঃ সূর্য্যোদক্ষিণপশ্চিমে। বামাচার প্রবাহেণ ন গচ্ছেৎ পূর্ব্ব-উত্তরে। দক্ষনাড়ীপ্রবাহে তু ন গচ্ছং যাম্যপশ্চিমে॥৫৯॥

পূর্ব ও উত্তরদিকের অধিপতি চন্দ্র অর্থাৎ ইড়ানাড়ী এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকের অধিপতি সূর্য অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ী। অতএব বামনাসাপুটে যখন স্বর বহিতে থাকিবে, তখন পূর্ব ও উত্তরদিকে যাত্রা করিবে না। যখন

দক্ষিণনাসাপুটে শ্বাসপ্রবাহিত হইতে থাকিবে, তখন দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে যাইবে না॥ ৫৯॥

পরিপন্থিভয়ং তস্য গতোঽসৌ ন নিবর্ত্ততে। তস্মাত্তত্র ন গন্তব্যং বুধৈঃ সর্ব্বহিতেপ্সুভিঃ। তদা তত্র তু সংঘাতমৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥৬০॥

এই সকল দিকে শত্রুভয় হয়, যে ব্যক্তি এই সকল নিষিদ্ধদিকে গমন করে সে আর প্রত্যাগত হয় না। এই নিমিত্ত মঙ্গলজনক কার্যের উদ্দেশ্যে পণ্ডিতগণের এই সকল দিকে গমন করা কর্তব্য নহে। গমন করিলে নিশ্চিতই ভয়ঙ্কর বিপদ হইবে॥ ৬০॥

সূর্যোদয়ে যদা সূর্য্যশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রোদয়ে যদা।
সিদ্ধ্যন্তি সর্ব্বকার্য্যাণি দিবারাত্রিগতান্যপি॥৬১॥

বামস্বর বহিবার সময়ে বামস্বর এবং দক্ষিণস্বর বহিবার কালে দক্ষিণস্বর প্রবাহিত হইলে, দিবসে ও রাত্রিতে সমস্ত কার্যই সুসিদ্ধ হয়॥ ৬১॥

শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়ায়ামর্কে বহতি চন্দ্রমাঃ।
দৃশ্যতে লাভদঃ পুংসাং সোমে সৌখ্যং প্রজায়তে॥৬২॥

শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে রবিবারে যদি ইড়ানাড়ী বহে, তাহা হইলে পুরুষের লাভ হইবে। ঐ শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে সোমবারে যদি ইড়ানাড়ী প্রবাহিত হয়, তবে সুখভোগ হইবে॥ ৬২॥

চন্দ্রকালে যদা সূর্য্যঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ে ভবেৎ।
উদ্বেগঃ কলহোহানিঃ শুভং সর্ব্বং নিবারয়েৎ॥৬৩॥

বামনাসায় শ্বাস বহিবার কালে দক্ষিণনাসায় শ্বাস বহিলে এবং দক্ষিণনাসায় শ্বাস বহিবার কালে বামনাসায় বহিলে, উদ্বেগ, কলহ, হানি ও অমঙ্গল উপস্থিত হয়॥ ৬৩॥

বিপরীতলক্ষণং।

যদা প্রত্যুষকালে তু বিপরীতোদয়ো ভবেৎ। চন্দ্রস্থানে বহত্যর্কো রবিস্থানে চ চন্দ্রমাঃ। প্রথমে মানসোদ্বেগং ধনহানিং দ্বিতীয়কে। তৃতীয়ে গমনং প্রোক্ত মিষ্টনাশং চতুর্থকে। পঞ্চমে রাজ্যবিধ্বংসং ষষ্ঠে সর্ব্বার্থনাশনং। সপ্তমে ব্যাধিদুঃখানি অষ্টমে মৃত্যুমাদিশেৎ॥৬৪॥

প্রাতঃকালে যদি নাড়ীর বিপরীত উদয় হয় অর্থাৎ বামনাসিকায় শ্বাস বহনকলে দক্ষিণনাসার স্বর বহে এবং দক্ষিণনাসাপুটে বায়ু বহনকালে বামনাসাপুটে বায়ু বহন হয়, তাহা হইলে প্রথম সময়ে মানসিক উদ্বিগ্নতা, দ্বিতীয় সময়ে অর্থনাশ, তৃতীয় সময়ে গমন, চতুর্থ সময়ে অভিলষিত হানি, পঞ্চম সময়ে রাজ্যনাশ, ষষ্ঠ সময়ে সর্বার্থ হানি, সপ্তম সময়ে রোগ ও দুঃখ এবং অষ্টম সময়ে মৃত্যু হয়॥ ৬৪॥

কালত্রয়ে দিনান্যষ্টৌ বিপরীতং যদা ভবেৎ।
তদা দুষ্টফলং প্রোক্তং কিঞ্চিন্ন্যূনে তু শোভনং॥৬৫॥

এই অষ্টকালের মধ্যে যদি তিনকালে বিপরীত উদয় হয় অর্থাৎ যে কালে যে স্বরের উদয় নিরূপিত আছে, সেই কালে সেই স্বরের উদয় না হইয়া অন্য স্বরের উদয় হয়, তাহা হইলে কিঞ্চিন্ন্যূনাতিরিক্ত মন্দ ফল হইবে॥ ৬৫॥

প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নয়োশ্চন্দ্রঃ সায়ংকালে দিবাকরঃ।
তদা নিত্যং জয়ং লাভং বিপরীতন্তু দুঃখদং॥৬৬॥

প্রভাত ও মধ্যাহ্নে বামনাসায় এবং সায়াহ্নে দক্ষিণনাসায় স্বর বহন হইলে, নিত্য জয়লাভ হইবে এবং ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ প্রাতে ও দুই প্রহর বেলায় দক্ষিণনাসা এবং সন্ধ্যাতে বামনাসা বহিলে, ইহার ফল দুঃখদায়ক হয়॥ ৬৬॥

দক্ষিণে যদি বা বামে যত্র সংক্রমতে শিবঃ।
তৎপাদমগ্রতঃ কৃত্বা নিঃসরেৎ নিজমন্দিরাৎ॥৬৭॥

যাত্রাকালে দক্ষিণনাসায় বায়ু বহন হইলে, দক্ষিণ চরণ অগ্রে বাড়াইয়া অথবা

বামনাসায় শ্বাসবহন হইলে, বাম চরণ অগ্রে বাড়াইয়া, স্বগৃহ হইতে বহির্গত হইবে।। ৬৭।।

চন্দ্রঃ সাম্পদকার্য্যাণি রবিস্তু বিষমঃ সদা।
পূর্ণপাদং পুরস্কৃত্য যাত্রা ভবতি সিদ্ধিদা।।৬৮।।

সম্পৎকার্যাদির নিমিত্ত যাত্রা করিতে হইলে, বামনাসাপুটে যখন শ্বাস বহিতে থাকিবে এবং বিষম ক্রূরকর্ম্মাদির নিমিত্ত যাত্রা করিতে হইলে, দক্ষিণনাসাপুটে যে সময়ে শ্বাস বহিতে থাকিবে, তখন যাত্রা করিবে, তাহা হইলে সে যাত্রাতে কর্ম্মসিদ্ধি হইবে।। ৬৮।।

সপ্তপাদাঃ শনিশুক্রে জ্ঞাতব্যাশ্চ বিচক্ষণৈঃ। চন্দ্রে রবৌ পদং রুদ্রং কুজে বুধে তথৈব চ। সার্দ্ধং সদা গুরৌ পাদং জ্ঞাতব্যঞ্চ বিচক্ষণৈঃ।।৬৯।।

যাত্রাকালে বিচক্ষণ ব্যক্তি শনি ও শুক্রবারে সাতবার; রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধবারে একাদশবার এবং বৃহস্পতিবারে সার্দ্ধবার মৃত্তিকাতে পদক্ষেপণ করিয়া বহির্গত হইবে, তাহা হইলে কার্যসিদ্ধি হইবে।। ৬৯।।

যত্রাঙ্গে চরতে বায়ুস্তদঙ্গস্য করস্তলং।
সুপ্তোত্থিতোমুখং স্পৃষ্ট্বা লভতে বাঞ্ছিতং ফলং।।৭০।।

যে দিকের নাসিকায় বায়ু বহিতে থাকিবে, সেই দিকের করতল মুখদেশে স্পর্শ করিয়া নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবে, তাহা হইলে তাহার ইষ্টফল লাভ হইবে।। ৭০।।

লোকানাং শীঘ্রগন্তুঞ্চ কুশলায়াঙ্গমিষ্যতে। পরদলে তথা গ্রাহ্যে হানিশ্চ কলহাগমে। যদঙ্গে বহতে নাড়ী গ্রাহ্যং গতিকরং নৃণাম্। চন্দ্রচারে চতুষ্পাদং পঞ্চপাদাশ্চ ভাস্করে। এবন্তু গমনং শ্রেষ্ঠং সাধয়েদ্ ভুবনত্রয়ং।। ন হানিঃ কলহোনৈব কণ্টকেনাপি ভিদ্যতে। নিবর্ত্ততে সুখেনৈব সর্ব্বাপদ্ভি-র্ব্বিবর্জ্জিতঃ।।৭১-৭২।।

কোন স্থানে শীঘ্র গমন করিতে হইলে, শত্রুর সহিত বিবাদের জন্য যাইতে হইলে অথবা হানির কারণ উপস্থিত হইলে, তখন যে নাসিকার শ্বাসবহন হইবে,

সেই অঙ্গে হস্তস্পর্শ করিয়া যাত্রাকালে ইড়ানাড়ী বহনকালে চারবার এবং পিঙ্গলানাড়ী বহনকালে পঞ্চবার মৃত্তিকাতে পাদবিক্ষেপপূর্বক গৃহ হইতে নির্গত হইবে। এবম্বিধ গমনই শ্রেষ্ঠ। ইহাতে ত্রিভুবনজয় পর্যন্তও হইতে পারে এবং হানি বা কলহ কিছুই হইবে না ; এমন কি একটি কণ্টকও ফুটিবে না অর্থাৎ একটু সামান্য বিপদও ঘটিবে না। সকলপ্রকার বিপদবিহীন হইয়া স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাগত হইবে॥ ৭১-৭২॥

গুরুবন্ধুনৃপামাত্যা অন্যেঽপীপ্সিতদায়িনঃ।
পূর্ণাঙ্গে খলু কর্ত্তব্যা কার্য্যসিদ্ধির্ম্মনীষিভিঃ॥৭৩॥

গুরু, বন্ধু, রাজা, মন্ত্রী ও অন্যান্য অভীষ্টার্থক্ষম ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে কার্যসিদ্ধি করিতে হইলে, যে নাসিকায় স্বর বহন হইবে, সেই দিকের বিধানমতে অবস্থিত হইয়া কার্যাদি করিবে, এইরূপ করিলে সিদ্ধি হইবে॥ ৭৩॥

আসনে শয়নে বাপি পূর্ণাঙ্গে বিনিবেশিতাঃ।
বশীভবন্তি কামিন্যো ন কর্ম্মনিয়মান্তরং॥৭৪॥

উপবেশন, শয়নে কিম্বা কামিনীজন বশীকরণে যে দিকের শ্বাসবহন হইবে, সেই দিকের বিধানমতে কার্য করিবে॥ ৭৪॥

অরিচৌরাধমাদ্যাশ্চ অন্যে উৎপাতবিগ্রহাঃ।
কর্ত্তব্যাঃ খলু রিক্তাঙ্গে জয়লাভসুখার্থিভিঃ॥৭৫॥

শত্রু, চোর, অধম প্রভৃতি ও অপর উপদ্রব অর্থাৎ যুদ্ধাদিতে জয় ও সুখলাভ করিতে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, সে এই সকল কার্য যে নাসিকায় শ্বাস না বহিবে, সেই দিকের বিধানমতে করিবে॥ ৭৫॥

দূরদেশে বিধাতব্যং গমনং তুহিনদ্যুতৌ।
অভ্যর্ণদেশে দীপ্তে তু তরণাবিতি কেচন॥৭৬॥

কোনমতে—ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসা বহিবার সময়ে দূরদেশে এবং পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসা বহিবার সময়ে নিকটবর্তী স্থানে যাত্রা করিবে॥ ৭৬॥

যৎকিঞ্চিৎ পূর্ব্বমুদ্দিষ্টং লাভাদিসমরাগমঃ।
তৎসর্ব্বং পূর্ণনাড়ীষু জায়তে নির্ব্বিকল্পকম্॥ ৭৭॥

লাভ ও সমরাগমনাদি সম্বন্ধীয় যে সকল কার্য পূর্বে কথিত হইয়াছে, সেই সকল পূর্ণনাড়ীতে করিবে॥ ৭৭॥

শূন্যনাড্যাং রিপুং জেতু* যৎপূর্ব্বং প্রতিপাদিতং।
জায়তে নান্যথা চৈব যথা সর্ব্বজ্ঞভাষিতং॥ ৭৮॥

শত্রুর পরাজয় প্রভৃতি কার্য পূর্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা শূন্যনাড়ীর বিধানমতে করিবে। কোন অন্যথা নাই। ইহা ত্রিকালজ্ঞ ব্যক্তিরাই বলিয়াছেন॥ ৭৮॥

ব্যবহারে খলোচ্চাটদ্বেষিবিদ্যাদিবঞ্চকাঃ।
কুপিত স্বামিচৌরাদ্যাঃ পূর্ণস্থাঃ স্যুর্ভয়ঙ্করাঃ॥ ৭৯॥

উচ্চাটনকারী, বিদ্বেষী, বিদ্যাদি বঞ্চক, খল কুপিত স্বামী, চোর প্রভৃতির সহিত ব্যবহার পূর্ণনাড়ীতে করিবে না, তাহাতে বিপরীত ফল হইবে॥ ৭৯॥

দূরাধ্বনি শুভশ্চন্দ্রোনির্ব্বিঘ্ন ইষ্টসিদ্ধিদঃ।
প্রবেশঃ কার্য্যহেতুঃ স্যাৎ সূর্য্যঃ শীঘ্রং প্রশস্যতে॥ ৮০॥

ইড়া অর্থাৎ বামনাসায় স্বরবহনকালে দূরপথে গমন করিবে, তাহা হইলে শুভ, নির্বিঘ্নতা ও ইষ্টসিদ্ধি হইবে। পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণনাসায় শ্বাস প্রবেশ সময়ে কোন কার্য করিলে শীঘ্র তাহা সফল হইবে॥ ৮০॥

অগ্রতোবামিকা শ্রেষ্ঠা পৃষ্ঠতো দক্ষিণা শুভা।
বামে চ বামিকা প্রোক্তা দক্ষিণে দক্ষিণা স্মৃতা॥ ৮১॥

বামনাসাপুটে বায়ু বহিবার সময়ে সম্মুখে থাকিয়া প্রশ্ন করিলে ও দক্ষিণনাসাপুটে বায়ু বহিবার সময়ে পশ্চাৎ হইতে প্রশ্ন করিলে, শুভ বুঝাবে। বামনাসা বহনকালে বামদিকে থাকিয়া এবং দক্ষিণনাসা বহনকালে দক্ষিণদিকে

---

* "রিপুং জেতুং" ইত্যত্র "বিপর্য্যয়" মিতি চ পাঠঃ।

থাকিয়া প্রশ্ন করিলেও শুভ বুঝাবে।। ৮১।।

চন্দ্রচারে বিষং হন্তি সূর্য্যে বালা বশং নয়েৎ।
সুষুম্নায়াং ভবেন্মোক্ষ একোবায়ুস্ত্রিধা স্মৃতঃ।। ৮২।।

বামনাসা বহনকালে সর্পাদির বিষনাশ করিবে, দক্ষিণনাসা বহনকালে বালিকা বশ করিবে ও সুষুম্না বহনকালে যোগাদি মুক্তিলাভের কার্য করিবে। একই বায়ু ত্রিবিধপথে থাকিয়া তিন প্রকার ফল দিয়া থাকে।। ৮২।।

অযোগ্যে যোগ্যতা নাড়ী যোগ্যস্থানেঽপ্যযোগ্যতা। কার্য্যানুবন্ধতো জীবঃ কথমূৰ্দ্ধং সমাচরেৎ। শুভাশুভানি কার্য্যাণি ক্রিয়তেঽহর্নিশং সদা। তদা কার্য্যানুবন্ধেন কার্য্যং নাড়ীপ্রচালনং।। ৮৩।।

শুভ ও অশুভ কার্যের অনুরোধে দিবারাত্রি এইরূপে নাড়ী চালনপূর্বক জীবকে যোগ্যস্থান হইতে অযোগ্যস্থানে এবং অযোগ্যস্থান হইতে যোগ্যস্থানে চালন করিবে অর্থাৎ বামনাসাপুটে যে স্বর বহিতেছে, তাহাকে দক্ষিণনাসাপুটে চালন করিবে ও দক্ষিণনাসাবাহী বায়ুকে বামনাসায় চালন করিবে।। ৮৩।।

ইতি নাড়ীচালনকারণম্।

অথ ইড়া।

স্থিরকর্ম্মণ্যলঙ্কারে দূরাধ্যগমনে তথা। আশ্রমে হর্ম্মপ্রাসাদে বস্তূনাং সংগৃহেঽপি চ। বাপীকূপতড়াগাদিপ্রতিষ্ঠাস্তম্ভদেবয়োঃ। যাত্রাদানে বিবাহে চ বস্ত্রালঙ্কারভূষণে। শান্তিকং পৌষ্টিকং চৈব দিব্যৌষধিরসায়নে স্বানিদর্শনমৈত্রে চ বাণিজ্যে ধনসংগ্রহে। গৃহপ্রবেশে সেবায়াং কৃষ্যাং বীজাদিবপনে। শুভকর্ম্মাণি সন্ধৌ চ নির্গমে শুভঃ শশী।। ৮৪।।

বামনাসিকায় শ্বাস বহনকালে যে যে কার্য করিতে হইবে এবং করিলে ফলপ্রাপ্তি হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।—স্থিরকার্যকরণ, অলঙ্কারধারণ, দূরপথগমন, আশ্রমে প্রবেশ, অট্টালিকা নির্মাণ, রাজমন্দির নির্মাণ, দ্রব্য-সংগ্রহ করা, কূপদীর্ঘিকাদি বৃহজ্জলাশয়, দেবস্তম্ভাদির প্রতিষ্ঠা করা, যাত্রা, দানকরা,

বিবাহ করা, বস্ত্র পরিধান, ভূষণধারণ, শান্তি ও পুষ্টিজনক কার্য, মহৌষধিসেবন, রসায়নকরণ, স্বামীদর্শন, বন্ধুত্বকরণ, বাণিজ্যকরণ, অর্থসংগ্রহ, গৃহপ্রবেশ, সেবাকার্য, কৃষিকর্ম, বীজাদিবপন, শুভকর্ম, সন্ধিস্থাপন ও বহির্গমন—এই সকল কার্য বামনাসা বহনকালে করিবে, করিলে শুভফল হইবে॥ ৮৪॥

ইতি কর্মবিশেষে কর্মনাড়ীফলম্।

বিদ্যারম্ভাদিকার্য্যেষু বান্ধবানাঞ্চ দর্শনে। জলযক্ষেষু ধর্ম্মেষু দীক্ষায়াং মন্ত্রসাধনে। কালবিজ্ঞানসূত্রেণ চতুষ্পাদগৃহাগমে। কালব্যাধিচিকিৎসায়াং স্বামিসম্বোধনে তথা। গজাশ্বারোহণে ধস্বী গজাশ্বানাঞ্চ বন্ধনে। পরোপকরণে চৈব নিধীনাং স্থাপনে তথা। গীতবাদ্যেঽপিনৃত্যে চ গীতশাস্ত্রবিচারণে। পুরগ্রামপ্রবেশে চ তিলকে সূত্রধারণে। পুত্রশোকে বিষাদে চ জ্বরিতে মূর্চ্ছিতেঽপি বা। স্বজনস্বামিসম্বন্ধে ধান্যাদি দারুসংগ্রহে। স্ত্রীণাং দন্তাদিভূষায়াং কৃষেরাগমনে তথা। গুরুপূজা বিষাদীনাং চালনঞ্চ বরাননে। ইড়ায়াং সিদ্ধিদং প্রোক্তং যোগাভ্যাসাদি কর্ম্ম চ। তত্রাপি বর্জ্জয়েদ্বায়ুং তেজ আকাশমেব চ। সর্ব্বকার্য্যাণি সিদ্ধন্তি দিবারাত্রিগতান্যপি। সর্ব্বেষু শুভকার্য্যেষু চন্দ্রচারঃ প্রশস্যতে॥ ৮৫-৮৬॥

বিদ্যারম্ভ প্রভৃতি কার্য, বন্ধুসন্দর্শন, জলদানাদি ধর্মকার্য, দীক্ষাকার্য, মন্ত্রসিদ্ধি, চতুষ্পদ জন্তুদিগের গৃহে আনয়ন, রোগের চিকিৎসা, প্রভু সম্বোধন, ধনুর্দ্ধর যোদ্ধার গজ ও অশ্বে আরোহণ, হস্তীঘোটকাদির বন্ধন, পরোপকার করা, ধনরত্নাদি সঞ্চয়, গীতবাদ্য ও নৃত্যকরণ, গীতশাস্ত্রের বিচার, নগর ও গ্রামে প্রবেশ, তিলক ও উপবীত ধারণ, পুত্রশোকাদির জন্য রোদন করা, বিষাদ প্রকাশকরণ, জ্বরগ্রস্ত ও মূর্চ্ছিত হওয়া, সুহৃদ ও স্বামীর সহিত সম্বন্ধ করা, ধান্য কাষ্ঠ ইত্যাদির সঞ্চয়, স্ত্রীলোকের ভূষাকরণ, কৃষিদ্রব্যাদি আনয়ন, গুরুপূজাকরণ, বিষাদি চালন এবং যোগ অভ্যাসাদি কর্ম, বামনাসিকায় শ্বাসবহনকালে করিবে, এইরূপ করিলে কার্যসিদ্ধি হইবে। কিন্তু ইড়ানাড়ীতে অগ্নি, বায়ু ও আকাশতত্ত্বের উদয়সময়ে এই সকল কার্য করিবে না। এই তিন তত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া কেবল জল ও পৃথিবীতত্ত্বের উদয়সময়ে এই সকল কার্য করিলেই শুভ হইবে। ইহার

দিবস ও রাত্রিকালের প্রভেদ নাই। ফলতঃ ইড়ানাড়ী বহনকালে সকলপ্রকার শুভকার্য করাই প্রশস্ত॥ ৮৫-৮৬॥

অথ পিঙ্গলা।

কঠিনক্রূরবিদ্যানাং পঠনে পাঠনে তথা। স্ত্রীসঙ্গে বেশ্যাগমনে মহানৌকাধিরোহণে। নষ্টকার্য্যে সুরাপানে বীরমন্ত্রাদ্যুপাসনে। বহুলধ্বংসদেশাদৌ বিষদানাদিবৈরির্ণি। শাস্ত্রাভ্যাসে চ গমনে মৃগয়াপশুবিক্রয়ে। ইষ্টকাকাষ্ঠপাষাণরত্নঘর্ষণদারণে। গীতাভ্যাসে যন্ত্রতন্ত্রে দুর্গপর্ব্বতারোহণে। দ্যূতে চৌর্য্যে গজাশ্বাদিরথবাহনসাধনে। ব্যায়ামে মারণোচ্চাটে ষট্‌কর্ম্মাদিকসাধনে। যক্ষিণীযক্ষবেতালবিশ্বভূতাদিসংগ্রহে। খরোষ্ট্রমহিষাদীনাং গজাশ্বারোহণে তথা। নদীজলৌঘতরণে ভেষজে লিপিলেখনে। মারণে মোহনে স্তম্ভে বিদ্বেষোচ্চাটনে বশে। প্রেরণে কর্ষণে ক্ষোভে দানে চ ক্রয়বিক্রয়ে। খড়্গহস্তে বৈরিযুদ্ধে ভোগে বা রাজদর্শনে। ভোজ্যে স্নানে ব্যবহারে ক্রূরে দীপ্তে রবিঃ শুভঃ॥৮৭॥

দক্ষিণনাসায় শ্বাসবহনকালে যে যে কার্য করিতে হইবে এবং করিলে ফলপ্রাপ্তি হইবে তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে—কঠিন ও ক্রূরবিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকরণ, স্ত্রীসহবাস, বেশ্যাগমন, বৃহন্নৌকায় আরোহণ, বিনাশকার্য, মদ্যপান, বীরাচারে মন্ত্রাদি দ্বারা উপাসনাকরণ, দেশাদির ধ্বংস, শত্রুকে বিষপ্রদান, শাস্ত্র অভ্যাসকরণ, পশু বিক্রয়করণ, ইষ্টককাষ্ঠপ্রস্তররত্নপ্রভৃতির ঘর্ষণ ও বিদারণ, গীতাভ্যাস, যন্ত্রতন্ত্রকরণ, দুর্গ ও পর্বতে আরোহণ, দ্যূতক্রীড়া করা, চুরি করা, হস্তী, ঘোড়া ও রথাদি যানে আরোহণ অভ্যাস করা, ব্যায়াম চর্চা করা, মারণ-উচ্চাটন-স্তম্ভন আদি ষট্‌কর্ম করা, যক্ষিণী, বেতাল, ভূত প্রভৃতি সিদ্ধিকরণ, গর্দভ-উষ্ট্র-মহিষ-হস্তী প্রভৃতিতে আরোহণ, নদীপার হওয়া, ঔষধসেবন, লিপিলেখন, মারণ, মোহন-স্তম্ভন-বিদ্বেষণ-উচ্চাটন-বশীকরণ-প্রেরণ-আকর্ষণ ও ক্ষোভণ কার্য, দান করা, ক্রয় বিক্রয় করা, খড়্গহস্তে শত্রুর সহিত যুদ্ধ কার্য, ভোগ করা, রাজদর্শন, স্নান করা, ভোজন এবং ক্রূরাদি কার্য দক্ষিণনাসিকায় শ্বাসবহনকালে করিবে, তাহা হইলে কার্যসিদ্ধি হইবে॥ ৮৭॥

ভূক্তমাত্রেণ মন্দাগ্নৌ স্ত্রীণং বশ্যাদিকর্ম্মণি। শয়নং সূর্য্যবাহনে কর্ত্তব্যন্ত

সদা বুধৈঃ। ক্রূরাণি যানি কর্ম্মাণি চারাণি বিবিধানি চ। তানি সিদ্ধন্তি সূর্য্যেণ নাত্র কার্য্য বিচারণা॥ ৮৮॥

ভোজনমাত্রে যে মন্দাগ্নি হয় তাহা নিবারণ, স্ত্রীবশ্যাদি কর্ম ও শয়ন এই সকল পিঙ্গলা নাড়ী বহনসময়ে করিবে। অন্যান্য যে সকল বহুবিধ ক্রূরকার্য আছে, সেই সকল এই দক্ষিণনাসায় স্বরবহনকালে করিলে সুসিদ্ধ হইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৮৮॥

ইতি কর্মবিশেষে-পিঙ্গলাফলম্।

অথ সুষুম্না।

ক্ষণং বামে ক্ষণং দক্ষে যদা বহতি মারুতঃ। সুষুম্না সা চ বিজ্ঞেয়া সর্ব্বকার্য্যহরা স্মৃতা।। তস্যাং নাড্যাং স্থিতোবহ্নির্জ্বলন্তং কালরূপিণং। বিষুবন্তং বিজানীয়াৎ সর্ব্বকার্য্য বিনাশনং॥ ৮৯-৯০॥

সুষুম্নানাড়ীর উদয়কালে ক্ষণে বামনাসায় ক্ষণে দক্ষিণনাসায় স্বর বহিতে থাকিবে, এই সময় যে যে কার্য করিবে, তাহা বিনষ্ঠ হইবে, যেহেতু এই নাড়ীতে জ্বলন্ত অগ্নি কালরূপে অবস্থিতি করিতেছে। এ সুষুম্নানাড়ীর উদয়ে সকল কার্যের হানি হয়॥ ৮৯-৯০॥

যদানুক্রমমূল্লঙ্ঘ্য যস্য নাড়ীদ্বয়ং বহেৎ।
তদা তস্য বিজানীয়াদশুভং সমুপস্থিতং॥ ৯১॥

যখন শ্বাসের ব্যতিক্রমে যাহার ইড়া ও পিঙ্গলা দুই নাড়ীই প্রবাহিত হয়, তখন তাহার, অমঙ্গল ঘটনা উপস্থিত জানিবে॥ ৯১॥

ক্ষণং বামে ক্ষণং দক্ষে বিষমং ভাবমাদিশেৎ।
বিপরীতফলং জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যঞ্চ বরাননে॥ ৯২॥

ক্ষণে বামনাসায় ও ক্ষণে দক্ষিণনাসায় স্বর বহিলে বিষমভাব ঘটিবে। ইহাতে বিপরীত ফল হয়॥ ৯২॥

উভয়োরেব সঞ্চারে বিষুবন্তং সমাদিশেৎ।
ন কুর্য্যাৎ ক্রূরসৌম্যানি তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥৯৩॥

উভয় নাসিকার শ্বাসবহনকে বিষুবযোগ কহে। এই কালে ক্রূর বা সৌম্য কোন কার্য করিবে না, করিলে সকলই নিষ্ফল হইবে॥ ৯৩॥

জীবিতে মরণে প্রশ্নে লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
বিষুবে বৈপরীত্যং স্যাৎ সংস্মরেৎ জগদীশ্বরং॥৯৪॥

বিষুবযোগে অর্থাৎ উভয় নাসিকায় স্বরবহনসময়ে জীবন ও মৃত্যু, লাভ ও অলাভ এবং জয় ও পরাজয় প্রশ্ন হইলে তাহার বিপরীত ফল হইবে। এই সময়ে কেবল পরমেশ্বরকে স্মরণ করিবে॥ ৯৪॥

ঈশ্বরস্মরণং কার্য্যং যোগাভ্যাসাদিকর্ম্মসু।
অন্যং তত্র ন কর্ত্তব্যং জয়লাভসুখার্থিভিঃ॥৯৫॥

যে ব্যক্তি জয়লাভ ও সুখকামনা করে, সে ব্যক্তি এই সময়ে অন্য কোন কার্য করিবে না। কেবল যোগাভ্যাসাদি কর্মে ঈশ্বর স্মরণ করাই কর্তব্য॥ ৯৫॥

সূর্য্যেণ বহমানায়াং সুষুম্নায়াং মুহুর্ম্মূহুঃ।
শাপং দদ্যাদ্ বরং দদ্যাৎ সর্ব্বথা চ তদান্যথা॥৯৬॥

পিঙ্গলানাড়ীতে সুষুম্নানাড়ীর বহনসময়ে শাপ বা বরপ্রদান করিলে সিদ্ধ হইবে॥ ৯৬॥

নাড়ীসংক্রমণে কালে তত্ত্বসংক্রমণে তথা।
শুভং কিঞ্চিৎ ন কর্ত্তব্যং পুণ্যদানাদি কোটিধা॥৯৭॥

এক নাড়ী হইতে অন্য নাড়ীতে শ্বাসের সঞ্চারকালে এবং ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের উদয় সময়ে পুণ্য দানাদি শুভকর্ম কিছুই করা কর্তব্য নহে॥ ৯৭॥

বিষমস্যোদয়ে যাত্রা মনসাপি ন চিন্তয়েৎ।
যাত্রাহানিকরী তস্য মৃত্যুক্লেশো ন সংশয়ঃ॥৯৮॥

বিষম অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ীর উদয়কালে যাত্রার কথা মনেও চিন্তা করিবে

না। এই সময়ে যাত্র করিলে হানি হইবে অর্থাৎ যাত্রাকারীর মৃত্যুবৎ ক্লেশ নিঃসংশয় হইবে।। ৯৮।।

পুরোবামোর্দ্ধতশ্চন্দ্রো দক্ষাধঃ পৃষ্ঠতোরবিঃ।
পূর্ণরিক্তবিবেকোঽয়ং জ্ঞাতব্যো দেশিকৈঃ সদা।।৯৯।।

সম্মুখ, বাম ও ঊর্দ্ধভাগের অধিপতি ইড়ানাড়ী ও দক্ষিণ, অধঃ ও পশ্চাদ্ভাগের অধিপতি পিঙ্গলানাড়ী এবং পূর্ণ ও শূন্যনাড়ী সাধক অগ্রে অবগত হইবে।। ৯৯।।

ঊর্দ্ধবামাগ্রতো দূতো জ্ঞেয়ো বামপথিস্থিতঃ।
পৃষ্ঠে দক্ষে তথাধস্তাৎ সূর্য্যবাহগতঃ শুভঃ।।১০০।।

ইড়ানাড়ী বহনসময়ে ঊর্দ্ধ, বাম বা অগ্রভাগে এবং পিঙ্গলানাড়ী বহনকালে পশ্চাৎ, দক্ষিণ বা অধোদিকে দূত দণ্ডায়মান হইয়া প্রশ্ন করিলে শুভ হয়।। ১০০।।

অনাদিবিষমং সন্ধিং নিরাধারং নিরাকুলং। পরে সূক্ষ্মে বিলীয়তে সা সন্ধ্যা সন্ধিরুচ্যতে। ন সন্ধ্যাং সন্ধিমিত্যাহুঃ সন্ধ্যা সন্ধির্নিগদ্যতে। বিষুবৎসন্ধিগঃ প্রাণঃ সা সন্ধ্যা সন্ধিরুচ্চতে। ন বেদং বেদমিত্যাহুর্ব্বেদে বেদো ন বিদ্যতে। পরাত্মা বিন্দ্যতে যেন স বেদো বেদ উচ্যতে।।১০১-১০৩।।

তাৎপর্য্যানুবাদ ঃ-

সন্ধি শব্দের অর্থ দুই বস্তু বা দুই ক্ষণের মিলনস্থান। সেই 'সন্ধি' বা মিলনস্থানের আদি নাই অর্থাৎ আদি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কারণ প্রতি মুহূর্ত্তেই বস্তু, পদার্থ, কাল, মুহূর্ত, ক্ষণ প্রভৃতি সকল কিছুরই পরস্পরের সহিত পরস্পরের সন্ধি বা মিলন অহোরহই হইতেছে। অতএব 'সন্ধির' রহস্য 'অনাদি' ও 'বিষম' অর্থাৎ অতিশয় দুর্বোধ। সেই সন্ধির 'আধার' বা 'আশ্রয়' খুঁজিয়াও পাওয়া যায় না, কারণ 'সন্ধি' বলিলেই দুইটি বস্তুর 'মিলন' বুঝায়, বস্তু এক হইলে তো 'সন্ধির' বা মিলনের প্রশ্নই ওঠে না। অতএব দুইটি বস্তুর মধ্যে 'সন্ধি' বা 'মিলন' হয় বলিলে কে কাহার আধার হইবে? অতএব তাহা 'নিরাধার'। সেই 'সন্ধি' 'নিরাকুল' সর্বপ্রকার 'বিক্ষোভ' 'তরঙ্গ' ও বিকারশূন্য। পরম সূক্ষ্মতম আত্মচৈতন্যেই সেই সন্ধির বিলয় হয়। সেই 'সন্ধি' স্থান বা

সন্ধিই 'সন্ধ্যা' বলিয়া কথিত হয়। আবার বলা যায় — প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বতঃ সন্ধ্যাকেও 'সন্ধি' বলে না, 'সন্ধিই' সন্ধ্যা বলিয়া উক্ত হয়। কারণ পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার বা মনবুদ্ধির 'সন্ধি' বা মিলন না হইলে তাহা প্রকৃত পক্ষে 'সন্ধ্যা' হয় না। তাঁহাদের উভয়ের 'মিলন' বা 'সন্ধিই' সন্ধ্যা।

সূর্য যেমন বিষুবের সহিত মিলিত হয়, প্রাণও সেইরূপ মহাপ্রাণের সহিত মিলিত হয়। মহাপ্রাণের সহিত ব্যাষ্টি প্রাণের মিলনকেই বা 'সন্ধি' কেই সন্ধ্যা বলে।

বেদকে 'বেদ' বলা হয় না, কারণ 'বেদে' বেদ নাই। কারণ বেদ শব্দাত্মক—শব্দময়—তাহা শব্দব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের বাচক বা জ্ঞাপক মাত্র। 'বেদ' প্রকৃতপক্ষে পরমজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান—সেই 'জ্ঞান' কখনও প্রাকৃত শব্দাত্মক, অক্ষরময় বেদের দ্বারা লভ্য হইতে পারে না। সেই পরমজ্ঞানস্বরূপই হইতেছেন পরমাত্মা পরব্রহ্ম। যে জ্ঞানের দ্বারা সেই পরাত্মা পরব্রহ্ম জানা যায়—তাহাই বেদ, বা 'জ্ঞান'—এবং সেই জ্ঞানই 'বেদ' বলিয়া কথিত হয়॥ ১০১-১০৩॥

ইতি নাড়ীভেদঃ সমাপ্তঃ।

অথ তত্ত্বনির্ণয়ঃ।

দেব্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক।
ত্বদীয়হৃদয়স্থং হি রহস্যং বদ মে প্রভো॥ ১০৪॥

দেবী কহিলেন—নাথ ভবসাগরনাবিক, শঙ্কর, দেব দেব! আপনি যে অতি গোপনীয় স্বরবিজ্ঞানশাস্ত্র অবগত আছেন, তাহা কৃপা করিয়া আমার নিকট বিবৃত করুন॥ ১০৪॥

ঈশ্বর উবাচ।

স্বরজ্ঞানং রহস্যং তু ন কিঞ্চিদিষ্টদেবতা।
স্বরজ্ঞানরতোযোগী স যোগী পরমোমতঃ॥ ১০৫॥

মহাদেব বলিলেন—এই অতি গোপনীয় স্বরতত্ত্ব ইষ্টদেবতা হইতেও শ্রেষ্ঠ। স্বরশাস্ত্র বিজ্ঞাত হইয়া যে যোগী যোগসাধন করেন তিনিই প্রধান যোগী॥ ১০৫॥

পঞ্চতত্ত্বাদ্ ভবেৎ সৃষ্টিস্তত্ত্বে তত্ত্বং বিলীয়তে।
পঞ্চতত্ত্বং পরং তত্ত্বং তত্ত্বাতীতং নিরঞ্জনং॥১০৬॥

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটি তত্ত্ব হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রলয়কালে এই পাঁচ তত্ত্বেই যাবতীয় সৃষ্টপদার্থ বিলীন হইয়া যায়। এই পঞ্চতত্ত্বের অতীত যে তত্ত্ব, তাহা পৃথিব্যাদি তত্ত্বের অতীত ও নিরঞ্জন॥ ১০৬॥

তত্ত্বানাং নাম বিজ্ঞেয়ং সিদ্ধিযোগেন যোগীনাম্।
ভূতানাং দুষ্টচিহ্নানি জানন্তি হি স্বরোত্তমাৎ॥১০৭॥

স্বরতত্ত্বব্যুৎপন্ন যোগী যোগসিদ্ধিদ্বারা তত্ত্বসমূহের নাম ও চিহ্নসকল বিদিত হইবে॥ ১০৭॥

পৃথিব্যাপস্তথাতেজোবায়ুরাকাশমেব চ।
পঞ্চভূতাত্মকং সর্ব্বং যোজানাতি স পূজিতঃ॥১০৮॥

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূত হইতে সমস্তই উৎপন্ন। পঞ্চতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিই জগতে পূজ্য॥ ১০৮॥*

সর্ব্বলোকেষু জীবানাং ন দেহে ভিন্নতত্ত্বকম্। ভূর্লোকাৎ সত্যপর্য্যন্তং নাড়ীভেদঃ পৃথক্ পৃথক্। বামে বা দক্ষিণে বাপি উদয়াঃ পঞ্চকীর্ত্তিতাঃ॥১০৯॥

---

* আকাশাজ্জায়তে বায়ুর্ব্বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ।
রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদ্যুৎপদ্যতে মহী॥
মহী বিলীয়তে তোয়ে তোষং বিলীয়তে রবৌ।
রবির্ব্বিলীয়তে বায়ৌ বায়ুর্ব্বিলীয়াত তু খে॥

আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে সূর্য, সূর্য হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে, পৃথিবী জলে, জল সূর্যে, সূর্য বায়ুতে এবং বায়ু আকাশে লয়প্রাপ্ত হয়। এই পঞ্চতত্ত্ব হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং এই পঞ্চতত্ত্বেই সমস্ত বিলীন হইয়া যায়। এই পঞ্চতত্ত্বের পরে যে তত্ত্ব, তাহা তত্ত্বের অতীত এবং নিরঞ্জন অর্থাৎ পরমব্রহ্ম। ইতি জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

ভূলোক অবধি সত্যলোক পর্যন্ত সকল জীবই এই পঞ্চতত্ত্বের অধীন। বামনাসা অথবা দক্ষিণনাসাপুটে পাঁচটি তত্ত্বের উদয় হয়॥ ১০৯॥

অষ্টধা তত্ত্ববিজ্ঞানং শৃণু বক্ষ্যামি সুন্দরি। প্রথমে তত্ত্বসংখ্যায়াং, দ্বিতীয়ে শ্বাসসন্ধিষু, তৃতীয়ে স্বরচিহ্নানি, চতুর্থে স্থানমেব চ, পঞ্চমে তস্য বর্ণশ্চ, ষষ্ঠে তু প্রাণমেব চ, সপ্তমে স্বাদসংযুক্তমষ্টমে গতিলক্ষণং। এবমষ্টবিধং প্রাণং দিষুবন্তং চরাচরং। স্বরাৎ পরতরং দেবি নান্যথা তম্বুজাননে। নিরীক্ষিতব্যং যত্নেন যদা প্রত্যুষকালতঃ। কালস্য বঞ্চনার্থায় কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি যোগিনঃ॥ ১১০-১১১॥

সুন্দরি! তত্ত্বজ্ঞানের অষ্টপ্রকার উপায় আছে, বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথম তত্ত্বের সংখ্যা, দ্বিতীয়ে শ্বাসের সন্ধি, তৃতীয়ে স্বরের চিহ্ন, চতুর্থে স্থান, পঞ্চমে তত্ত্বের বর্ণ, ষষ্ঠে পরিমাণ, সপ্তমে স্বাদ ও অষ্টমে গতি—এই অষ্টবিধ তত্ত্বের লক্ষণ অবগত হইবে। পদ্মমুখি! স্বরশাস্ত্র অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠতম শাস্ত্র কিছুই নাই। প্রভাতকালে যোগী এই সকল তত্ত্বের লক্ষণ যত্নপূর্বক দর্শন করিয়া কর্ম করিবে॥ ১১০-১১১॥

শ্রুত্যোরঙ্গুষ্ঠকৌ মধ্যাঙ্গুলৌ নাসাপুটদ্বয়ে। বদনপ্রান্তয়োরন্তে তর্জ্জন্যৌ তু দৃগন্তয়োঃ॥ অস্যান্তরং পার্থিবাদিতত্ত্বজ্ঞানং ভবেদ্ ক্রমাৎ। পীতশ্বেতারুণশ্যামৈর্ব্বিন্দুভির্নিরুপাধিকং॥ ১১২-১১৩॥

দুই হস্তের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বারা দুই কর্ণদেশ, দুই মধ্যমাঙ্গুলদ্বারা দুই নাসাপুট, দুই অনামিকা ও দুই কনিষ্ঠাঙ্গুলদ্বারা মুখ এবং দুই তর্জনী অঙ্গুলদ্বারা চক্ষু বদ্ধ করিয়া পীতবর্ণ দৃষ্ট হইলে পৃথ্বীতত্ত্ব শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হইলে জলতত্ত্ব, রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে বায়ুতত্ত্ব এবং বিন্দু বিন্দু বিবিধবর্ণ দৃষ্ট হইলে আকাশতত্ত্বের উদয় জানিবে॥ ১১২-১১৩*॥

দর্পণেন সমালোক্য শ্বাসং তত্র বিনিক্ষিপেৎ আকারৈস্তু বিজানীয়াৎ

* অন্যমতে—তত্ত্বের আকৃতি নেত্রদ্বারা দৃষ্টি করার ক্রম। এক প্রহর রাত্রি থাকিতে গাত্রোত্থান করিয়া উভয় গুল্ফ গুহ্যের নীচে রাখিয়া মৃত্তিকার উপর সোজা হইয়া বসিবে এবং উভয় হস্তের মুষ্টি উল্টাইয়া হাঁটুর উপর রাখিবে অর্থাৎ মুষ্টির অঙ্গুলিসকল পেটের দিকে রাখিবে। তৎপরে উভয় নাসিকার উপর দিয়া দুই মুহূর্তকাল নাসাপুটের বায়ুর গমনাগমন দেখিবে। এইরূপ অভ্যাস করিলে ছয়মাসে তত্ত্বের রূপ দর্শন করিবে।

তত্ত্বভেদং বিচক্ষণঃ। চতুরস্রং চার্দ্ধচন্দ্রং ত্রিকোণং বর্ত্তুলং স্মৃতং। বিন্দুভিস্তু নভোজ্ঞেয়মাকারৈস্তত্ত্বলক্ষণং॥ ১১৪॥

দর্পণের উপরিভাগে শ্বাস ত্যাগ করিলে তাহাতে যে বাষ্প নিপতিত হয়, সেই পতিত বাষ্পের আকার চতুষ্কোণ হইয়া বিহীন হইলে পৃথ্বী, অর্দ্ধচন্দ্রবৎ হইলে জল, ত্রিকোণ হইলে অগ্নি, গোল হইলে বায়ু এবং বিন্দু বিন্দু হইলে আকাশ তত্ত্বের উদয়, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি অবগত হইতে পারিবেন॥ ১১৪॥

মধ্যে পৃথ্বী হ্যধশ্চাপশ্চোর্দ্ধং বহতি চানলঃ।
তীর্য্যগ্ বায়ু প্রচারশ্চ নভোবহতি সংক্রমে॥ ১১৫॥

অন্যপ্রকার তত্ত্বভেদের উপায় কথিত হইতেছে—নাসাপুটের মধ্যদেশ দিয়ে শ্বাস প্রবাহিত হইলে পৃথ্বী, অধোদেশ দিয়ে প্রবাহিত হইলে জল, ঊর্দ্ধদেশ দিয়ে বহিলে অগ্নি, পার্শ্বভাগ দিয়ে বহিলে বায়ু ও নাসাপুটের অভ্যন্তরভাগে শ্বাস বিঘূর্ণিত হইয়া অথচ বহির্গত না হইয়া প্রবাহিত হইলে আকাশ—এই পঞ্চবিধ তত্ত্বের উদয় হয়॥ ১১৫॥

মাহেয়ং মধুরং স্বাদু কষায়ং জলমেব চ।
তিক্তং তেজশ্চ বায়ুম্লং আকাশং কটুকং তথা॥ ১১৬॥

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে মিষ্ট, জলতত্ত্বে মিষ্ট ও কষায়, অগ্নিতত্ত্বে তিক্ত, বায়ুতত্ত্বে অম্ল ও আকাশ-তত্ত্বে কটু—এই পঞ্চপ্রকার স্বাদ অনুভূত হয়॥ ১১৬॥

অষ্টাঙ্গুলং বহেদ্বায়ুরনলশ্চতুরঙ্গুলং।
দ্বাদশাঙ্গুলং মাহেয়ং ষোড়শাঙ্গুলং বারুণং॥ ১১৭॥

শ্বাসনিক্ষেপ সময়ে অঙ্গুলিদ্বারা পরিমাণ করিলে, যদি উহা অষ্ট অঙ্গুলি পর্যন্ত দীর্ঘ হয়, তবে বায়ুতত্ত্ব বহিতেছে বুঝিবে; এইরূপ চার অঙ্গুলি পরিমিত হইলে অগ্নিতত্ত্ব, দ্বাদশ অঙ্গুলি হইলে পৃথ্বী ও ষোড়শ অঙ্গুলি হইলে জলতত্ত্বের উদয় হইবে॥ ১১৭॥*

তত্ত্বের প্রকৃতি।

* পৃথ্বী কঠিন, জল শীতল, অগ্নি উষ্ণ, বায়ু চর এবং আকাশ স্থির।

আপঃ শ্বেতাঃ ক্ষিতিঃ পীতা রক্তবর্ণো হুতাশনঃ।
মারুতো নীলজীমূত আকাশং ভূরিবর্ণকং॥ ১১৮॥

জলতত্ত্বের বর্ণ শুভ্র, পৃথ্বীতত্ত্বের পীত, অগ্নিতত্ত্বের রক্ত, বায়ুতত্ত্বের নীলমেঘবৎ এবং আকাশতত্ত্বের নানাবিধ বর্ণ হয়॥ ১১৮॥

স্কন্ধদেশে স্থিতোবহ্নির্নাভিমূলে প্রভঞ্জনঃ।
জানুদেশে মহী তোয়ং পাদান্তে মস্তকে নভঃ॥ ১১৯॥

স্কন্ধে অগ্নিতত্ত্ব, নাভিমূলে বায়ু, জানুদেশে পৃথ্বী, চরণপ্রান্তে জল ও মস্তকে আকাশতত্ত্ব অবস্থিত রহিয়াছে। এই সকল স্থান দ্বারা তত্ত্ব জ্ঞান জন্মে॥ ১১৯॥

ঊর্দ্ধং মৃত্যুরধঃ শান্তিস্তির্যগুচ্চাটনং তথা।
মধ্যে স্তম্ভং বিজানীয়ান্নভঃ সর্ব্বত্র মধ্যমং॥ ১২০॥

অগ্নিতত্ত্বের উদয়ে মারণ, জলতত্ত্বের উদয়ে শান্তিকরণ, বায়ুতত্ত্বের উদয়ে উচ্চাটন, পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে স্তম্ভন এবং আকাশতত্ত্বের উদয়ে মধ্যমকার্য করিবে॥ ১২০॥

পৃথিব্যাং স্থিরকর্ম্মাণি চরকর্ম্মাণি বারুণে। তেজসা সমকার্য্যাণি মারণোচ্চাটনেঽনিলে। ব্যোম্নি কিঞ্চিন্ন কর্ত্তব্যমভ্যসেদ্ যোগসেবয়া। শূন্যতা সর্ব্বকার্য্যেষু নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১২১॥

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে স্থিরকার্য, জলতত্ত্বে চরকার্য, অগ্নিতত্ত্বে ক্রূরকার্য ও বায়ুতত্ত্বে মারণউচ্চাটনাদি ক্রূরকার্য করিবে এবং আকাশতত্ত্বের উদয়কালে কোন কার্য করিবে না। কেবল যোগাভ্যাস করিবে, ইহা ব্যতীত অন্য কার্যকরিলে নিশ্চিত নিষ্ফল হইবে॥ ১২১॥

তত্ত্বদিগের দ্বার।

পৃথ্বীতত্ত্বের দ্বার মুখ, জলতত্ত্বের লিঙ্গ, অগ্নির নেত্রদ্বয়, বায়ুর উভয় নাসিকা এবং আকাশতত্ত্বের দ্বার কর্ণদ্বয়।

তত্ত্বদিগের দ্বারের ক্রিয়া।

পৃথ্বীতত্ত্বের দ্বারের ক্রিয়া ভোজন, জলতত্ত্ব দ্বারের ক্রিয়া রমণ, অগ্নিতত্ত্ব দ্বারের ক্রিয়া দৃষ্টি, বায়ুতত্ত্বের দ্বারের ক্রিয়া আঘ্রাণ এবং আকাশতত্ত্বের দ্বারের ক্রিয়া শব্দ।

পৃথ্বীজলাভ্যাং সিদ্ধিঃ স্যাৎ মৃত্যুর্ব্বহ্নৌ ক্ষয়োঽনীলে।
নভসি নিষ্ফলং সর্ব্বং জ্ঞাতব্যং তত্ত্ববেদিভিঃ॥১২২॥

পৃথ্বী ও জলতত্ত্বের উদয়কালে কোন কার্য করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে, অগ্নিতত্ত্বের উদয়কালে মৃত্যু, বায়ুতত্ত্বে ক্ষয় এবং আকাশতত্ত্বে সর্বকার্য হানি হইবে; ইহা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক॥ ১২২॥

চিরলাভঃ ক্ষিতৌ জ্ঞেয়স্তৎক্ষণাত্তোয়তত্ত্বতঃ।
হানিঃ স্যাদ্বহ্নিবাতাভ্যাং নভসোনিষ্ফলং ভবেৎ॥১২৩॥

পৃথীতত্ত্বের উদয়ে বিলম্বে লাভ, জলতত্ত্বে তৎক্ষণাৎ লাভ, বহ্নি ও বায়ুতত্ত্বে হানি ও আকাশতত্ত্বে সর্বকার্য বিফল হয়॥ ১২৩॥

পীতঃ শনৈর্মধ্যবাহী শৃণুয়াচ্চ গুরুধ্বনিম্।
কবোষ্ণঃ পার্থিবোবায়ুঃ স্থিরকার্য্যপ্রসাধকঃ॥১২৪॥

পৃথ্বীতত্ত্ব পীতবর্ণ, ক্রমে ক্রমে নাসার মধ্যদেশ দিয়া বাহিত হয়, ইহার শব্দ গম্ভীর, ঈষৎ উষ্ণ এবং ইহার উদয়কালে স্থিরকার্য সম্পন্ন হয়॥ ১২৪॥

অথোবাহী গুরুধ্বানং শীঘ্রগঃ শীতলঃ সিতঃ।
যঃ ষোড়শাঙ্গুলোবায়ুঃ স প্রায়ঃ শুভকর্ম্মকৃৎ॥১২৫॥

জলতত্ত্বে শ্বাস নাসাপুটের অধোভাগ দিয়া বাহিত হয়, ইহা গভীর ধ্বনিযুক্ত, শীঘ্রগামী, শীতল ও শুক্লবর্ণ। ইহার পরিমাণ করিলে ষোড়শাঙ্গুল হয়। এই তত্ত্বের উদয়কালে সকল প্রকাশ শুভকর্ম করিবে॥ ১২৫॥

আদ্বর্ত্তগশ্চাতুষ্ণশ্চ শোণাভশ্চতুরঙ্গুলঃ।
ঊর্দ্ধবাহী ভু যঃ ক্রূরকর্ম্মকারী স তেজসঃ॥১২৬॥

অগ্নিতত্ত্বের উদয়কালে শ্বাস আবর্তগামী হইয়া নাসাপুটের ঊর্দ্ধভাগ দিয়া প্রবাহিত হয়। ইহা অত্যন্ত উষ্ণ, রক্তবর্ণ ও পরিমাণে চার অঙ্গুলি। এই তত্ত্বের উদয়কালে ক্রূরকর্ম করিবে॥ ১২৬॥

উষ্ণঃশীতঃ কৃষ্ণবর্ণস্তির্যগ্‌গামী ষড়ঙ্গুলঃ।
বায়ুঃ পবনসংজ্ঞোযঃ চরকর্ম্মসু সিদ্ধিদঃ॥১২৭॥

বায়ুতত্ত্বের উদয়ে শ্বাস উষ্ণ, শীতল, কৃষ্ণবর্ণ, বক্রগামী ও পরিমাণে ষড়ঙ্গুল দীর্ঘ হয়। ইহা নাসারন্ধ্রের পার্শ্বদিক দিয়ে বহিত থাকে। ইহার উদয়কালে সর্বপ্রকার চরকার্য করিলে সুসিদ্ধ হয়॥ ১২৭॥

যঃ সমীরঃ সমরসঃ সর্ব্বতত্ত্বগুণাবহঃ।
অম্বরং তং বিজানীয়াদ্ যোগিনাং যোগদায়কঃ॥ ১২৮॥

আকাশতত্ত্বে পৃথ্বী, জল, অগ্নি ও বায়ু—এই কতিপয় তত্ত্বের গুণ বর্তমান আছে, ইহার উদয়কালে যোগীদিগের যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে॥ ১২৮॥

পীতঞ্চৈব চতুষ্কোণং মধুরং মধ্যমাশ্রয়ং।
ভোগদং পার্থিবং তত্ত্বং প্রবহেদ্দ্বাদশাঙ্গুলং॥ ১২৯॥

পৃথ্বীতত্ত্ব পীতবর্ণ, চতুষ্কোণ ও মিষ্টস্বাদবিশিষ্ট। ইহা নাসারন্ধ্রের মধ্যদেশ দিয়ে বহিতে থাকে ও সর্ব সৌভাগ্য প্রদান করে। প্রশ্বাসকালে ইহার দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ হয়॥ ১২৯॥

শ্বেতমর্দ্ধেন্দুসঙ্কাশং স্বাদু কষায়মাদকম্।
লাভকৃদ্বারুণং তত্ত্বং প্রবহেৎ ষোড়শাঙ্গুলং॥ ১৩০॥

জলতত্ত্ব ষোড়শাঙ্গুল পরিমাণে প্রশ্বাসিত হয়, ইহার বর্ণ শ্বেত, আকার অর্ধচন্দ্রসদৃশ, স্বাদ মিষ্ট কষায় এবং মাদক। ইহা সর্বপ্রকার লাভ প্রদান করে॥ ১৩০॥

রক্তং ত্রিকোণং তিক্তং স্যাদূর্দ্ধমার্গপ্রবাহকং।
দীপ্তঞ্চ তৈজসং তত্ত্বং প্রবাহে চতুরঙ্গুলম্॥ ১৩১॥

অগ্নিতত্ত্ব রক্তবর্ণ, ত্রিকোণাকৃতি, তিক্তস্বাদ ও উজ্জ্বল। ইহা নাসাবিবরের ঊর্দ্ধদেশ দিয়া বহে ও বহনসময়ে পরিমাণে চতুরঙ্গুলি হইয়া থাকে॥ ১৩১॥

নীলবর্ত্তুলসঙ্কাশং স্বাদ্বম্লং তির্যগাশ্রিতম্।
চপলং মারুতং তত্ত্বং প্রবহেৎষ্টাঙ্গুলং স্মৃতং॥ ১৩২॥

বায়ুতত্ত্ব নীলবর্ণ, বর্ত্তুলাকার, অম্ল, চঞ্চল এবং অষ্টাঙ্গুলি-পরিমিত প্রবাহবিশিষ্ট। ইহা নাসাপুটের পার্শ্বভাগ আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হয়॥ ১৩২॥

বর্ণাকারং স্বাদবাহং অব্যক্তং সর্ব্বগামি চ।
মোক্ষদং ব্যোমতত্ত্বং হি সর্ব্বকার্য্যেষু নিষ্ফলং॥ ১৩৩॥

আকাশতত্ত্ব অব্যক্ত ও নাসাপুটের সকলদিক দিয়াই বলিয়া থাকে। ইহাতে মোক্ষফল প্রাপ্তি হয়, কিন্তু অন্য সকলপ্রকার কার্য নিষ্ফল হইয়া থাকে॥ ১৩৩॥

পৃথ্বীজলে শুভে তত্ত্বে তেজোমিশ্রফলোদয়ে।
হানিমৃত্যুকরৌ পুংসামশুভৌ ব্যোমমারুতৌ॥ ১৩৪॥

পৃথ্বী ও জলতত্ত্ব শুভফলদায়ক। অগ্নিতত্ত্বে শুভ ও অশুভ উভয়ই হয়। বায়ু ও আকাশতত্ত্বে হানি, মৃত্যু, অশুভাদি ফল হইয়া থাকে॥ ১৩৪॥

অপ্‌পূর্ব্বা পশ্চিমে পৃথ্বী তেজশ্চ দক্ষিণে তথা।
বায়ুরুত্তরদিগ্‌ভাগে মধ্যকোণে গতং নভঃ॥ ১৩৫॥

পূর্বদিকের অধিপতি জলতত্ত্ব, পশ্চিমের পৃথ্বীতত্ত্ব, দক্ষিণে অগ্নিতত্ত্ব, উত্তরদিকের বায়ুতত্ত্ব এবং অগ্নি, বায়ু, নৈঋত, ঈশ্বান, ঊর্দ্ধ ও অধঃ—এই কতিপয় বিদিকাদির অধিপতি আকাশতত্ত্ব হইয়া থাকে॥ ১৩৫॥

চিরলাভঃ ক্ষিতৌ জ্ঞেয়স্তৎক্ষণাত্তোয়তত্ত্বতঃ।
হানিঃ স্যাদ্বহ্নিবাতাভ্যাং নভসি নিষ্ফলং ভবেৎ॥ ১৩৬॥

পৃথ্বীতত্ত্বে বিলম্বে লাভ, জলতত্ত্বে তৎক্ষণাৎ লাভ, অগ্নি ও বায়ুতত্ত্বে হানি ও আকাশতত্ত্বে অসিদ্ধি বুঝায়॥ ১৩৬॥

চন্দ্রে পৃথ্বীজলে স্যাতাং সূর্য্যে চাগ্নির্যদা ভবেৎ।
তদা সিদ্ধির্ন সন্দেহঃ সৌম্যাসৌম্যেষু কর্ম্মসু॥ ১৩৭॥

ইড়ানাড়ীতে অর্থাৎ বামনাসাপুটে বায়ু বহনকালে যদি পৃথ্বী ও জল তত্ত্ব এবং পিঙ্গলাতে অগ্নিতত্ত্বের উদয় হয়, তাহা হইলে শুভ ও ক্রূর কর্মে নিঃসংশয় সিদ্ধি হইবে॥ ১৩৭॥

লাভঃ পৃথ্বীকৃতোবহ্নির্নিশায়াং লাভকৃজ্জলং।
বহ্নৌ মৃত্যুঃ ক্ষতির্ব্বায়ৌ নভঃ স্থানং দহেৎ ক্বচিৎ॥ ১৩৮॥

পৃথ্বীতত্ত্বে লাভ, অগ্নি ও জলতত্ত্বে রজনীযোগে লাভ, অগ্নিতত্ত্বে মৃত্যু, বায়ুতত্ত্বে হানি ও আকাশতত্ত্বে কদাচিৎ স্থান দগ্ধ হয়।। ১৩৮।।

জীবিতব্যে জয়েলাভে কৃষ্যাঞ্চ ধনকর্ষণে।
মন্ত্রার্থে যুদ্ধপ্রশ্নে চ গমনাগমনে তথা॥ ১৩৯॥

জীবিত থাকা, বিজয়, লাভ, কৃষিকার্য, ধনোপার্জন, মন্ত্র, অর্থ, যুদ্ধের প্রশ্ন, গমন ও আগমন ইত্যাদি বিষয়ে পঞ্চতত্ত্ব নির্ণয় করিয়া ফলাফল বলিবে।। ১৩৯।।

আয়াতি বারুণে তত্ত্বে তত্রস্থোঽপি শুভং ক্ষিতৌ।
প্রয়াতি বায়ুতোঽন্যত্র হানির্ম্মৃত্যুর্নভেঽনলে॥ ১৪০॥

জলতত্ত্বের উদয়ে প্রশ্ন হইলে আগন্তুক ব্যক্তি আসিতেছে, পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে সেই স্থানে উপস্থিত আছে ও শুভ বুঝায়, বায়ুতত্ত্বের উদয়ে অন্য স্থানে যাইতেছে এবং অগ্নি ও আকাশ-তত্ত্বের উদয়ে তাহার হানি মৃত্যু ইত্যাদি বুঝাইয়া থাকে।। ১৪০।।

পৃথিব্যাং মূলচিন্তা স্যাৎ জীবস্য জলবাতয়োঃ।
তেজসা ধাতুচিন্তা স্যাৎ শূন্যমাকাশতো বদেৎ॥ ১৪১॥

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে প্রশ্ন হইলে মূলচিন্তা, জল ও বায়ুতত্ত্বে জীবচিন্তা, অগ্নিতত্ত্বে ধাতুচিন্তা এবং আকাশতত্ত্বে শূন্য অর্থাৎ কোন চিন্তা নাই বলিবে।। ১৪১।।

পৃথিব্যাং বহুপাদাঃ স্যুর্দ্বিপদাস্তোয়দায়ুতঃ।
তেজসা চ চতুষ্পাদা নভসা পাদবর্জ্জিতাঃ॥ ১৪২॥

পৃথ্বীতত্ত্বে বহুপদ, জল ও বায়ুতত্ত্বে দ্বিপদ, অগ্নিতত্ত্বে চতুষ্পদ এবং আকাশতত্ত্বে জীব বুঝায়।। ১৪২।।

কুজোবহ্নীরবিঃ পৃথ্বী সৌরিরাপঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। বায়ুস্থানস্থিতো রাহুর্দক্ষ-রন্ধ্রপ্রবাহকঃ।। জলং চন্দ্রো বুধঃ পৃথ্বী গুরুর্ব্বাতঃ সিতোঽনলং। বামনাড্যাং স্থিতাঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু নিশ্চিতাঃ॥ ১৪৩-১৪৪॥

পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসাপুটে শ্বাস বহনকালে অগ্নিতত্ত্বের অধিপতি

মঙ্গল, পৃথ্বীতত্ত্বের রবি, জলতত্ত্বের শনি ও বায়ুতত্ত্বের অধিপতি রাহুগ্রহ হইয়া থাকে এবং বামনাসিকারন্ধ্রে শ্বাস প্রবাহিত হইলে জলতত্ত্বের চন্দ্র, পৃথ্বীতত্ত্বের বুধ, বায়ুতত্ত্বের বৃহস্পতি ও অগ্নিতত্ত্বের অধিপতি শুক্রগ্রহ হইয়া থাকে। এই সকল গ্রহ সকল কার্যেই নিশ্চয় শুভকর॥ ১৪৩-১৪৪॥

প্রবাসিপ্রশ্নঃ।

তুষ্টিপুষ্টিরতিক্রীড়া জয়োহাস্যং ধরাতলে। তেজোবায়ুশ্চ সুপ্তাক্ষঃ জ্বরকল্পং প্রবাসিনঃ। গতায়ুর্ম্মৃত্যুরাকাশে চন্দ্রাবস্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। দ্বাদশৈতাঃ প্রযত্নেন জ্ঞাতব্যা দেশিকোত্তমৈঃ॥ ১৪৫-১৪৬॥

ইড়ানাড়ী বহনকালে পৃথ্বী ও জলতত্ত্বের উদয়সময়ে প্রবাসী ব্যক্তির প্রশ্নে পরিতোষ, পোষণ, রতি, কেলি, জয় ও হাস্য বুঝায়। অগ্নি ও বায়ুতত্ত্বে নিদ্রা, জ্বর ও কম্প এবং আকাশতত্ত্বে আয়ুশেষ ও মৃত্যু বুঝাইয়া থাকে। এই দ্বাদশটি বিষয় স্বরতত্ত্বসাধক যত্নের সহিত পরিজ্ঞাত হইবে॥ ১৪৫-১৪৬॥

পূর্ব্বায়াং পশ্চিমে যাম্যে উদরায়াং যথাক্রমং।
পৃথিব্যাদীনি ভূতানি বলিষ্ঠানি নিবির্দ্দিশেৎ॥ ১৪৭॥

পৃথ্বীতত্ত্বে পূর্ব, জলতত্ত্বে পশ্চিম, অগ্নিতত্ত্বে দক্ষিণ ও বায়ুতত্ত্বে উত্তরদিক বুঝাইবে॥ ১৪৭॥

পৃথিব্যাপস্তথা তেজোবায়ুরাকাশমেব চ।
পঞ্চভূতাত্মকং দেহং জ্ঞাতব্যঞ্চ বরাননে॥ ১৪৮॥

ভগবতি! পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূতে দেহ নির্মিত হইয়াছে॥ ১৪৮॥

অস্থিমাংসং ত্বচা নাড়ী রোমঞ্চৈব তু পঞ্চমং।
পৃথ্বী পঞ্চগুণোপেতা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষিতং॥ ১৪৯॥

অস্থি, মাংস, চর্ম, নাড়ী ও রোম—পৃথ্বীতত্ত্বের এই পাঁচটি গুণ॥ ১৪৯॥

শুক্রশোণিতমজ্জা চ লালা মূত্রঞ্চ পঞ্চমং।
আপঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষিতং॥ ১৫০॥

শুক্র, রক্ত, মজ্জা, লালা, ও মূত্র—জলতত্ত্বের এই পাঁচটি গুণ আছে॥ ১৫০॥

ক্ষুধা তৃষ্ণা তথা নিদ্রা শ্রান্তিরালস্যমেব চ।
তেজঃপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষিতং॥১৫১॥

ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা, শ্রান্তি ও আলস্য—অগ্নিতত্ত্বের এই পাঁচটি গুণ॥ ১৫১॥

ধারণং চালনং ক্ষেপ্যং সঙ্কোচনপ্রসারণে।
বায়োঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষিতং॥১৫২॥

ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, সঙ্কোচকরণ ও বিস্তারিতকরণ—বায়ুতত্ত্বের এই পাঁচটি গুণ॥ ১৫২॥

রাগদ্বেষৌ তথা লজ্জা ভয়ং মোহশ্চ পঞ্চমঃ।
নভঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষিতং॥১৫৩॥

রাগ, হিংসা, লজ্জা, ভয় ও মোহ—আকাশতত্ত্বের এই পাঁচটি গুণ॥ ১৫৩॥

পৃথিবীপলপঞ্চাশৎ চত্বারিংশদপস্তথা।
তেজস্ত্রিংশদ্বিজানীয়াদ্বায়োর্ব্বিংশতিদিঙ্‌নভঃ ॥১৫৪॥

বাম কিম্বা দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস উদিত হইয়া আড়াই দণ্ড পর্যন্ত অবস্থিতি করে। এই আড়াই দণ্ডের মধ্যে পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশতত্ত্বের উদয় হয়। যথা—পৃথ্বীতত্ত্ব উদিত হইয়া ৫০ পল, জলতত্ত্ব ৪০ পল, অগ্নিতত্ত্ব ৩০ পল এবং আকাশতত্ত্ব ২০ পল অবস্থিতি করে॥ ১৫৪॥

পার্থিবে চিরকালেন লাভশ্চাপ্সু ক্ষণাদ্‌ভবেৎ।
জায়তে পবনাৎ স্বল্পঃ সিদ্ধেঽপ্যগ্নৌ বিনশ্যতি॥১৫৫॥

পৃথ্বীতত্ত্ব হইলে তৎক্ষণাৎ লাভ ও বায়ুতত্ত্বে অল্পলাভ হয় এবং অগ্নিতত্ত্বে প্রশ্ন হইলে প্রাপ্তলাভও বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৫৫॥

বহ্নিবায়ৌ কৃতে প্রশ্নে লাভালাভো বদেদ্বুধঃ। পরতো বারুণে লাভঃ স্থিরেণ চ বসুন্ধরে। জ্ঞাতব্যং জীবনে শূন্যং সিদ্ধোব্যোম্নি বিনশ্যতি॥১৫৬॥

জলতত্ত্বের উদয়কালে প্রশ্ন হইলে পরের নিকট হইতে লাভ হয়। পৃথ্বীতত্ত্বের সময়ে নিশ্চিত লাভ, বায়ুতত্ত্বে অলাভ এবং আকাশতত্ত্বে লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও লাভ হয় না॥ ১৫৬॥

পৃথ্বী পঞ্চ অপাং বেদাঃ গুণস্তেজোদ্বে বায়ুতঃ।
নভ একগুণশ্চৈব তত্ত্বজ্ঞানমিদং ভবেৎ॥ ১৫৭॥

পৃথ্বীতত্ত্বে পাঁচটি গুণ, জলতত্ত্বে চারটি গুণ, অগ্নিতত্ত্বের তিনটি গুণ, বায়ুতত্ত্বের দুইটি গুণ এবং আকাশতত্ত্বের একটি গুণ॥ ১৫৭॥*

---

* **শিবসংহিতা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইল।—**

তস্মাৎ প্রকাশতে বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিস্ততোজলম্।
প্রকাশতে ততঃ পৃথ্বী কল্পনেয়ং স্থিতা সতি।।

আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে।

আকাশাদ্বায়ুরাকাশঃ পবনাদগ্নিসম্ভবঃ।
খবাতাগ্নের্জলং ব্যোম বাতাগ্নিবারিতো মহী।।

আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি; আকাশ ও পবন—এই উভয়ের সংযোগে অগ্নির উৎপত্তি; আকাশ, বায়ু ও অগ্নির সংযোগে জল এবং আকাশ, বায়ু, অগ্নি ও জল— এই ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে।।

খং শব্দলক্ষণোবায়ুশ্চঞ্চলঃ স্পর্শলক্ষণঃ। স্যাদ্রূপলক্ষণস্তেজঃ সলিলং রসলক্ষণম্। গন্ধলাক্ষণিকা পৃথ্বী নান্যথা ভবতি ধ্রুবম্।।

আকাশের গুণ শব্দ; বায়ু চঞ্চল, ইহার গুণ স্পর্শ; অগ্নির গুণ রূপ; জলের গুণ রস এবং পৃথিবীর গুণ গন্ধ; ইহার অন্যথা নাই।।

স্যাদেকগুণতাকাশং দ্বিগুণো বায়ূরুচ্যতে। তথৈব ত্রিগুণং তেজোভবন্ত্যাশ্চতুর্গুণাঃ। শব্দঃস্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসোগন্ধস্তথৈব চ। এতৎ পঞ্চগুণা পৃথ্বী কল্পকৈঃ কল্পতেহধুনা।।

আকাশ কেবল শব্দ এই এক গুণবিশিষ্ট; বায়ু শব্দ ও স্পর্শ এই গুণদ্বয়সম্পন্ন; অগ্নি শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই গুণত্রয়সমন্বিত; জল শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই গুণচতুষ্টয়-সংযুক্ত এবং পৃথিবী শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই গুণপঞ্চক সম্পূর্ণ।।

চক্ষুষা গৃহ্যতে রূপং গন্ধোঘ্রাণেন গৃহ্যতে রসোরসনয়া স্পর্শস্ত্বচা সংগৃহ্যতে পরম্। শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দোহভিমতং ভাতি নান্যথা।

ফুৎকারকৃৎ প্রস্ফুটিতা বিদীর্ণা পতিতা ধরা।
দদাতি সর্ব্বকার্য্যেষু অবস্থাসদৃশং ফলং॥ ১৫৮॥

যদি কোন কারণবশতঃ এই সকল তত্ত্বের সন্দর্শন না ঘটে, তাহা হইলে মুখমধ্যে এক গণ্ডুষ জল গ্রহণ করিয়া ফুৎকারের সহিত ঐ জল ঊর্দ্ধদিকে নিক্ষিপ্ত করিবে। ঐ জল ধরণীতে পতিত হইবার সময়ে বিবিধবর্ণবিরঞ্জিত ইন্দ্রধনুর আকারে বিকসিত ও বিকীর্ণ হইয়া পতিত হইবে। শরীরের অভ্যন্তরে যখন যে তত্ত্ব প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন সেই ফুৎকারোৎক্ষিপ্ত জলবিন্দুতে সেই তত্ত্বের নির্দিষ্ট বর্ণ অধিকরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যখন যে তত্ত্ব উদিত হইবে, তদনুসারে কার্য্যের ফল বলিবে॥ ১৫৮॥

ভরণী কৃত্তিকা পুষ্যা মঘা পূর্ব্বা চ ফল্গুণী।
পূর্ব্বভাদ্রপদঃ স্বাতিঃ তেজস্তামিতি প্রিয়ে॥ ১৫৯॥

অগ্নির গুণ রূপ—তাহা চক্ষুর্দ্বারা, পৃথিবীর গুণ গন্ধ—তাহা নাসিকাদ্বারা, জলের গুণ রস—তাহা জিহ্বাদ্বারা, বায়ুর গুণ স্পর্শ—তাহা চর্মদ্বারা এবং আকাশের গুণ শব্দ—তাহা কর্ণদ্বারা গ্রাহ্য হয়।

চৈতন্যাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরং।
অস্তি চেৎ কল্পনেহয়ং স্যান্নাস্তি চেদস্তি চিন্ময়ং॥

এই স্থাবরজঙ্গম সমস্ত জগৎ চৈতন্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। চৈতন্যের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় মাত্র, কিন্তু প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল যুক্তিদ্বারা অনুমান হয় যে, চৈতন্যময় পরমপুরুষ সর্বত্র পরিব্যাপ্তরূপে বর্তমান আছেন।

পৃথ্বী শীর্ণা জলে মগ্না জলং মগ্নঞ্চ তেজসি। লীনং বায়ৌ তথা তেজো ব্যোম্নি বাতোলয়ং যযৌ। অবিদ্যায়াং মহাকাশো লীয়তে পরমে পদে॥

প্রলয়কালে পৃথিবী বিশীর্ণা হইয়া জলে নিমগ্না হইবে; জল অগ্নিতে লয় প্রাপ্ত হইবে; অগ্নি বায়ুতে বিলীন হইবে, বায়ু আকাশে বিলুপ্ত হইবে; আকাশ অবিদ্যারূপা প্রকৃতিতে লয় হইবে এবং অবিদ্যা পরিণামে বিষ্ণুর পরম পদে লীন হইবে।

সুশ্রুত হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইল।

"পঞ্চভূত শব্দে ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ সামান্যতঃ এই পাঁচটিকে বুঝায়। কিন্তু দৃশ্যমান এই পঞ্চ স্থূলপদার্থকে পঞ্চমূলভূত বলা প্রাচীন আর্যগণের অভিপ্রেত নহে।

ভরণী, কৃত্তিকা, পুষ্যা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুণী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, স্বাতী—এই নক্ষত্রগুলি অগ্নিতত্ত্বের অধিপতি॥ ১৫৯॥

বিশাখোত্তরফল্গুণ্যৌ হস্তা চিত্রা পুনর্ব্বসুঃ।
অশ্বিনী মৃগশীর্ষা চ বায়ুতত্ত্বমুদাহৃতং॥ ১৬০॥

বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে পঞ্চমূলভূতকে পঞ্চতত্ত্ব অথবা পঞ্চতন্মাত্র কহে। তত্ত্ব অথবা তন্মাত্র শব্দে অতি সূক্ষ্ম অমিশ্র মূলদ্রব্য বুঝায়। প্রাচীনগণ এই সমুদায় জগৎ পাঁচটি মূলদ্রব্যে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া নির্ণয় করেন। সেই পাঁচটি মূল দ্রব্য যথা—আকাশ অথবা শব্দতন্মাত্র, বায়ু অথবা স্পর্শতন্মাত্র, অগ্নি অথবা রূপতন্মাত্র, জল অথবা রসতন্মাত্র এবং ক্ষিতি অথবা গন্ধতন্মাত্র অথবা আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি—এই পাঁচটি যে অবস্থায় পরস্পর মিলিত না হইয়া সূক্ষ্মভাবে থাকে, সেই অবস্থায় তাহাদিগকে তন্মাত্র অথবা মূলদ্রব্য কহে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটি এক একটি করিয়া যথাক্রমে ঐ পাঁচটি দ্রব্যের গুণ; কিন্তু আধুনিক রসায়নতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা আমাদিগের প্রাচীন পুরুষগণের এই সিদ্ধান্তটিকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়া নির্ণয় করেন। তাঁহারা মূলদ্রব্য ষষ্টি সংখ্যা অথবা ততোঽধিক বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে অদ্যবধি তাঁহাদিগের নিশ্চয় মীমাংসা হয় নাই; কিন্তু আর্য্যেরা বলেন যে, কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা—এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারাই আমরা সমস্ত বাহ্যজগৎ জ্ঞাত হইয়া থাকি। এই পাঁচটি জ্ঞানযন্ত্রদ্বারা আমরা কেবল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গ্রহণ করি। তাহাতেই আমাদিগের সমস্ত বাহ্যজগতের জ্ঞান জন্মে। জগতে যতপ্রকার পদার্থই থাকুক, আমরা যখন এই পাঁচটি জ্ঞানযন্ত্রদ্বারাই সেই সমস্ত জ্ঞাত হইতেছি, তখন জ্ঞানের সম্বন্ধে পাঁচটির অতিরিক্ত মূলগুণ থাকা কখনই সম্ভব না। অতএব এই সমস্ত জগৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটি মূলগুণেই ব্যাপ্তি। গুণ থাকিলেই সেই গুণের আশ্রয়ীভূত দ্রব্য থাকা যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে এই পঞ্চগুণবিশিষ্ট জগতের উপাদান মূলদ্রব্য যতই হউক এবং যাহাই হউক তাহাদিগের এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে এই পাঁচটি গুণ থাকিতে পারে। দ্রব্য থাকিলেই তাহার গুণ এবং ক্রিয়া থাকিবে অথবা দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া—এই তিনটির একটি থাকিলেই অপর দুইটিকে থাকিতেই হইবে। আমাদিগের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রেরও এই মত। তাহা স্বীকার করিতে হইলে এক একটি অমিশ্র দ্রব্যের এক একটি গুণ অথবা এক একটি গুণের আশ্রয় এক একটি অমিশ্র দ্রব্য থাকাই সম্ভব। সুতরাং মূলদ্রব্য পাঁচটি হওয়া অসঙ্গত বোধ হয় না। কারণ, অতিরিক্ত দ্রব্য থাকিলেই অতিরিক্ত গুণ থাকিবে, অতিরিক্ত গুণ থাকিলে সেই অতিরিক্ত গুণের জ্ঞাতা অতিরিক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকা প্রয়োজন। আমাদিগের যখন পাঁচটির অতিরিক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই এবং সেই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যখন আমরা পাঁচটির অতিরিক্ত মূলগুণ অবগত হইতে পারি না এবং সেই পাঁচটি গুণ জানাতেই যখন আমাদিগের জগৎ জ্ঞান পর্য্যাপ্ত হইতেছে তখন সেই পাঁচটি গুণের আশ্রয়ীভূত পাঁচটি মূল দ্রব্য বলা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এবিষয়ে আর্য্যগণ প্রদর্শিত অন্যান্য প্রমাণ বাহুল্যপ্রযুক্ত উদ্ধৃত করা হইল না।"

বিশাখা, উত্তরফল্গুণী, হস্তা, চিত্রা, পুনর্বসু, অশ্বিনী ও মৃগশিরা—এই নক্ষত্রগুলি বায়ুতত্ত্বের অধিপতি॥ ১৬০॥

পূর্ব্বাষাঢ়া অথাশ্লেষা মূলমার্দ্রা চ রোহিণী।
উত্তরভাদ্রপদাস্তোয়তত্ত্বং শতভিষা প্রিয়ে॥ ১৬১॥

পূর্বাষাঢ়া, অশ্লেষা, মূলা, আর্দ্রা, রোহিণী, উত্তরভাদ্রপদ ও শতভিষা—এই কয়টি নক্ষত্র জলতত্ত্বের অধিপতি॥ ১৬১॥

ধনিষ্ঠা রেবতী জ্যেষ্ঠানুরাধা শ্রবণা তথা।
অভিজিচ্চোত্তরাষাঢ়া পৃথ্বীতত্ত্বমুদাহৃতং॥ ১৬২॥

ধনিষ্ঠা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা, অনুরাধা, শ্রবণা, অভিজিৎ ও উত্তরাষাঢ়া—এই কতিপয় নক্ষত্র পৃথ্বীতত্ত্বের অধিপতি॥ ১৬২॥

বহন্নাড়ীস্থিতো দূতো যৎ পৃচ্ছতি শুভাশুভং।
তৎসর্ব্বং সিদ্ধিমায়াতি শূন্যে শূন্যং সংশয়ঃ॥ ১৬৩॥

যে নাসিকাতে শ্বাস প্রবাহিত হইয়াছে, সেই দিকে অবস্থিত হইয়া দূত শুভাশুভের প্রশ্ন করিলে সমস্ত সুসিদ্ধ হয় এবং যে নাসিকাতে শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে না, সে দিকে অবস্থিত হইয়া দূত শুভাশুভ প্রশ্ন করিলে নিশ্চিত নিষ্ফল হইবে॥ ১৬৩॥

তত্ত্বে রামোজয়ং প্রাপ্তঃ সুতত্ত্বে চ ধনঞ্জয়ঃ।
কৌরবানিহতাঃ সর্ব্বে যুদ্ধে তত্ত্ববিপর্য্যয়ে॥ ১৬৪॥

এই তত্ত্বগুণে রাম যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছেন ও এই সুতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে অর্জুনের জয় প্রাপ্তি হয় এবং বিপরীত তত্ত্বগুণে কুরুবংশীয়গণ যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছেন॥ ১৬৪॥*

জন্মান্তরীয়সংস্কারাৎ প্রসাদাদথবা গুরোঃ।
কেষাঞ্চিজ্জায়তে তত্ত্বে বাসনা বিমলাত্মনাম্॥ ১৬৫॥

---

* "সোম শুক্র বুধে বাম।
হেলায় লঙ্কা জেতে রাম॥"

পূর্বজন্মের সংস্কার অথবা গুরুর প্রসাদ বলে কোন কোন বিশুদ্ধাত্মা ব্যক্তি স্বরতত্ত্ব সাধন সহজে জ্ঞাত হইয়া সুসিদ্ধ হইতে পারেন।। ১৬৫।।

অথ পঞ্চতত্ত্বধ্যানং।

লং বীজং ধরণীং ধ্যায়েৎ চতুরস্রাং সুপীতভাং।
সুগন্ধং স্বর্ববর্ণত্বমারোগ্যং দেহলাঘবং।। ১৬৬।।

পঞ্চতত্ত্বের ধ্যান কথিত হইতেছে—পৃথিবীতত্ত্বের বীজমন্ত্র লং। পৃথিবীতত্ত্ব চারটি কোণ-বিশিষ্ট, সুন্দর পীতবর্ণ, উত্তম গন্ধযুক্ত ও স্বর্ণের ন্যায় বর্ণসংযুত এবং নীরোগিতা ও শরীরের লঘুতাকরণ শক্তিসম্পন্ন—এইরূপ ধ্যান করিবে।। ১৬৬।।

বং বীজং বারুণং ধ্যায়েদর্দ্ধচন্দ্রং শশিপ্রভং।
ক্ষুৎপিপাসাসহিষ্ণুত্বং জলমধ্যেষু মজ্জনং।। ১৬৭।।

জলতত্ত্বের বীজমন্ত্র বং। জলতত্ত্ব অর্ধচন্দ্রাকার, চন্দ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ্য ও জলমধ্যে মর্জন করাইবার শক্তিবিশিষ্ট—এইরূপ ধ্যান করিবে।। ১৬৭।।

রং বীজং শিখিনং ধ্যায়েৎ ত্রিকোণমরুণপ্রভং।
বহ্বন্নপানভোক্তৃত্বমাতপাগ্নিসহিষ্ণুতা।। ১৬৮।।

অগ্নিতত্ত্বের বীজমন্ত্র রং। অগ্নিতত্ত্ব ত্রিকোণ, রক্তবর্ণ এবং অনেক অন্ন ভোজন ও পান করিবার এবং রৌদ্র ও অগ্নি সহ্য করিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট—এইরূপ ধ্যান করিবে।। ১৬৮।।

যং বীজং পবনং ধ্যায়েদ্বর্ত্তুলং শ্যামলপ্রভং।
আকাশগমনাদ্যঞ্চ পক্ষিবদ্গমনং তথা।। ১৬৯।।

বায়ুতত্ত্বের বীজমন্ত্র যং। বায়ুতত্ত্ব গোলাকার, শ্যামবর্ণ এবং পক্ষির ন্যায় গমন ও আকাশে গমনাগমন আদি শক্তিসংযুক্ত—এইরূপ ধ্যান করিবে।। ১৬৯।।

হং বীজং গগণং ধ্যায়েৎ নিরাকারং বহুপ্রভং।
জ্ঞানং ত্রিকালবিষয়মৈশ্বর্য্যমণিমাদিকং॥ ১৭০॥

আকাশতত্ত্বের বীজমন্ত্র হং। আকাশতত্ত্ব নিরাকার নানাবিধ বর্ণবিশিষ্ট, ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ের জ্ঞানযুক্ত এবং অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্যসিদ্ধিপ্রদানকারী॥ ১৭০॥

স্বরজ্ঞানী নরো যত্র ধনং নাস্তি ততঃ পরং।
স্বরজ্ঞানেন গময়েৎ অনায়াসফলং ভবেৎ॥ ১৭১॥

স্বরতত্ত্ববিদ্‌পণ্ডিত অপেক্ষা জগতে অন্য কোন দুর্ল্লভ ধন নাই। স্বরজ্ঞানদ্বারা অভীষ্টফল অনায়াসে লাভ হয় এবং ইহাতে যে কার্যের উদ্দেশে যাওয়া যাইবে, তাহাই সুসিদ্ধ হইবে॥ ১৭১॥

সর্ব্বঞ্চ ধনমধনং সর্ব্বাধিকারসংযুতং।
লক্ষৈকেন ন সিধ্যন্তি তত্ত্বহীনা যদা নরাঃ॥ ১৭২॥

স্বরতত্ত্বের ব্যুৎপত্তি ব্যতিরেকে সকলপ্রকার ধনই ধনের মধ্যে পরিগণিত নহে। সমস্ত স্বীয় অধিকারভুক্ত থাকিলেও স্বরতত্ত্বহীন ব্যক্তি লক্ষ উপায়দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না॥ ১৭২॥

স্নাতং তেন সমস্ততীর্থসলিলৈঃ সর্ব্ব্যাপি শক্রাবনির্যজ্ঞানাঞ্চ কৃতং হি কার্য্যমখিলং দেবাশ্চ সন্তর্পিতাঃ। সংসারাচ্চ সমুদ্ধৃতাঃ স্বপিতরস্ত্রৈলোক্যপূজ্যোঽপ্যসৌ। যস্য ব্রহ্মবিচারণে ক্ষণমপি স্থৈর্য্যং মনঃ প্রাপ্নুয়াৎ॥ ১৭৩॥

যে ব্যক্তির ব্রহ্ম বিচারে অর্থাৎ স্বরতত্ত্ব নির্ণয়ে ক্ষণকালও মনঃস্থির থাকে, সে ব্যক্তি ত্রিলোকপূজ্য হয় এবং সমস্ত তীর্থজলে স্নানের ও সর্বব্যাপী যজ্ঞকার্যদ্বারা ইন্দ্রপ্রমুখ সকল দেবতার তৃপ্তিসাধনের ফল লাভ করিয়া থাকে। তাহার পিতৃপুরুষসমূহ সংসার হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৭৩॥

ইতি তত্ত্বজ্ঞানং সম্পূর্ণং।

অথ যুদ্ধপ্রকরণং।

দেব্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব মহাজ্ঞানং স্বরোদয়ং।
ত্রিকালবিষয়জ্ঞানং কথং ভবতি শঙ্কর॥ ১৭৪ ॥

পার্বতী কহিলেন—দেবদেব শিব পরমেশ্বর। যাহার দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই ত্রিকালের বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়, এইরূপ স্বরোদয়শাস্ত্রের মহাজ্ঞান কিরূপে হইতে পারে, তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন॥ ১৭৪॥

ঈশ্বর উবাচ।

অর্থকাণ্ডং জয়প্রশ্নং শুভাশুভমিতি ত্রিধা।
এতৎ ত্রিকালবিজ্ঞানং নান্যদ্ভবতি সুন্দরি॥ ১৭৫॥

মহাদেব বলিলেন—সুন্দরি! অর্থকাণ্ড, জয়পরাজয় প্রশ্ন ও শুভাশুভনির্ণয়—এই অতীত ভাবী ও বর্তমান ত্রিকালজ্ঞান স্বরতত্ত্ব হইতেই সম্পন্ন হয়॥ ১৭৫॥

তত্ত্বে শুভাশুভং কার্য্যং তত্ত্বে জয়পরাজয়ৌ।
তত্ত্বে সমার্ঘ্যমাহার্ঘ্যং তত্ত্বে ত্রিপাদমুচ্যতে॥ ১৭৬॥

স্বরতত্ত্বদ্বারা শুভ ও অশুভ কার্য, জয় ও পরাজয় এবং সমানমূল্যতা ও মহামূল্যতা—এই সকল বিনির্ণীত হইতে পারে॥ ১৭৬॥

দেব্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব সর্ব্বসংসারতারক।
কিং নরাণাং পরং মিত্রং সর্ব্বকার্য্যার্থসাধনং॥ ১৭৭॥

দেবী কহিলেন—দেবদেব মহাদেব সর্বসংসারত্রাণকারিন্! যাহাদ্বারা সকল কার্য সাধন হয়, এরূপ পরমবন্ধু মনুয্যবর্গের কি আছে, তাহা কৃপা করিয়া বলুন॥ ১৭৭॥

শিব উবাচ।

প্রাণএব পরং মিত্রং প্রাণএব পরঃ সখা।
প্রাণতুল্যঃ পরোবন্ধুর্নাস্তি নাস্তি বরাননে॥ ১৭৮॥

শিব কহিলেন—প্রাণই মনুয্যদিগের প্রধান বন্ধু, প্রাণই শ্রেষ্ঠ সখা, জগতে প্রাণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মিত্র কেহই নাই॥ ১৭৮॥

দেব্যুবাচ।

কথং প্রাণস্থিতোবায়ুর্দেহে কিং প্রাণরূপকং।
তত্ত্বেষু সঞ্চরেৎ প্রাণো জ্ঞায়তে যোগিভিঃ কথং॥ ১৭৯॥

দেবী বলিলেন—কিরূপে বায়ু প্রাণকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, কিরূপে শরীর প্রাণময় হইয়াছে, কিরূপে প্রাণবায়ু পঞ্চতত্ত্বে সঞ্চারিত হয় এবং এই সকল তত্ত্ব যোগিসমূহই বা কি উপায়ে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন॥ ১৭৯॥

শিব উবাচ।

কায়নগরমধ্যে তু মারুতঃ ক্ষিতিপালকঃ। ভোজনে বঞ্চনে চৈব গতিরষ্টাদশাঙ্গুলা। প্রবেশে দশভিঃ প্রোক্তা নির্গমে দ্বাদশাঙ্গুলা। প্রাণস্থে তু গতির্দেবি স্বভাবাদ্দ্বাদশাঙ্গুলা। গমনে চ চতুর্ব্বিংশা নেত্রবেদাস্তু ধারণে। মৈথুনে পঞ্চষষ্টিশ্চ শয়নে চ শতাঙ্গুলা॥ ১৮০॥

শিব কহিলেন—নগররূপ শরীরের মধ্যে রাজরূপে বায়ু বিরাজিত রহিয়াছে। ভোজনে ও কথনে শ্বাসের বহির্দেশে গতি অষ্টাদশ অঙ্গুলি পরিমিত হয়। নাসারন্ধ্রমধ্যে শ্বাসপ্রবেশকালে দশ-অঙ্গুলিপরিমিত ও নাসাপুট হইতে নির্গত হইবার সময়ে দ্বাদশ অঙ্গুলিপরিমিত হয়। প্রাণস্থ বায়ুর স্বাভাবিক গতি দ্বাদশ অঙ্গুলিপরিমিত, গমনে চতুর্বিংশতি অঙ্গুলি, ধারণে ত্রিচত্বারিংশৎ অঙ্গুলি, মৈথুনে পঞ্চষষ্টি অঙ্গুলি ও শয়নে একশত অঙ্গুল পরিমাণ হইয়া থাকে॥ ১৮০॥

একাঙ্গুলকৃতে নূন্যে প্রাণে নিষ্কামতা মতা। আনন্দস্তু দ্বিতীয়ে স্যাৎ কবিশক্তিস্তৃতীয়কে। বাচঃসিদ্ধিশ্চতুর্থে তু দূরদৃষ্টিস্তু পঞ্চমে। ষষ্ঠে আকাশগমনং

চণ্ডবেগশ্চ সপ্তমে। অষ্টমে সিদ্ধয়শ্চাষ্টৌ নবমে নিধায়োনব। *দশমে দশমূর্ত্তিশ্চ ছায়ানাশোদশৈককে। দ্বাদশে হংসচারশ্চ গঙ্গামৃতরসং পিবেৎ। আনখাগ্রে প্রাণপূর্ণে কস্য ভক্ষ্যঞ্চ ভোজনং॥ ১৮১॥

মনুষ্যের স্বাভাবিক শ্বাস দ্বাদশাঙ্গুল প্রবাহিত হয়। যে ব্যক্তি যোগদ্বারা ঐ দ্বাদশাঙ্গুল শ্বাসপ্রবাহ হইতে এক অঙ্গুল কমাইতে সক্ষম হয়েন অর্থাৎ একাদশ অঙ্গুলি শ্বাস বহাইতে পারেন, তাঁহার নিষ্কামমোক্ষলাভ হয়। ঐরূপ দুই অঙ্গুলি কমাইলে অর্থাৎ দশ-অঙ্গুলি-পরিমিত শ্বাস বহিলে, সর্বদা আনন্দ ভোগ হয়; তিন অঙ্গুলি কমাইলে অর্থাৎ নয় অঙ্গুলি শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকিলে, কবিত্বক্ষমতা প্রাপ্ত হয়; চার অঙ্গুলি শ্বাস কমাইতে পারিলে অর্থাৎ অষ্ট অঙ্গুলি প্রমাণ শ্বাস প্রবাহিত হইলে, বাক্‌সিদ্ধি হয়; পঞ্চাঙ্গুল শ্বাস কমাইলে অর্থাৎ যাহার সপ্তাঙ্গুল শ্বাস বহে, তাহার সুদূরদর্শনশক্তি জন্মে; ছয় অঙ্গুলি শ্বাস কমাইতে পারিলে, আকাশে গমনাগমনের ক্ষমতা লাভ হয়; সপ্তাঙ্গুল শ্বাস কমাইলে অর্থাৎ পঞ্চাঙ্গুলপরিমিত শ্বাস বহিলে অত্যন্ত দ্রুতগতি হয়; অষ্টাঙ্গুল শ্বাস কমাইতে পারিলে অর্থাৎ চতুরঙ্গুল মাত্র যাঁহার শ্বাস বহে, তাঁহার অণিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়; নব-অঙ্গুল শ্বাস কমাইলে অর্থাৎ তিন অঙ্গুলপরিমিত শ্বাস প্রবাহিত হইলে, নয় প্রকার নিধি প্রাপ্ত হয়; দশ অঙ্গুল শ্বাস কমাইলে অর্থাৎ দুই অঙ্গুলমাত্র শ্বাস বহিতে থাকিলে, ভগবতীর দশ নায়িকামূর্তি বা বিষ্ণুর দশ অবতারমূর্তি দর্শন হয়; একাদশ অঙ্গুল শ্বাস কমাইলে অর্থাৎ কেবল একাঙ্গুলপরিমিত শ্বাস যাঁহার বহিতে থাকে, সে ব্যক্তির শরীর ছায়াশূন্য হয় (দেবত্ব লাভ হইয়া থাকে); এবং যাঁহার ঐ দ্বাদশ অঙ্গুল শ্বাস সমস্ত কমিয়া কেবল অন্তরমধ্যেই যোগসিদ্ধিপ্রভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে, তিনি পরমাত্মার সহিত জীবাত্মাকে সংমিলিত করিয়া শরীরস্থ গঙ্গানামকতীর্থসম্ভূত অমৃতরস নিত্য পান করিয়া অমররূপী হন। *তাঁহার সমস্ত দেহ নখের অগ্রভাগ পর্যন্ত প্রাণবায়ুতে পরিপূর্ণ থাকে, অতএব সেই যোগির আহার্যদ্রব্যের বা আহারের প্রয়োজন থাকে না॥ ১৮১॥

---

* কুবেরের নবধা রত্ন—

"পদ্মোঽস্ত্রিয়াং মহাপদ্মঃ শঙ্খোমকরকচ্ছপৌ।
মুকুন্দকুন্দনীহাশ্চ বর্চ্চোঽপি নিধয়োনব।।"—হারাবলী।
"তত্র পদ্মমহাপদ্মৌ তথা মকরকচ্ছপৌ।
মুকুন্দনীলৌ সন্দশ্চ শঙ্খশ্চৈবাষ্টমোনিধিঃ।"—মার্কণ্ডেয় পুরাণং।

এবং প্রাণবিধিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বকার্য্যে ফলপ্রদঃ।
জ্ঞায়তে গুরুবাক্যেন ন বিদ্যা শাস্ত্রকোটিভিঃ॥ ১৮২॥

এইরূপ প্রাণবায়ুর নিয়ম কথিত হইল, প্রাণবায়ু সর্বকার্যেরই ফলপ্রদান করিয়া থাকে; এই প্রাণতত্ত্ববিদ্যা গুরুর প্রমুখাৎ অবগত হইবে। কোটি কোটি শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা প্রাণতত্ত্ববিদ্যা লাভ করা যায় না॥ ১৮২॥

প্রাতশ্চন্দ্রোরবিঃ সায়ং যদি দৈবান্ন লভ্যতে।
মধ্যাহ্নান্মধ্যরাত্রাদ্বা পরতন্ত্ত প্রবর্ত্ততে॥ ১৮৩॥

প্রাতঃকালে ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসা ও সায়ংকালে পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসায় উদয় হয়; যদি দৈবক্রমে এইরূপ উদয় না হয়, তাহা হইলে মধ্যাহ্নকালের পর হইতে ইড়ানাড়ী ও মধ্যরজনীর পর হইতে পিঙ্গলানাড়ী উদিত করিবে॥ ১৮৩*॥

দূরযুদ্ধে জয়ী চন্দ্রঃ সমীপে চ দিবাকরঃ।
বহন্নাড্যাং গতং পাদে সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥ ১৮৪॥

ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসা বহনসময়ে যোদ্ধা কোন দূরপ্রদেশে যুদ্ধ করিতে গমন করিলে, সেই যুদ্ধে জয়ী হইবে এবং নিকটবর্তী স্থানে যুদ্ধ করিতে হইলে, পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসা বহনসময়ে যুদ্ধযাত্রা করিবে, তাহা হইলে অবশ্য জয়ী হইবে। যখন যে দিকে নাড়ী প্রবাহিত হইবে, তখন সেই দিকের চরণ অগ্রে বিক্ষেপ করিয়া যে কার্যের উদ্দেশে গমন করিবে, সেই কার্যই সফল হইবে॥ ১৮৪**॥

যাত্রারম্ভে বিবাহে চ প্রবেশে নগরাদিকে।
শুভকার্য্যেষু সর্ব্বেষু চন্দ্রচারঃ প্রশস্যতে॥ ১৮৫॥

গমন আরম্ভে, বিবাহে, নগরাদি প্রবেশে ও সকল প্রকার শুভকার্যে ইড়ানাড়ীই শুভফলদায়িকা॥১৮৫॥

---

* হঠযোগাদিতে ইহার বিশেষ জানিবেন।

** "স্বরের আগায় দিয়ে পা। যথা ইচ্ছা তথা যা॥"

অয়নতিথিদিনেশঃ স্বীয়তত্ত্বেন যুক্তো যদি বহতি কথঞ্চিদ্দৈবযোগেন পুংসাং। স জয়তি রিপুসৈন্যং স্তম্ভমাত্রস্বরেণ প্রভবতি ন চ বিঘ্নঃ কেশবস্যাপি লোকে॥ ১৮৬॥

যে অয়নে, যে তিথিতে ও যে বারে, যে যে তত্ত্ব উদিত হইয়া থাকে, সেই সেই তত্ত্বের সহিত সংযুক্ত হইয়া যদি কোন যোদ্ধার নাড়ী দৈবক্রমে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে সেই যোদ্ধা শত্রুসেনা জয় করিতে পারিবে, তাহার শব্দে (হুঙ্কারে) সকল শত্রু স্তম্ভিত হইবে এবং বৈকুণ্ঠলোক পর্যন্ত ও গমনে বিঘ্ন ঘটিবে না॥ ১৮৬॥

জীবলক্ষং জীবরক্ষাং জীবাঙ্গে পরিধায় চ।
জীবো ব্রজতি যো যুদ্ধে জীবো জয়তি মেদিনীং॥ ১৮৭॥

যে যোদ্ধা প্রাণবায়ুর প্রতি লক্ষ রাখিয়া মন্ত্রাদি দ্বারা প্রাণের রক্ষা করিয়া যুদ্ধে গমন করে, সে ব্যক্তি সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে সক্ষম হয়॥ ১৮৭॥

ভূমৌ জলে চ কর্ত্তব্যং গমনং শান্তিকর্ম্মসু।
বহ্নৌ বায়ৌ প্রদীপ্তে তু খে পুনর্ন ভবত্যপি॥ ১৮৮॥

জল ও পৃথিবীতত্ত্ব বহিবার কালে যাত্রা করিবে; বহ্নি ও বায়ুতত্ত্ব বহনকালে শান্তিকর্ম করিবে এবং আকাশতত্ত্ব বহনকালে কোন কার্য করিবে না॥ ১৮৮॥

জীবেন শস্ত্রং বধ্নীয়াৎ জীবেনৈব বিকাশয়েৎ।
জীবেন প্রক্ষিপেৎ শস্ত্রং যুদ্ধে জয়তি সর্ব্বথা॥ ১৮৯॥

প্রাণবায়ু অবলম্বন করিয়াই অস্ত্রশস্ত্রে বদ্ধপরিকর হইয়া যুদ্ধজন্য বহির্গত হইবে এবং প্রাণ-বায়ুকে আশ্রয় করিয়া শত্রুর প্রতি শস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, তাহা হইলে যোদ্ধা যুদ্ধে সর্বপ্রকারে জয়লাভ করিবে অর্থাৎ পূর্ববর্ণিত শ্বাসাদির বহনদিক জানিয়া কার্য করিলে ফললাভ হইবে॥১৮৯॥

আক্রম্য প্রাণপবনং সমারোহেত বাহনং।
সমুত্তরেৎ পদং দত্ত্বা সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ॥ ১৯০॥

প্রাণবায়ু অবলম্বন করিয়া বাহনে অথবা যানে আরোহণ করিবে এবং যে

দিকের নাসাপথে শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, সেই দিকের চরণ অগ্রে বিক্ষেপ করিয়া বাহন অথবা যান হইতে অবরোহণ করিবে, তাহা হইলে সকল কর্ম সফল হইবে॥১৯০॥

অপূর্ণং শত্রুসামগ্রীং পূর্ণং বা স্ববলং যদা।
কুরুতে পূর্ণতত্ত্বস্থো জয়ত্যেকোবসুন্ধরাং॥ ১৯১॥

পূর্ণনাড়ীতে তত্ত্ববহনকালে যে যোদ্ধা স্বীয় সেনাদি পূর্ণরূপে বর্দ্ধিত করে ও কোন কৌশলে শত্রুর যুদ্ধোপকরণ দ্রব্যাদি বিনষ্ট করে, সেই ব্যক্তি একাকীই সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হয়॥ ১৯১॥

যন্নাড়ী বহতে চাঙ্গে তস্যামেবাধিদেবতা।
সম্মুখাপি দিশা তেষাং সর্ব্বকার্য্যফলপ্রদা॥ ১৯২॥

যে দিকের নাড়ী প্রবাহিত হইতেছে, সেই দিকের অধিপতি যে গ্রহ, সেই গ্রহের নির্দ্দিষ্টদিকে সম্মুখ করিয়া যদি কেহ প্রশ্ন করে, তবে তাহার সর্বকার্য সফল হইবে॥ ১৯২॥

আদৌ তু ক্রিয়তে মুদ্রা পশ্চাদ্‌যুদ্ধং সমাচরেৎ।
সর্ব্বা মুদ্রা কৃতা যেন তেষাং সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ॥ ১৯৩॥

যোদ্ধা প্রথমে বাহ্বাস্ফোট ও হুঙ্কারব্যূহরচনাদি মুদ্রা করিবে, তৎপরে যুদ্ধ করিবে। সর্বপ্রকার মুদ্রা সাধন করিয়া যুদ্ধ করিলে, নিঃসন্দেহে জয় হইবে॥ ১৯৩॥

চন্দ্রপ্রবাহেঽপ্যথ সূর্য্যবাহে ভটাঃ সমায়ান্তি চ যুদ্ধকামাঃ। সমীরণস্তত্ত্ববিদা প্রয়াতো যা শূন্যতা সা প্রতিকূলদৃষ্টা॥ ১৯৪॥

ইড়ানাড়ীই হউক অথবা পিঙ্গলানাড়ীই হউক, যে নাড়ীতে বায়ুতত্ত্ব পূর্ণরূপে প্রবাহিত হয়, সেই দিক অবলম্বন করিয়া সৈন্যবর্গ যুদ্ধযাত্রা করিলে, যুদ্ধে জয় হইবে এবং যে নাড়ীতে বায়ুতত্ত্ব বহিতেছে না, সে দিক দিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলে, পরাজয় হইবে। ইহা স্বরতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা কহেন॥ ১৯৪॥

যদ্দিশং বহতে বায়ুর্যুদ্ধং তদ্দিশি দাপয়েৎ।
জয়ত্যেব ন সন্দেহঃ শক্রোঽপি যদি বাগ্রতঃ॥ ১৯৫॥

যে দিকের নাড়ীতে বায়ু বহিবে, সেই দিকে অগ্রে পাদবিক্ষেপপূর্বক যুদ্ধযাত্রা করিলে, যোদ্ধার যদি ইন্দ্রের সহিত সংগ্রাম হয়, তাহাতেও নিঃসন্দেহ জয়ী হইবে॥ ১৯৫॥

যত্র নাড্যাং বহেদ্বায়ুস্তদন্তঃ প্রাণমেব চ।
আকৃষ্য গচ্ছেৎ কর্ণান্তং জয়ত্যেব পুরন্দরং॥ ১৯৬॥

যে নাড়ীতে বায়ু বহিতেছে, তাহার মধ্যস্থিত প্রাণবায়ুকে কর্ণের প্রান্তভাগ পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া, যুদ্ধে গমন করিলে, ইন্দ্রকেও জয় করিতে পারা যায়॥ ১৯৬॥

প্রতিপক্ষপ্রহারেভ্যঃ পূর্ণাঙ্গং যোঽভিরক্ষতি।
ন তস্য রিপুভিঃ শক্তির্ব্বলিষ্ঠৈরপি হন্যতে॥ ১৯৭॥

যে ব্যক্তি বিপক্ষের আঘাত হইতে নাড়ীতে শ্বাস পূর্ণ করিয়া অর্থাৎ কুম্ভক যোগাচরণ করিয়া, আপনাকে রক্ষা করে, তাহাকে নষ্ট করিতে বলবান শত্রুবর্গেরও ক্ষমতা হয় না॥ ১৯৭॥

অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনী বংশ্যে পদাঙ্গুষ্ঠস্তথা ধ্বনিঃ।
যুদ্ধকালে চ কর্ত্তব্যং লক্ষযোদ্ধা জয়ী ভবেৎ॥ ১৯৮॥

বৃদ্ধাঙ্গুলি, তর্জনী ও পদাঙ্গুলিদ্বারা যুদ্ধকালে বাহ্বাস্ফোট ও পাদাস্ফোট শব্দ আদি করিবে, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ যোদ্ধাকেও পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে॥ ১৯৮॥

নিশাকরে রবৌ চারে মধ্যো যস্য সমিরণঃ।
স্থিতোরক্ষেদ্ দিগন্তানি জয়াকাংক্ষী নরঃ সদা॥ ১৯৯॥

যে সময়ে ইড়া বা পিঙ্গলা, যে দিকের নাড়ীতে বায়ুতত্ত্ব প্রবাহিত হইবে, সেই সময়ে জয়াভিলাষী যোদ্ধা স্বীয় সেনাব্যূহের সেই দিকের প্রান্তভাগ রক্ষা করিবে॥ ১৯৯॥

শ্বাসপ্রবেশকালেষু দূতোজল্পতি বাঞ্ছিতং।
তস্যার্থাঃ সিদ্ধিমায়ান্তি নির্গমেনৈব সুন্দরি॥ ২০০॥

নাসারন্ধ্রে শ্বাস প্রবিষ্ট হইবার কালে দূত কোন প্রশ্ন করিলে, তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে এবং শ্বাস নির্গত হইবার কালে প্রশ্ন করিলে, কার্য সম্পন্ন হইবে না॥ ২০০॥

লাভাদীন্যপি কার্য্যাণি পৃষ্টানি কীর্ত্তিতানি চ।
জীবে বিশতি সিধ্যন্তি হানির্নিঃসরণে ভবেৎ॥২০১॥

নাসিকাবিবরে শ্বাস প্রবেশসময়ে লাভাদি কর্মের প্রশ্ন হইলে, অবশ্য সুসিদ্ধ হইবে এবং শ্বাস নির্গমকালে প্রশ্ন করিলে, ক্ষতি বুঝাইবে॥ ২০১॥

ইতি শ্বাসপ্রবেশকালে প্রশ্নফলম্।

নরে দক্ষা স্বকীয়া চ স্ত্রিয়াং বামা প্রশস্যতে॥২০২॥

পুরুষের দক্ষিণ নাড়ী এবং স্ত্রীলোকের বাম নাড়ীই প্রশস্ত॥ ২০২॥

কুম্ভকং যুদ্ধকালে চ তিস্রোনাড্যশ্চ যা গতিঃ॥২০৩॥

যুদ্ধকালে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না—এই তিন নাড়ীর গতিরোধ করিয়া কুম্ভক করিবে॥ ২০৩॥

হকারস্য সকারস্য বিনা ভেদং স্বরঃ কথং।
সোঽহং হংসঃ পদেনৈব জীবো জপতি সর্ব্বদা॥২০৪॥

হকার ও সকার অর্থাৎ হংসঃ চারের ভেদ যে ব্যক্তি না অবগত আছেন, তাঁহার স্বরতত্ত্ব সিদ্ধি কিরূপে হইবে? নাসিকাতে শ্বাস প্রবেশকালে হংকার এবং নাসা হইতে শ্বাস নির্গমকালে সংকার উচ্চারিত হয়। প্রকৃতি (শক্তিরূপিণী) দেবতার হংসঃ ও পুরুষ (শিবরূপী) দেবতার সোঽহম্—এই দুই বাক্য জপ হইয়া থাকে। সোঽহম্, অর্থাৎ তিনিই আমি, আমিই সেই পরমব্রহ্মরূপী—ইত্যাকার নিত্যজ্ঞান মহাযোগীর হইয়া থাকে। সোঽহং এবং হংসঃ—এই দুই পদ প্রাণবায়ু (জীব) সর্বদা জপ করিতেছে॥ ২০৪॥

শূন্যাঙ্গং পূরিতং কৃত্বা জীবাঙ্গং গোপয়েদ্ যদি।
জীবাঙ্গে ঘাতমাপ্নোতি শূন্যাঙ্গং রক্ষতে সদা॥২০৫॥

যুদ্ধকালে বায়ুশূন্য নাড়ীকে শ্বাসদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া অর্থাৎ কুম্ভক দ্বারা শরীরে বায়ু প্রবিষ্ট করিয়া প্রাণকে গোপন অর্থাৎ রক্ষা করিবে। শ্বাসপূর্ণ অঙ্গে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, শ্বাসবিহীন অঙ্গকে রক্ষা করিবে॥ ২০৫॥

বামে বাপ্যথবা দক্ষে যদি পৃচ্ছতি পৃচ্ছকঃ।
তত্র ঘাতো ন জায়েত শূন্যে ঘাতং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ২০৬॥

স্বরতত্ত্ববেত্তার বাম বা দক্ষিণদিকে অবস্থিত হইয়া প্রশ্নকর্তা যুদ্ধে আঘাতবিষয়ক প্রশ্ন করিলে, যে নাসিকায় শ্বাস বহন হইতেছে, সেই দিকের অঙ্গে আঘাত হইবে না এবং যে নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে না, সেই দিকের অঙ্গে আঘাত প্রাপ্ত হইবে॥ ২০৬॥

ভূতত্ত্বেনোদরে ঘাতঃ পাদস্থানে হম্বুনা ভবেৎ। উরঃস্থানে হগ্নিতত্ত্বেন করস্থানে চ বায়ুনা। শিরসি ব্যোমতত্ত্বেন কৃত আঘাতনির্ণয়ঃ॥ ২০৭॥

পৃথিবীতত্ত্ব বহনকালে প্রশ্ন হইলে যোদ্ধার উদরে আঘাত লাগিবে। ঐরূপ জলতত্ত্ব বহনে পদে, অগ্নিতত্ত্ব বহনে বক্ষঃস্থলে, বায়ুতত্ত্ব বহনে হস্তে এবং আকাশতত্ত্ব বহনে মস্তকে আঘাত লাগিবে। এইরূপ পঞ্চপ্রকার আঘাত স্বরোদয়শাস্ত্রে প্রকাশিত আছে॥ ২০৭॥

ইতি তত্ত্বেন ঘাতস্থাননির্ণয়ঃ।

যুদ্ধকালে তদা চন্দ্রঃ স্থায়ী জয়তি নিশ্চিতং।
যদা সূর্য্যপ্রবাহস্তু বাদী বিজয়তে তদা॥ ২০৮॥

যুদ্ধকালে যখন ইড়ানাড়ী প্রবাহিত হয়, তখন স্থায়ী অর্থাৎ স্বরাজ্যস্থিত রাজা বা যোদ্ধা নিশ্চিত জয়লাভ করিবে এবং যখন পিঙ্গলানাড়ী প্রবাহিত হয়, তখন বিপক্ষ জয়ী হইবে॥ ২০৮॥

জয়োমধ্যে তু সন্দেহো নাড়ীমধ্যে তু লক্ষয়েৎ। সুষুম্নায়াং গতঃ প্রাণঃ সমরে শমসঙ্কটে তু যস্যাং নাড্যাং ভবেচ্চারস্তাদৃশং যুদ্ধমাশ্রয়েৎ। তেনাসৌ জয়মাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ২০৯-২১০॥

যে নাড়ী অবলম্বন করিয়া যে সময়ে শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকিবে, সেই

সময় আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবে, তাহা হইলে যোদ্ধা জয় প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই॥ ২০৯-২১০॥

যদি সংগ্রামকালে তু বামনাড্যাং সদা বহেৎ।
স্থায়িনো বিজয়ং বিন্দ্যাৎ রিপুবশ্যাদয়োঽপি চ॥২১১॥

যদি যুদ্ধকালে ইড়ানাড়ীতে সর্বদা স্বর প্রবাহিত হয়, তবে স্বরাজ্যস্থিত যোদ্ধা বিজয়ী হইবে এবং শত্রুও বশীভূত ও পরাজিত হইবে॥ ২১১॥

যদি সংগ্রামকালে তু সূর্য্যস্তু ব্যাবৃতো বহেৎ।
তদা যায়ী জয়ং বিন্দ্যাৎ সদেবাসুরমানবাৎ॥২১২॥

যদি যুদ্ধ সময়ে পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসায় শ্বাস আবর্তগতিক্রমে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে যুদ্ধযাত্রাকারী ব্যক্তি দেব, অসুর বা মানবের সহিত যুদ্ধেও জয়ী হইবে॥২১২॥

রণে হরতি শত্রুস্থং বামায়াং প্রবিশেন্নরঃ।
স্থানং দ্বিধাবচারাভ্যাং জয়ং সূর্য্যেণ ধাবতি॥২১৩॥

বামনাসায় শ্বাস প্রবেশসময়ে যোদ্ধা শত্রুকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে এবং দক্ষিণনাসা হইতে শ্বাসনির্গমকালেও যোদ্ধা জয় প্রাপ্ত হইবে॥ ২১৩॥

যোধদ্বয়কৃতে প্রশ্নে পূর্ণস্য প্রথমোজয়ঃ।
রিক্তে চৈব দ্বিতীয়স্তু জয়ী ভবতি নান্যথা॥২১৪॥

দুই যোদ্ধার জয়পরাজয়াদি সম্পর্কে প্রশ্ন হইলে, পৃচ্ছক যে দিকে অবস্থান করিয়া প্রশ্ন করিবে, যদি সেই দিকের নাসাতে শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহা হইলে প্রথম যোদ্ধার জয় বুঝাইবে এবং যদি সেই দিকের নাসায় শ্বাসবহন না হইতে থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয় যোদ্ধার জয় বুঝাইবে॥ ২১৪॥

পূর্ণনাড়ীগতঃ পৃষ্ঠে শূন্যাঙ্গঞ্চ তদগ্রতঃ।
শূন্যস্থানে কৃতঃ শত্রুর্ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ॥২১৫॥

পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রশ্নকর্তা যদি শত্রুর জয়পরাজয় সম্পর্কে প্রশ্ন করে ও সেই

সময়ে দক্ষিণনাসায় শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহা হইলে শত্রুর মৃত্যু হইবে। ঐরূপ যদি সম্মুখ ভাগ হইতে প্রশ্ন হয় ও সে সময়ে বামনাসা শূন্য থাকে অর্থাৎ তাহাতে শ্বাস না বহে, তাহা হইলেও শত্রুর মৃত্যু বুঝাইবে॥ ২১৫॥

বামাচারে সমং নাম যস্য তস্য জয়ো ভবেৎ।
পৃচ্ছকো দক্ষিণে ভাগে বিজয়ী বিষমাক্ষরঃ॥২১৬॥

জয়পরাজয় সম্পর্কে প্রশ্নকর্তার প্রশ্নকালে যদি ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসায় শ্বাস প্রবাহিত হয় এবং যোদ্ধার যদি সম অক্ষরে নাম হয়, তাহা হইলে জয় হইবে। ঐরূপ প্রশ্নকালে দক্ষিণনাসা বহন হয় ও বিষম অক্ষরে যদি যোদ্ধার নাম হয়, তাহা হইলেও জয়লাভ হইবে॥ ২১৬॥

যদা পৃচ্ছতি চন্দ্রস্থস্তদা সন্ধানমাদিশেৎ।
পৃচ্ছেদ্‌যদা চ সূর্য্যস্থস্তদা জানীহি বিগ্রহং॥২১৭॥

বামনাসা বহনকালে প্রশ্ন হইলে সন্ধি ও দক্ষিণনাসা বহনসময়ে যুদ্ধ হইবে॥ ২১৭॥

ইতি বামদক্ষিণভেদেন প্রশ্নে সন্ধিবিগ্রহকথনম্।

পার্থিবে চ ভবেদ্‌যুদ্ধং সন্ধির্ভবতি বারুণে।
বহ্নৌ যুদ্ধে জয়ো ভঙ্গো মৃত্যুর্ব্বায়ৌ চ নাভসে॥২১৮॥

প্রশ্নকালে পৃথ্বীতত্ত্ব বহন হইলে যুদ্ধ হইবে, জলতত্ত্ব বহনে সন্ধি, অগ্নিতত্ত্ব বহনে যুদ্ধ জয়, বায়ুতত্ত্ব বহনে যুদ্ধ ভঙ্গ এবং আকাশতত্ত্ব বহনে বিনাশ হইবে॥ ২১৮॥

ইতি তত্ত্ববিশেষণ যুদ্ধজ্ঞানম্॥

নৈমিত্তিকপ্রমাদাদ্বা যদা ন জ্ঞায়তেঽনিলঃ।
প্রশ্নকালে তদা কুর্য্যাদ্‌দ্বন্দ্বং যত্নেন বুদ্ধিমান্॥২১৯॥

প্রশ্নকালে কোন কারণবশতই হোক বা কোন ভ্রমজন্যই হোক, যদি বায়ুতত্ত্ব

প্রবাহিত হইতেছে কি না পরিজ্ঞাত না হওয়া যায়, তাহা হইলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি যত্নের সহিত এই দুইটি কার্য করিবে।। ২১৯।।

নিশ্চলাং ধারণাৎ কৃত্বা পুষ্পং হস্তাৎ নিপাতয়েৎ।
পূর্ণাঙ্গে পুষ্পপতনং শূন্যে বা তৎফলং বদেৎ॥২২০॥

প্রথমতঃ স্থিররূপে কুম্ভক করিবে, দ্বিতীয়তঃ একটি পুষ্প গ্রহণ করিবে, পরে হস্ত হইতে সেই পুষ্প ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিবে। সেই পুষ্প যে দিকে পতিত হইবে, সেই দিকের নাসায় যদি শ্বাস বহিতে থাকে, তবে পূর্ণনাড়ী বহনের যদৃশ ফল তাহাই হইবে এবং সে নাসায় যদি শ্বাস না বহিতে থাকে, তাহা হইলে শূন্যনাড়ীর যেরূপ ফল, তাহাই ঘটিবে।। ২২০।।

তিষ্ঠন্নু পবিশন্ বাপি প্রাণমাকর্যয়েন্নিজং।
মনোভঙ্গমকুর্ব্বাণঃ সর্ব্বকার্য্যেষু পূজিতঃ॥২২১॥

দণ্ডায়মান হইয়া বা উপবিষ্ট হইয়া মনঃসংযোগপূর্বক অর্থাৎ অন্য মনস্ক না হইয়া স্বরতত্ত্ববিদ্‌যোগী স্বকীয় প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করিবে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সর্বকার্যে পূজিত হইবে।। ২২১।।

ন কালো বিবিধং ঘোরং ন শস্ত্রং ন চ পন্নগাঃ।
ন শত্রুর্ব্ব্যাধিচৌরাদ্যাঃ শূন্যস্থং নাশিতুং ক্ষমাঃ॥২২২॥

যেদিকে অবস্থিত হইয়া পৃচ্ছক প্রশ্ন করিবে, সেই দিকে নাসা যদি সেই সময়ে প্রবাহিত না হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকর্তাকে দুঃসময়, নানারূপ ভয়ঙ্কর ঘটনা, অস্ত্রশস্ত্র, সর্প, শত্রু, পীড়া, চোর প্রভৃতি কিছুতেই নষ্ট করিতে সক্ষম হয় না।। ২২২।।

জীবেন স্থাপয়েদ্বায়ুং জীবেনারম্ভয়েৎ পুনঃ।
জীবেন ক্রীয়তে নিত্যং দ্যূতং জয়তি সর্ব্বদা॥২২৩॥*

প্রাণবায়ুদ্বারা হৃদয়মণ্ডলে বায়ুতত্ত্বকে স্থাপিত করিবে পরে প্রাণবায়ুদ্বারা

---

* জীবনে ক্রিয়তে নিত্যং যুদ্ধং জয়তি সর্ব্বদা।
ইতি পাঠান্তরম্।

কুম্ভক আরম্ভ করিবে, এইরূপে যে ব্যক্তি জীবদ্বারা অর্থাৎ প্রাণবায়ুর অবলম্বনে দ্যূতক্রীড়া অথবা যুদ্ধ করিবে, সে সেই ক্রীড়ায় বা যুদ্ধে সকল সময়ে জয়লাভ করিবে॥ ২২৩॥

কথঞ্চিদ্ বিজয়ী যুদ্ধে স্বরজ্ঞানং বিনা পুনঃ। স্বরজ্ঞানবলাদগ্রে সফলং কোটিধা ভবেৎ। ইহলোকে পরত্রৈব স্বরজ্ঞানী বলী সদা। দশশতাযুতং লক্ষং দেশধিপফলং ক্কচ্চিৎ। শতক্রতুসুরেন্দ্রাণাং বলং কোটিগুণং ভবেৎ॥ ২২৪॥

স্বরশাস্ত্রে জ্ঞান না থাকিলে রাজা কিরূপে যুদ্ধে জয় লাভ করিবে? স্বরোদয়শাস্ত্র অবগত থাকিলে সকল কার্যেই কোটি কোটি প্রকারে সফল হইয়া থাকে। স্বরতত্ত্ববেত্তা ইহজগতে এবং পরজগতে সর্বদাই শক্তিসম্পন্ন হন। সহস্র অযুত বা লক্ষ সৈন্যের ও রাজার যে শক্তি, স্বরজ্ঞানী যোগী এ সকল অপেক্ষাও অধিকতম সামার্থসমন্বিত হন। দেবরাজ ইন্দ্রের অপেক্ষাও কোটিগুণ বল স্বরশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতজনের হইয়া থাকে॥ ২২৪॥

ওঁকারঃ সর্ব্ববর্ণানাং ব্রহ্মাণ্ডে ভাস্করো যথা।
মর্ত্ত্যলোকে তথা পূজ্যঃ স্বরজ্ঞানী পুমানপি॥ ২২৫॥

অক্ষরসমূহের মধ্যে ওঁকার যেরূপ শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সূর্য যেমন প্রদীপ্ত, স্বরশাস্ত্রবিদ্ ব্যক্তি পৃথিবীর মধ্যে সেইরূপ পূজনীয়॥ ২২৫॥

একাক্ষরপ্রদাতারং নাড়ীভেদনিবেদকং।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা চানৃণী ভবেৎ॥ ২২৬॥

স্বরশাস্ত্র শিক্ষাদাতা গুরু, যিনি সমস্ত নাড়ীর বিবরণ শিক্ষাদান করেন, এতাদৃশ গুরুকে এবং যে গুরু স্বরোদয়ের এক অক্ষরমাত্রও বিবৃত করেন, সেই গুরুকে পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা প্রদান করিয়া, তাঁহার নিকটে শিষ্য ঋণশূন্য হইতে পারে॥ ২২৬॥

দেব্যুবাচ।

পরস্পরং মনুষ্যাণাং যুদ্ধে প্রোক্তো জয়স্তথা।
যমযুদ্ধে সমুৎপন্নে মনুষ্যাণাং কথং জয়ঃ॥ ২২৭॥

দেবী-কহিলেন—মনুষ্যবর্গের পরস্পর যুদ্ধে জয়পরাজয় আদি সমস্ত আপনি বিবৃত করিলেন। এখন যমের সহিত যুদ্ধ অর্থাৎ পীড়া আদি উপস্থিত হইলে, তাহাতে কিরূপে জয় অর্থাৎ পরিত্রাণ লাভ হইবে, তাহা আপনি আমাকে বলুন॥ ২২৭॥

ঈশ্বর উবাচ।

ধ্যায়েদ্দেবং স্থিরে জীবে জুহুয়াজ্জীবসঙ্গমে।
ইষ্টসিদ্ধির্ভবেত্তস্য মহালাভো জয়ো ভবেৎ॥২২৮॥

মহাদেব কহিলেন—প্রাণবায়ুকে কুম্ভকদ্বারা নিশ্চল করিয়া তত্ত্বরূপী ব্রহ্মের ধ্যান করিবে এবং জীবসঙ্গমে হোম করিবে অর্থাৎ প্রাণবায়ুতে তত্ত্বসমূহকে পরস্পর সংমিলিত করিবে, তাহা হইলে অভীষ্টসাধন, পরমলাভ, যুদ্ধে জয় প্রভৃতি সকল কার্যই সুসম্পন্ন হইবে॥ ২২৮॥

নিরাকারাৎ সমুৎপন্নং সাকারাং সকলং জগৎ।
তৎসাকারাং নিরাকারে জ্ঞানে ভবতি তন্ময়ং॥২২৯॥

আকারবিরহিত পরমব্রহ্ম হইতে এই আকারবিশিষ্ট সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে। অতএব আকারহীন ব্রহ্মজ্ঞান হইতে এই সমস্ত জগৎকে সাকারব্রহ্মময় জ্ঞান করিবে॥ ২২৯॥

ইতি পবনবিজয়স্বরোদয়ে যুদ্ধপ্রকরণম্॥

অথ দেবীবশীকরণং।

শ্রীদেব্যুবাচ।

নরযুদ্ধং যমযুদ্ধং দ্বয়ং প্রোক্তং মহেশ্বর।
ইদানীং দেবদেবীনাং বশীকরণকং বদ॥২৩০॥

দেবী কহিলেন—পরমেশ্বর! আপনি আমাকে নরযুদ্ধ ও যমযুদ্ধ (রোগ মৃত্যু

আদি) এই দুইটি বিষয় বলিলেন। অধুনা দেব ও দেবীসমূহের বশীকরণ কিরূপে করিতে হয়, তাহা বলুন॥ ২৩০॥

ঈশ্বর উবাচ।

চন্দ্রং সূর্য্যেণ চাকৃষ্য স্থাপয়েজ্জীবমণ্ডলে।
আজন্মবশগা বামা কথিতোঽয়ং তপোধনৈঃ॥২৩১॥

শঙ্কর বলিলেন—ইড়ানাড়ীতে পিঙ্গলানাড়ীদ্বারা আকর্ষণ করিয়া প্রাণের আধার অর্থাৎ হৃদয়ে স্থাপিত করিবে। এইরূপে যে নায়িকার সাধনা করিবে, সেই নায়িকাই আজীবন বশীভূত থাকিবে।—ইহা মহর্ষিগণ কহিয়াছেন॥ ২৩১॥

জীবেন গৃহ্যতে জীবো জীবো জীবস্য দীয়তে। জীবস্থানে গতো জীবো বালা জীবান্তবশ্যকৃৎ। চন্দ্রং পিবতি সূর্য্যেণ সূর্য্যং পিবতি চন্দ্রতঃ। অন্যোন্যকালভাবেন জীবেদাচন্দ্রতারকং॥২৩২-২৩৩॥

যে ব্যক্তি ইড়ানাড়ীকে পিঙ্গলাতে এবং পিঙ্গলানাড়ীকে ইড়াতে আনয়ন করিতে সক্ষম হয়, সেই ব্যক্তি জগতে যতকাল পর্যন্ত চন্দ্র তারাদির অস্তিত্ব থাকিবে, ততকাল জীবিত থাকিবে অর্থাৎ যোগসিদ্ধিপ্রভাবে অমরত্ব লাভ করিবে॥ ২৩২-২৩৩॥

এতজ্জানাতি যো যোগী এতৎ পঠতি নিত্যশঃ।
সর্ব্বদুখবিনির্ম্মুক্তো লভতে বাঞ্ছিতং ফলং॥২৩৪॥

যে যোগী এই নাড়ীসঞ্চালনক্রিয়া অবগত আছেন এবং এই স্বরজ্ঞানশাস্ত্র নিত্য অধ্যয়ন করেন, তাঁহারই সকল দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ হয় এবং অভিলষিত ফল সিদ্ধি হইয়া থাকে॥ ২৩৪॥

শেফাঙ্গে বহতে নাড়ী তন্নাড়ীরোধনং কুরু।
করে বদ্ধা স্বমুষ্কঞ্চ জরণং জয়তে যুবা॥২৩৫॥

শেফাঙ্গের (কোষের) নিম্নে যে শিরা অবস্থিত আছে, তাহা গুল্‌ফ দ্বারা এবং মূত্রাশয়ের অন্তরে যে নাড়ী বিদ্যমান আছে, তাহা কর দ্বারা সংরুদ্ধ করিবে।

এই প্রকার উপবেশনপূর্বক যোগসাধন করিলে চিরযৌবন বিদ্যমান থাকে, জরা তাহাকে কদাচ আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না॥ ২৩৫॥

উভয়োঃ কুম্ভকং কৃত্বা মুখে শ্বাসং নিপীয়তে।
নিশ্চলা চ যদা নাড়ী দেবকন্যা বশং কুরু॥ ২৩৬॥

যে ব্যক্তি মূত্রাশয়স্থিত নাড়ীদ্বয়কে রুদ্ধ করতঃ কুম্ভকযোগে মুখ দ্বারা শ্বাস পানপূর্বক নাড়ীকে নিশ্চল করিয়া যোগসাধন করেন, দেবকন্যাগণ তাহার বশীভূত থাকেন॥ ২৩৬॥

রাত্রৌ চ যামবেলায়াং প্রসুপ্তে কামিনীজনে।
ব্রহ্মবীজং পিবেদ্‌যস্তু বালাজীবহরোনরঃ॥ ২৩৭॥

নিশাযোগে এক প্রহর অতীত হইলে কুলকুণ্ডলিনী দেবী নিদ্রিতাবস্থায় অবস্থিত থাকেন। তৎকালে যে যোগী শ্বাসানিল পান করতঃ যোগসাধন করেন, তিনি নায়িকার প্রিয়পাত্র হন॥ ২৩৭॥

ইতি দেবীবশ্যপ্রকরণং।

অথ স্ত্রীবশীকরণং।

অষ্টাক্ষরং জপিত্বা তু তস্মিন্ কালে ঋতৌ সতি।
তৎক্ষণং দীয়তে চন্দ্রো মোহমায়াতি কামিনী॥ ২৩৮॥

রমণীর 'ঋতু' (মাসিক ঋতুস্রাব) আরম্ভ হইলেই, তৎক্ষণাৎ সেই সময়েই পুরুষ পুরুষ অষ্টমার মন্ত্র জপ করিয়া (জপ করিতে করিতে) তাহার যোনিমুখে স্বীয় লিঙ্গ ও শুক্র প্রদান করিবেন এবং সেই কামিনী ইহার ফলে তখনই মোহগ্রস্থ বা মোহাবিষ্ট হইবেন॥ ২৩৮॥

শয়নে বা প্রসঙ্গে বা গমনে ভোজনেঽপিবা।
সূর্যংর্য্যেণ পিবেচ্চন্দ্রং সভবেন্মকরধ্বজঃ॥ ২৩৯॥

সেই স্ত্রীর শয়নকালে কথাবার্তা প্রসঙ্গে, ভোজন করিতে করিতে (ভোজন সময়ে) বা গমনকালেও পুরুষ, তাহার সূর্যনাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসিকায় স্থিত

পিঙ্গলানাড়ীতে শ্বাস রাখিয়া (ঐ নাসিকায় শ্বাস চলিবার কালে), শ্বাস স্তম্ভন করিয়া ঐ নারীর যোনিতে তাহার নিক্ষিপ্ত শুক্র ও তৎসহ ঐ নারীর যোনিরসও লিঙ্গদ্বারা আকর্ষন বা শোষণ করিয়া লইয়া লিঙ্গের দ্বারাই পান করিবেন। এইরূপ যিনি করিতে পারেন—তিনি সাক্ষাৎ 'মকরধ্বজ' বা কামদেব (কামজিৎ) হইয়া থাকেন।। ২৩৯।।

শিবমালিঙ্গিতে শক্ত্যা প্রসঙ্গে দক্ষিণেপি বা।
তৎক্ষণাদ্দাপয়েদ্যস্তু মোহয়েৎ কামিনীশতং॥ ২৪০॥

ঐ নারী কথাপ্রসঙ্গে বা শয়নকালে পুরুষকে দক্ষিণে রাখিয়া (বা পুরুষকে দাক্ষিণ্যযুক্ত অনুকূল ভাবাপন্ন দেখিয়া) ঐ পুরুষের লিঙ্গকে ধারণ ও আলিঙ্গন করিলেই, তৎক্ষণাৎই সেই পুরুষ তাহার যোনিতে স্বীয় লিঙ্গ প্রবেশ করাইবেন। এইরূপ করিলে সেই অনুকূলাচরণকারী পুরুষ শত শত কামিনীকে মোহিত করিতে পারেন।। ২৪০।।

সপ্তনবত্রয়ঃ পঞ্চবারান্ সঙ্গাংস্তু সূর্য্যগে।
চন্দ্রে দ্বিতূর্য্যষট্‌কৃত্বা বশ্যা ভবতি কামিনী॥ ২৪১॥

সূর্য নাড়ীতে অর্থাৎ দক্ষিণনাসাস্থ পিঙ্গলানাড়ীতে শ্বাস করিয়া পুরুষ যদি প্রত্যহ তিন, পাঁচ, সাত বা নয়বার এবং প্রত্যেকবারে দুই, তিন ও ছয়বার করিয়া তাহার লিঙ্গ দ্বারা সেই নারীর যোনিসঙ্গ করেন, তাহা হইলে সেই কামিনী তাহার বশীভূতা হইবেন।। ২৪১।।

সূর্য্যচন্দ্রৌ সমাকৃষ্য সর্পাক্রান্ত্যাধরোষ্ঠয়োঃ। মহাপদ্মে মুখং স্পৃটা বারং বারমিদং চরেৎ। আঘ্রাণমেতি পদ্মস্য যাবন্নিদ্রাবশঙ্গতা। পশ্চাজ্জাগ্রতবেলায়াং চোষ্যতে গলচক্ষুষী। অনেন বিধিনা কামী বশয়েৎ সর্ব্বকামিনীং। ইদং ন বাচ্যমন্যস্মিন্নিত্যাজ্ঞা পরমেশ্বরি॥ ২৪২॥

চন্দ্র ও সূর্যনাড়ী অর্থাৎ বামনাসাস্থ 'ইড়া' ও দক্ষিণনাসাস্থ 'পিঙ্গলা' নাড়ী—এই উভয়নাড়ীকে আকর্ষণ করিয়া—অর্থাৎ উভয়নাড়ীতে চলাচল শ্বাসপ্রশ্বাস বায়ু রুদ্ধ করিয়া দুইটি সর্প মৈথুনকালে যেরূপ সর্বাঙ্গ দিয়া পরস্পরকে জড়াইয়া ধরে, সেইরূপ 'সর্পক্রান্তি'র ন্যায়, রমনীর মুখের দিকে নিজের পা ও লিঙ্গ

রাখিয়া এবং রমনীর যোনির দিকে নিজের মুখ রাখিয়া, উল্‌টাভাবে রমনীর উপর শয়ন করিয়া তাহাকে আলিঙ্গনকরতঃ যোনিতে বা যোনিমুখে নিজের মুখ স্পর্শ করিয়া শোষন করিতে (চুষিতে) থাকিবেন—এইরূপ বার বার করিবেন এবং বার বার সেই যোনিতে নিজের নাসিকা ঘর্ষণ করিয়া তাহার আঘ্রাণ করিতে থাকিবেন। এইরূপ করিতে থাকিলে সেই কামিনী রমনী পরমসুখে নিদ্রিত হইয়া পড়িবেন। আবার পুনরায় জাগ্রত হইলে সেই পুরুষ ঐ রমনীর কণ্ঠদেশে ও চক্ষুতে স্বীয় ওষ্ঠদ্বারা চুষিতে থাকিবেন। এইরূপ বিধি অনুসারে ক্রিয়া করিলে কামী পুরুষ সকল কামিনীকেই বশীভূত করিতে পারিবেন। হে পরমেশ্বরি! এই কথা বা এই প্রণালী তুমি অপর কাহাকেও বলিবে না।—ইহা আমার আদেশ॥ ২৪২॥

ইতি স্ত্রীবশ্যপ্রকরণং।

অথ গর্ভপ্রকরণং।

ঋতুকালভবা নাড়ী পঞ্চমেহহ্নি যদা ভবেৎ।
সূর্য্য চন্দ্রমসোর্যোগে সেবনাৎ পুত্রসম্ভবঃ॥২৪৩॥

যদি ঋতুর পঞ্চম দিনে ইড়া ও পিঙ্গলা এই নাড়ীদ্বয় একত্রিত করিয়া ঋতুরক্ষা ও ঔষধাদি সেবন করা যায়, তাহা হইলে পুত্রসন্তান জন্মে॥ ২৪৩॥

শঙ্খবল্লী গবাং দুগ্ধং পৃথ্যাপোবহতে যদা। ভর্ত্তুরগ্রে বদেদ্বাক্যং গর্ভং দেহি ত্রিভির্ব্বচঃ। ঋতুস্নাতা পিবেন্নারী ঋতুদানঞ্চ যোজয়েৎ। রূপলাবণ্যসম্পন্নো নরসিংহঃ প্রসূয়তে॥২৪৪॥

স্ত্রীলোক ঋতুস্নান পূর্বক পৃথিবীতত্ত্ব অথবা জলতত্ত্বের বহন সময়ে শঙ্খবল্লী ও গোদুগ্ধ পান করতঃ শয়ন করিবার অগ্রে স্বামীর নিকট "গর্ভং দেহি" এই বাক্য তিনবার উচ্চারণ করিবে। এইরূপ করিলেই পরম সুন্দর মহাবল পুত্র জন্মে॥ ২৪৪॥

সুষুম্না সূর্য্যগন্ধেন ঋতুদানঞ্চ যোজয়েৎ।
অঙ্গহীনঃ পুমান্ যস্তু জায়তে কৃশবিগ্রহঃ॥২৪৫॥

সুষুম্নানাড়ীর দক্ষিণনাসাতে স্থিতিকালে যদি ঋতু রক্ষা হয় তবে সেই গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সেই পুত্র অঙ্গহীন ও কৃশ হইবে॥ ২৪৫॥

বিষমাঙ্কে দিবারাত্রৌ বিষমাঙ্কে দীনাধিপঃ।
চন্দ্রনেত্রাগ্নিতত্ত্বেষু বন্ধ্যা পুত্রমবাপ্নুয়াৎ॥ ২৪৬॥

দিবা কিম্বা রাত্রি মধ্যে পিঙ্গলা অর্থাৎ রবিনাড়ীর বহনকালে পৃথ্বী, জল ও অগ্নিতত্ত্বের বহন সময়ে ঋতু রক্ষা করিলে বন্ধ্যানারী পুত্র লাভ করে॥ ২৪৬॥

ঋত্বারম্ভে রবিঃ পুংসাং সুরতান্তে সুধাকরঃ।
অনেন ক্রমযোগেন নাদত্তে দৈবদণ্ডকঃ॥ ২৪৭॥

যদি ঋতুসময়ে পুরুষের দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ুবহন হয় এবং শেষে বাম নাসাপুটে বহে আর তৎকালে ঋতুরক্ষা হয়, তাহা হইলে সেই ঋতুতে গর্ভধারণ হইবে না জানিবে॥ ২৪৭॥

ঋত্বারম্ভে রবিঃ পুংসাং স্ত্রিয়াঞ্চৈব সুধাকরঃ।
উভয়োঃ নাড়ী সংপ্রাপ্তে বন্ধ্যা পুত্রমবাপ্নুয়াৎ॥ ২৪৮॥

যদি ঋতুকালে স্ত্রীর বাম নাসাপুটে এবং পুরুষদের দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে বন্ধ্যা নারীও পুত্র প্রসব করে॥ ২৪৮॥

ইতি, কন্যাপুত্রজন্মনিদানম্।

চন্দ্রনাড়ী বহেৎ প্রশ্নে গর্ভে কন্যা তদা ভবেৎ।
সূর্য্যে ভবেত্তদা পুত্রঃ গর্ভো নিহন্যতে॥ ২৪৯॥

ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসাতে শ্বাসবহনকালে যদি গর্ভপ্রশ্ন হয়, তবে গর্ভে কন্যা এবং পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসাতে শ্বাসবহনকালে প্রশ্ন হইলে নিশ্চয় পুত্র হইবে এবং সুষুম্নানাড়ী অর্থাৎ উভয় নাসায় শ্বাস বহনকালে প্রশ্ন হইলে সেই গর্ভ নষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৪৯॥

চন্দ্রে স্ত্রী পুরুষঃ সূর্য্যে মধ্যমার্গে নপুংসকঃ।
গর্ভপ্রশ্নে যদা দূতস্তদা পুত্রঃ প্রজায়তে॥ ২৫০॥

ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসা বহনকালে গর্ভপ্রশ্ন হইলে কন্যা পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসা বহনকালে পুত্র এবং সুষুম্নানাড়ী বহনকালে প্রশ্ন করিলে গর্ভে নপুংসক স্থির করিবে। গর্ভপ্রশ্ন হইলে উক্তরূপ শ্বাস জানিয়া গর্ভস্থ পুত্র বা কন্যা নির্ণয় করিবে॥ ২৫০॥

পৃথ্যাং পুত্রী জলে পুত্রঃ কন্যকা তু প্রভঞ্জনে। তেজসা গর্ভপাতঃ স্যান্নভস্যপি নপুংসকঃ। শূন্যে শূন্যং যুগ্মে যুগ্মং গর্ভপাতস্তু সংক্রমে॥ ২৫১॥

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভপ্রশ্ন করিলে সেই গর্ভে কন্যা, এইরূপ জলতত্ত্বের উদয়কালে পুত্র, বায়ুতত্ত্বের উদয়কালে কন্যা, অগ্নিতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভপাত এবং আকাশতত্ত্বের উদয়কালে প্রশ্ন হইলে নপুংসক স্থির করিবে। শূন্যনাড়ীতে প্রশ্ন হইলে গর্ভ হয় নাই, যুগ্ম নাড়ীতে প্রশ্ন হইলে গর্ভে যমজ সন্তান নিশ্চয় করিবে এবং নাড়ীর সন্ধি সময়ে প্রশ্ন হইলে গর্ভপাত বুঝায়॥ ২৫১॥

সূর্য্যভাগে কৃতে পুত্রশ্চন্দ্রচারে তু কন্যকা। বিষুবে গর্ভপাতঃ স্যাদ্ ভাবী বাথ নপুংসকঃ। তত্ত্বৈরথ বিজানীয়াৎ কথিতা তত্তু সুন্দরি॥ ২৫২॥

পিঙ্গলানাড়ী বহনকালে পুত্র ইড়ানাড়ী বহনকালে কন্যা এবং উভয়নাড়ী অর্থাৎ সুষুম্নানাড়ীর বহনকালে প্রশ্ন হইলে গর্ভপাত অথবা নপুংসক বুঝায়। স্বরশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই সকল বিষয় নির্ণয় করিয়া থাকেন॥ ২৫২॥

গর্ভাধানং মারুতেস্যাচ্চ দুঃখী দিশা খ্যাতোবারুণে সৌখ্যযুক্তঃ। গর্ভস্রাবী স্বল্পজীবী চ বহ্নৌ ভোগী ভব্যঃ পার্থিবেনার্থযুক্তঃ॥ ২৫৩॥

বায়ুতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে, সেই সন্তান দুঃখী হইবে; জলতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভাধান হইলে, সন্তান সুখী হয় ও তাহার খ্যাতি দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়; অগ্নিতত্ত্বের উদয়ে গর্ভগ্রহণ হইলে, গর্ভস্রাব হয় অথবা সেই গর্ভে যে সন্তান জন্মে, সে অল্পজীবী হয় এবং পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভ হইলে, সেই সন্তান সুখী সৌভাগ্যবান ও ধনশালী হইয়া থাকে॥ ২৫৩॥

ধনবান্ সৌখ্যসংযুক্তো ভোগবান্ গর্ভসংস্থিতঃ।
স্যান্নিত্যং বারুণে তত্ত্বে ব্যোম্নি গর্ভো নিহন্যতে॥ ২৫৪॥

জলতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভাধান হইলে, গর্ভস্থ সন্তান ধনসম্পত্তিসম্পন্ন, ভোগবান্ ও সুখী এবং আকাশতত্ত্বের উদয়ে গর্ভনাশ হয়॥ ২৫৪॥

মাহেয়ে চ সুতোৎপত্তির্ব্বারুণে দুহিতা ভবেৎ।
শেষেষু গর্ভহানিঃ স্যাজ্জাতমাত্রস্য বা মৃতিঃ॥ ২৫৫॥

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে গর্ভাধান হইলে, পুত্র জন্মে; জলতত্ত্বের উদয়ে কন্যা এবং অন্যান্য তত্ত্বের অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু ও আকাশতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভহানি অথবা জন্মমাত্র সন্তান নষ্ট হয়॥ ২৫৫॥

রবিমধ্যগতশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রমধ্যগতো রবিঃ।
জ্ঞাতব্যং গুরুতঃ শীঘ্রং ন বিদ্যা শাস্ত্রকোটিভিঃ॥ ২৫৬॥

পিঙ্গলাতে ইড়ানাড়ীর আনয়ন এবং ইড়াতে পিঙ্গলার আনয়ন ক্রম যে স্বরোদয়শাস্ত্রে শিক্ষা করা যায়, সেই পরমবিদ্যা গুরুর সমীপ হইতে সত্বরেই বিজ্ঞাত হইবে। এই তত্ত্বজ্ঞান অন্যান্য কোটি কোটি শাস্ত্রে দর্শন থাকিলেও গুরুর উপদেশ ভিন্ন, লাভ হয় না॥ ২৫৬॥

অথ সংবৎসর প্রকরণং।

চৈত্রশুক্লপ্রতিপদি প্রাতস্তত্ত্ববিভেদতঃ। পশ্যেদ্বিচক্ষণোযোগী দক্ষিণে চোত্তরায়ণে। চন্দ্রস্যোদয়বেলায়াং বহমানোঽথ তত্ত্বতঃ॥ ২৫৭॥

চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথির প্রভাত সময়ে অর্থাৎ চান্দ্র বৎসর আরম্ভকালে এবং দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণের প্রারম্ভসময়ে বিচক্ষণ যোগী ব্যক্তি তত্ত্বসমূহ নির্ণয় করিয়া দেখিবে যে, ইড়ানাড়ীর উদয়কালে বামনাসিকারন্ধ্রে শ্বাসপ্রবহন সময়ে কোন্ তত্ত্বের বহন হইতেছে॥ ২৫৭॥*

---

* বৎসর দুই প্রকার—সৌর ও চান্দ্র। রাশিচক্রের কোন স্থানকেই বৎসরের প্রথম আরম্ভ বলা যাইতে পারা যায় না; যেহেতু সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগণ নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। এজন্য সূর্যমার্গের যে স্থানে সূর্যের আগমনে দিবা ও রাত্রিমান সমান হয় এবং যে দুইটি স্থানে অয়ন শেষ হইবে; সেই চারটি স্থানের কোন এক স্থানকে রাশিচক্রের আরম্ভ বলা যাইতে পারে। জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ সূর্যমার্গের যে দুইটি স্থানে দিবা ও রাত্রিমান সমান হয় ও তন্মধ্যে যে স্থানে সূর্যের আগমনে দিবা ও রাত্রিমান সমান হইয়া

পৃথিব্যাপস্তথা বায়ুঃ সুভিক্ষ্যং সর্ব্বশস্যজং।
তেজোব্যোম্নি ভয়ং ঘোরং দুর্ভিক্ষ্যং কালতত্ত্বতঃ॥ ২৫৮॥

যদি ঐ সময়ে পৃথিবীতত্ত্ব, জলতত্ত্ব বা বায়ুতত্ত্বের বহন হয়, তাহা হইলে পৃথিবী সর্বপ্রকার শস্যে পরিপূর্ণা হইবে এবং সুভিক্ষ্য হইবে; আর যদি ঐ সময়ে অগ্নি বা আকাশতত্ত্বের উদয় হয়, তবে পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ্য ও ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ২৫৮॥

এবং তত্ত্বফলং জ্ঞেয়ং বর্ষে মাসে দিনে তথা। পৃথিব্যা দিক্‌তত্ত্বেন দিনমাসাব্দজং ফলং। শোভনঞ্চ তথা দুষ্টং ব্যোমমারুতবহ্নিভিঃ॥ ২৫৯॥

এইরূপে বৎসর, মাস ও দিনের ফল তত্ত্বের উদয়ানুসারে বিজ্ঞাত হইবে। বর্ষ, মাস ও দিনের শুভ বা অশুভ ফল পৃথ্বী, আকাশ, বায়ু, অগ্নি আদি তত্ত্বের বহনদ্বারা পরিজ্ঞাত হইবে॥ ২৫৯॥

ক্রমশঃ দিনবৃদ্ধি হইতে থাকে এবং রবির দিন দিন প্রখরতর তেজোবৃদ্ধি হয়, সেই স্থানকেই মহাবিষুবসংক্রান্তি স্থির করিয়া অয়নাংশজনিত মাস ও বৎসরের আরম্ভ বলিয়া থাকেন। ঐ দিবস হইতে দিবামান ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া সূর্যমার্গের যে স্থানে সূর্যের আগমনে আর দিবামান বৃদ্ধি না হইয়া ক্রমে হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়, সেই স্থানকে উত্তরায়ণের শেষ ও দক্ষিণায়নের আরম্ভ বলা যায় এবং ঐ স্থান হইতে দিনমান যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছিল, সেই পরিমাণে ক্রমে হ্রাস হইতে হইতে পুনরায় যে স্থানে সমান হইবে, সেই স্থানকে বিষুবসংক্রান্তি বলা যায়। পূর্বোল্লিখিত মহাবিষুব হইতে দিনমান ক্রমে বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং বিষুব হইতে দিনমান ক্রমে হ্রাস হইতে থাকিল, এইরূপে হ্রাস হইতে হইতে সূর্যমার্গের যে স্থানে সূর্যের আগমনে আর হ্রাস হইল না, সেই স্থানে দক্ষিণায়ন শেষ হইয়া উত্তরায়ণ আরম্ভ হয় এবং এস্থান হইতে পূর্বে যে পরিমাণে দিনমান হ্রাস হইয়াছিল, সেই পরিমাণে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রবি এইরূপে রাশিচক্রের ৩৬০ অংশ, ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড, ৩১ পল, ৩১ বিপল ও ১৪ অনুপলে ভ্রমণ করিয়া পুনরায় মহাবিষুবরেখায় আগমন করেন। এই বৎসরের নাম সৌরবৎসর।

ঐ মহাবিষুবরেখায় যে সময়ে রবির আগমন হইবে, তাহার যে কতিপয় দিবস অগ্রে বা পশ্চাতে শুক্লপ্রতিপদ আরম্ভ হইবে, সেই অবধি চান্দ্রমাস ও চান্দ্রবৎসরের আরম্ভ বলা যায়। অতএব; ঐ শুক্লপক্ষ প্রতিপদ এবং উপরি উক্ত উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ আরম্ভে প্রাতঃকালে শ্বাস, প্রশ্বাস ও তত্ত্ব বহন জানিয়া সম্বৎসরের ফলাফল বলিবে।

মধ্যমা ভবতি ক্রূরা দুষ্টা চ সর্ব্বকর্ম্মসু।
দেশভঙ্গমহারোগক্লেশকষ্টাদিদুঃখদা॥ ২৬০॥

যদি ঐ সময়ে মধ্যমা অর্থাৎ সুষুম্নানাড়ী প্রভাবিত হয়, তাহা হইলে সকল কর্মেই ক্রূর ও অশুভ ফল হয় এবং রাষ্ট্র বিপ্লব, মহাপীড়া, ক্লেশ, কষ্ট, দুঃখ প্রভৃতি হইয়া থাকে॥ ২৬০॥

মেষসংক্রান্তিদিবসে স্বরভেদং বিচারয়েৎ।
সম্বৎসরফলং ব্রূয়াল্লোকানাং তত্ত্বচিন্তকঃ॥ ২৬১॥

লোকতত্ত্বচিন্তক যোগী মেষসংক্রমণদিবসে স্বরভেদ বিচার করিয়া সম্বৎসরের ফলাফল বলিবে অর্থাৎ বিচার দ্বারা অব্দ, মাস ও দিনের সমস্ত ফল বলিতে পারা যায়॥ ২৬১॥

সুভিক্ষ্যং রাষ্ট্রবৃদ্ধিঃ স্যাদ্ বহুশস্যা বসুন্ধরা।
বহুবৃষ্টিস্তথা সৌখ্যং পৃথ্বীতত্ত্বং বহেদ্ যদি॥ ২৬২॥

এই মেষসংক্রান্তিসময়ে যদি পৃথিবীতত্ত্ব বহন হয়, তবে বহুবৃষ্টি, সুখ, সৌভাগ্যবর্ধন, সুভিক্ষ, রাজ্যবৃদ্ধি ও বসুধা বহুশস্যশালিনী হয়॥ ২৬২॥

অতিবৃষ্টিঃ সুভিক্ষং স্যাদারোগ্যং সৌখ্যমেব চ।
বহুশস্যা তথা পৃথ্বী জলতত্ত্বং বহেদ্ যদি॥ ২৬৩॥

ঐ কালে যদি জলতত্ত্বের বহন হয়, তবে অতিবৃষ্টি, সুভিক্ষ, নিরোগিতা, সুখবৃদ্ধি ও পৃথিবীতে অনেক শস্যের উৎপত্তি হইবে॥ ২৬৩॥

দুর্ভিক্ষং রাষ্ট্রভঙ্গঃ স্যাদ্রোগোৎপত্তিস্তু দারুণা।
তস্মাদল্পতরা বৃষ্টিরগ্নিতত্ত্বং বহেদ্যদি॥ ২৬৪॥

ঐ সময়ে অগ্নিতত্ত্ব প্রবাহিত হইলে, দুর্ভিক্ষ, রাজ্যনাশ, দারুণ পীড়ার উৎপত্তি এবং অতি অল্প বৃষ্টি হইয়া থাকে॥ ২৬৪॥

উৎপাতোপদ্রবাভীতিরল্পা বৃষ্টিঃ স্যুরীতয়ঃ।
মেষসংক্রান্তিবেলায়াং বায়ুতত্ত্বং বহেদ্যদি॥ ২৬৫॥

মেষসংক্রান্তিবেলাতে যদি বায়ুতত্ত্ব বহন হয়, তাহা হইলে প্রাকৃতিকঘটনা অর্থাৎ ঝঞ্ঝা-বাত্যা-বন্যা-দিগ্‌দাহ-নির্ঘাৎ-অশনি উল্কাপাত-আদি হইতে উৎপাত, দস্যু-শত্রু-রাজা-প্রভৃতি হইতে উপদ্রব, ভীতি এবং অতি-বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঙ্গপাল, ইন্দুর ও পক্ষী হইতে শস্যনাশ ও প্রতিকূল রাজা—এই ছয়টি ঈতি হইয়া থাকে॥ ২৬৫॥

উদ্‌গারতাজ্বরভীতিরল্পা বৃষ্টিঃ ক্ষিতৌ ভবেৎ। মেষসংক্রান্তিবেলায়াং ব্যোমতত্ত্বং বহেদ্‌যদি। তত্রাপি শূন্যতা জ্ঞেয়া শস্যাদীনাং সুখস্য চ॥২৬৬॥

মেষসংক্রান্তিসময়ে যদি আকাশতত্ত্বের উদয় হয়, তাহা হইলে মনুষ্যবর্গের উদ্‌গার, তাপ, জ্বর, ভয় ও ক্লেশ এবং পৃথিবীতে অল্পবৃষ্টি ও শস্যাদির অনুৎপত্তি ঘটিয়া থাকে॥ ২৬৬॥

পূর্ণে প্রবেশনে শ্বাসে স্বস্বতত্ত্বেন সিদ্ধিদঃ॥২৬৭॥

যে নাসারন্ধ্রে শ্বাস বহন হয়, সেই নাসিকায় শ্বাস প্রবেশ সময়ে স্বীয় স্বীয় তত্ত্বের উদয়ে সেই বৎসরে সর্বশুভ হইয়া থাকে॥ ২৬৭॥

সূর্য্যে চন্দেহন্যেথাভূতে সংগ্রহঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ। বিষমে বহ্নি তত্ত্বস্য জ্ঞায়তে কেবলং নভঃ। তৎ কুর্য্যাদ্বস্তুসংগ্রাহ্যং দ্বিমাসে চ মহার্ঘত্বা॥২৬৮॥

মেষসংক্রমণসময়ে, যেক্ষণে ইড়া ও পিঙ্গলানাড়ী প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ ইড়া বহিবার সময়ে পিঙ্গলা বহিলে পিঙ্গলা বহিবার কালে ইড়া বহিলে, সম্বৎসর ধরিয়া দুর্ভিক্ষ্য-মন্বন্তরাদিজনিত নানাবিধ ক্লেশ মানবগণের ভোগ করিতে হয়। অতএব বৎসরের প্রথম সময়েই শস্যসামগ্রী প্রভৃতি সংগ্রহ করিবে, তাহা হইলে সমস্ত সুসিদ্ধ হইবে, কোন অমঙ্গল থাকিবে না। সুষুম্নানাড়ীতে যদি ঐ সময়ে অগ্নিতত্ত্বের উদয় হয়, তাহা হইলে কেবল আকাশতত্ত্বের উদয়ফল অবগত হইবে অর্থাৎ সে বৎসর ঘোরতর অমঙ্গল সংঘটিত হইয়া থাকিবে। অতএব, বৎসরারম্ভেই দ্রব্যাদি সঞ্চয় করিবে; কারণ বৎসরের প্রথম দুই মাস না অতিবাহিত হইতে হইতেই শস্যাদি অতীব মহার্ঘ্য হইয়া যাইবে॥ ২৬৮॥

স্বরজ্ঞানং শিবং পশ্যেল্লক্ষ্মীপতিস্তথা ভবেৎ।
একত্র শরীরং যস্য সুখং তস্য সদা ভবেৎ॥২৬৯॥

স্বরশাস্ত্রবেত্তার সর্বত্র মঙ্গল হইয়া থাকে, তিনি অতুল বিভবশালী হন। যে স্বরতত্ত্ববিদ্‌যোগী এক নাড়ীকে অপর নাড়ীতে পরিচালিত বা উভয় নাড়ীকে একত্র সংযুক্ত করিতে পারেন, তিনি সর্বদা সুখ-ঐশ্বর্যাদি সম্ভোভে সমর্থ হন॥ ২৬৯॥

নাড়ীত্রয়ং বিজানাতি তত্ত্বজ্ঞানং তথৈব চ।
নৈব তেন ভবেত্তুল্যং লক্ষকোটিরসায়নং॥ ২৭০॥

যে মহজন ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এবং পঞ্চতত্ত্বের বিষয় বিজ্ঞাত আছেন, তাঁহার সহিত লক্ষকোটি সুবর্ণ-রৌপ্য-ঔষধাদির উৎপাদক রসায়নশাস্ত্রজ্ঞানী ব্যক্তিও সমতুল্য হইতে পারেন না॥ ২৭০॥

রবৌ সংক্রমণে নাড়ী গলান্তে চ প্রবর্ত্ততে।
সলিলে বহ্নিযোগেঽপি রৌরবং জগতীতলে॥ ২৭১॥

মেষসংক্রমণকালে যদি নাড়ীতে জলতত্ত্ব বহন সময়ে অগ্নিতত্ত্বের সংযোগ হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে রৌরবনামক ঘোর নরকতুল্য মহাক্লেশ উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ২৭১॥*

ইতি পবনবিজয়স্বরোদয়ে সম্বৎসরফলং।

অথ রোগপ্রকরণং।

মহীতত্ত্বে স্বরোগঞ্চ জলে চ জলমাতরঃ। রবৌ চারে তেজস্তত্ত্বে বায়ুতত্ত্বে চ শাকিনী। শূন্যতত্ত্বেন রোগশ্চ পিত্তদোষসমুদ্ভবঃ॥ ২৭২॥

পীড়াসম্পর্কীয় প্রশ্নকালে যদি পৃথিবীতত্ত্বের উদয় হয়, তবে প্রশ্নকর্তার আপনার রোগ বুঝাইবে; জলতত্ত্বের উদয় হইলে জলমাতৃকা** কর্তৃক যে যে

---

* চৈত্রে মাসে সিতে পক্ষে বিদ্যুৎপাতঃ স্বসঞ্চয়ঃ।
মূলমাদায় মেষান্তে কৃষ্ণে চৈত্রে নিরীক্ষয়েৎ।
সজলা নির্জ্জলা পৃথিবী নির্জ্জলা সজলা তথা।
ইত্যাধিকঃ শাঠঃ কর্ম্মিশ্চিদগ্রন্থে দৃশ্যতে।

** জলমাতৃকা, শাকিনী জলকুমার, ডাঙ্কর পেঁচো (পঞ্চানন), চোয়ালে, মাকাল (মহাকাল), বাবাঠাকুর, বেতাল, ষষ্ঠী, শীতলা, ঘেঁটু (ঘণ্টাকর্ণ), ভূত, প্রেত, ডাকিনী

উৎকট পীড়া হয়, তাহাই ঘটিবে; দক্ষিণনাসিকাতে যদি শ্বাস সঞ্চারিত হয় ও তাহাতে অগ্নি বা বায়ুতত্ত্বের বহন হইতে থাকে, তাহা হইলে শাকিনীকর্তৃক যে ভয়ঙ্কর রোগ জন্মে তাহাই হইবে এবং যদি আকাশতত্ত্বের বহন হয়, তবে পিত্তদোষ জন্য ব্যামোহ জন্মিবে॥ ২৭২॥

দানং পুণ্যং দ্বিজাতীনাং পিণ্ডশ্রাদ্ধং বিধীয়তে॥ ২৭৩॥

ব্রাহ্মণবর্গকে দান ও পিতৃপুরুষাদির পিণ্ডপ্রদান শ্রাদ্ধ প্রভৃতি পুণ্যজনক কার্য করিলে, এই সকল রোগের শান্তি হয়॥ ২৭৩॥

আদৌ শূন্যগতং পৃচ্ছেৎ পশ্চাৎ পূর্ণোবিশেদ্‌যদি।
মূর্চ্ছিতেঽপি ধ্রুবং জীবেৎ যদর্থং পরিপৃচ্ছতি॥ ২৭৪॥

যে দিকে অবস্থিত হইয়া প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করে; সেই দিকের নাসারন্ধ্র প্রশ্নের পূর্বে যদি শূন্য থাকে এবং প্রশ্নের পরই পূর্ণ হইয়া বহন হয়, তাহা হইলে যাহার জন্য প্রশ্ন হইতেছে, সে ব্যক্তি মূর্চ্ছিত থাকিলেও নিশ্চয় জীবিত হইয়া উঠিবে॥ ২৭৪॥

চন্দ্রস্থানে স্থিতো জীবঃ সূর্য্যস্থানে চ পৃচ্ছতি।
তদা প্রাণবিনির্ম্মুক্তো যদি বৈদ্যশতৈর্ব্বৃতঃ॥ ২৭৫॥

রবিস্থানে উপস্থিত হইয়া যদি প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করে ও সেই সময়ে যদি ইড়ানাড়ী বহিতে থাকে, তাহা হইলে যাহার জন্য প্রশ্ন হইতেছে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবে, শত শত চিকিৎসক দ্বারা বেষ্টিত থাকিলেও আরোগ্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে না॥ ২৭৫॥

পিঙ্গলায়াং স্থিতো জীবো বামে দূতশ্চ পৃচ্ছতি।
তদাপি ম্রিয়তে রোগী যদি ত্রাতা মহেশ্বরঃ॥ ২৭৬॥

পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণনাসারন্ধ্রে যদি বায়ু বহে ও পৃচ্ছক বামভাগে থাকিয়া প্রশ্ন করে, তবে সাক্ষাৎ মহাদেব পরিত্রাণকর্তা থাকিলেও রোগীর মৃত্যু হইবে॥ ২৭৬॥

ইত্যাদি কতিপয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তাঁহারা নানাবিধ ক্লেশদায়ক পীড়া উৎপাদিত করিয়া থাকেন, এইরূপ তান্ত্রীকী প্রসিদ্ধ প্রচলিত আছে।

দক্ষিণেন যদা বায়ুর্দ্দুঃখং রৌদ্রাক্ষরং বদেৎ। তদা জীবিত জীবোঽসৌ চন্দ্রে সমফলং ভবেৎ। জীবাকারঞ্চ বা ধৃত্বা জীবাকারং বিলোকয়ন্। জীবস্থো জীবিতং পৃচ্ছেত্তস্মাজ্জীবন্তি তে ধ্রুবং॥ ২৭৭-২৭৮॥

দক্ষিণনাসাতে যদি বায়ু বহিতে থাকে ও বিষমবর্ণে প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে রোগী অতি কষ্টেই আরোগ্যলাভ করিতে সক্ষম হইবে এবং বামনাসায় বায়ু বহনকালে বিষমাক্ষরে প্রশ্ন হইলেও সমান ফল হইবে॥ ২৭৭-২৭৮॥

প্রশ্নে বাধঃস্থিতো জীবস্তদা জীবো হি জীবতি।
ঊর্দ্ধচারগতো জীবো যাতি জীবো যমালয়ং॥ ২৭৯॥

অধঃস্থিত বায়ু বহনকালে প্রশ্ন করিলে, যাহার জন্য প্রশ্ন হইতেছে, সেই ব্যক্তি নীরোগী হইয়া জীবিত থাকিবে এবং ঊর্দ্ধস্থিত বায়ু বহনকালে প্রশ্ন হইলে পীড়িত ব্যক্তি অবশ্য মৃত্যুপথের পথিক হইবে॥ ২৭৯॥

বিপরীতাক্ষরং প্রশ্নে রিক্তায়াং পৃচ্ছকো যদি।
বিপর্য্যয়ঞ্চ বিজ্ঞেয়ং বিষমস্থোদয়ে সতি॥ ২৮০॥

যে দিকের নাসারন্ধ্র শ্বাসশূন্য থাকে, সেই দিকে অবস্থিত হইয়া যদি পৃচ্ছক বিপরীত বর্ণে (অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ীতে সম ও ইড়ানাড়ীতে বিষম অক্ষরে) প্রশ্ন করে, তবে বিপরীত ফল অর্থাৎ অমঙ্গল হইবে এবং সুষুম্নানাড়ীর বহনেও ঐ ফল হইবে॥ ২৮০॥

যস্মিন্ ভাগে চরেজ্জীবস্তত্রস্থঃ পরিপৃচ্ছতি।
তদা জীবতি জীবোঽসৌ যদি রোগৈঃ প্রপীড়িতঃ॥ ২৮১॥

যে দিকের নাসারন্ধ্রে শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, সেই দিকে অবস্থিত হইয়া যদি পৃচ্ছক রোগীর সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তবে সেই ব্যক্তি নানাবিধ পীড়ায় অভিভূত থাকিলেও অবশ্য রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে॥ ২৮১॥

বাতোদয়ে বাতকরঞ্চ ভক্ষ্যং পিত্তোদয়ে পিত্তকরঞ্চ ভক্ষ্যং। শ্লেষ্মোদয়ে শ্লেষ্মকরঞ্চ ভক্ষ্যং পুংসি প্রভুক্তে প্রভবন্তি রোগাঃ॥ ২৮২॥

বায়ুতত্ত্বের উদয়কালে যদি বায়ুজনক দ্রব্য, অগ্নিতত্ত্ব বহনসময়ে পিত্তবর্ধক বস্তু এবং জলতত্ত্ব বহনকালে শ্লেষ্মকারক সামগ্রী ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে

সেই সেই রোগের বৃদ্ধি হইবে॥ ২৮২॥

একস্য ভূতস্য বিপর্য্যয়েণ রোগাভিভূতির্ভবতীহ পুংসাম্।
তয়োর্দ্বয়োর্ব্বন্ধুসুহৃদ্বিপত্তিঃ পক্ষত্রয়ে ব্যত্যয়তোমৃতিঃ স্যাৎ॥ ২৮৩॥

একতত্ত্বের বিপরীত বহনে স্বকীয় পীড়ার বৃদ্ধি এবং তত্ত্বদ্বয়ের বিপরীত উদয়ে মিত্র-স্বজন প্রভৃতির বিপদ বুঝাইবে। যদি ঐরূপ তত্ত্বের বিপরীত উদয় পক্ষত্রয় ব্যাপিয়া হইতে থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু সংঘটিত হইবে॥ ২৮৩॥

অথ কালজ্ঞানং।

মাসাদৌ বৎসরাদৌ চ পক্ষাদৌ চ যথাক্রমম্।
কালক্ষয়ং পরীক্ষেত বায়ুচারবশাৎ সুধীঃ॥ ২৮৪॥

বৎসরের আরম্ভে, মাসের আরম্ভে বা পক্ষের আরম্ভে স্বরতত্ত্ব বহন বিচার করিয়া স্বরোদয় ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত মৃত্যুর সময় নির্ণয় করিবে॥ ২৮৪॥

পঞ্চভূতাত্মকং দেহং শশিস্নেহেন সঞ্চিতম্।
রক্ষয়েৎ সূর্য্যবাতেন তেন জীবঃ স্থিরো ভবেৎ॥ ২৮৫॥

চন্দ্র অর্থাৎ ইড়ানাড়ী হইতে নিঃসৃত অমৃত সিঞ্চন দ্বারা এবং সূর্য অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ীর শ্বাস প্রবহন হইতে উদ্ভূত তাপদ্বারা পঞ্চতত্ত্বময় শরীর পরিরক্ষিত হইতেছে। ইহাতেই জীব জীবনধারণপুরঃসর স্থির রহিয়াছে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়, যে সমস্ত ভুবনস্থ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জড়পদার্থ জীব প্রভৃতি সমুদায়ই নিশাযোগে চন্দ্রনিঃসৃত অমৃতপ্লাবনে স্নিগ্ধ হইয়া এবং দিবাযোগে সূর্যসম্ভূত উত্তাপ সংপ্রাপ্তিতে অভিতপ্ত হইয়া পুষ্ট, বর্দ্ধিত ও জীবিত রহিতেছে। চন্দ্র ও সূর্যের সমাকর্ষণীশক্তি হইতে ইড়া ও পিঙ্গলানাড়ীতে স্বরতত্ত্বপ্রবহণে মানবদেহ অবিচলিতরূপে স্থির রহিয়াছে॥ ২৮৫॥

মারুতং বন্ধয়িত্বা তু সূর্য্যং বন্ধয়তে যদি।
অভ্যাসাজ্জীবতে জীবঃ সূর্য্যঃ কালেঽপি বঞ্চতে॥ ২৮৬॥

যদি শ্বাসপ্রবহণ রোধ, অর্থাৎ কুম্ভক করিয়া সূর্য অর্থাৎ পিঙ্গলা নাড়ী বন্ধ করিতে পারে, তাহা হইলে যোগী ব্যক্তি এই অভ্যাসক্রমে দীর্ঘকাল পর্যন্ত জীবনধারণ করিতে সমর্থ হয়। পিঙ্গলানাড়ীর শ্বাসবহন বন্ধ করা কালক্রমে

অভ্যাসদ্বারা সংসাধিত হয়। ইহাই মৃত্যুহস্ত হইতে পরিত্রাণের প্রধান উপায়॥ ২৮৬॥

গগণাৎ স্রবতে চন্দ্রঃ কায়াপদ্মানি সিঞ্চতি।
কর্ম্মযোগসদাভ্যাসাদ্রমতে শশিনঃ প্লাবাৎ॥ ২৮৭॥

আকাশতত্ত্ব বহনকালে চন্দ্র অর্থাৎ ইড়ানাড়ী হইতে অমৃত নিঃস্যন্দিত হইতে থাকে। সর্বদা যোগাভ্যাসদ্বারা যোগী ব্যক্তি শরীরস্থ মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার—এই কতিপয় পদ্মে ঐ অমৃত সিঞ্চিত করেন। এই যোগের নাম কর্মযোগ। যোগী এই ইড়ানাড়ীর অমৃতপ্লাবন হইতেই চিরজীবী হইয়া আনন্দ পরিভোগ করেন॥ ২৮৭॥

শশাঙ্কং বারয়েদাত্রৌ দিবা বার্য্যো দিবাকরঃ।
ইত্যভ্যাসরতো যোগী স যোগী নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৮৮॥

রজনীযোগে ইড়ানাড়ী রুদ্ধ রাখিবে অর্থাৎ বামনাসাপুটে শ্বাস বহন তুলা দ্বারা রোধ করিয়া কেবল দক্ষিণনাসাপুটে (পিঙ্গলানাড়ীতেই) স্বর চালিত করিবে, ঐরূপ দিবাভাগে পিঙ্গলা রোধ করিয়া ইড়ানাড়ীতেই শ্বাস প্রবাহিত করিবে। যে ব্যক্তি এবম্বিধ নাড়ীরোধ প্রক্রিয়া নিত্য অভ্যাস করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থই যোগী, ইহাতে কোন সংশয় নাই॥ ২৮৮॥

দিবা ন পূজয়েল্লিঙ্গং রাত্রৌ দেবীং ন পূজয়েৎ।
রহসি জ্ঞানজনকং পঞ্চসূত্রে সমন্বিতং॥ ২৮৯॥

দিবসে শিব ও রাত্রিতে শক্তি পূজা করিবে না অর্থাৎ দিবসে পিঙ্গলা ও রাত্রিতে ইড়ানাড়ীতে শ্বাস সঞ্চালিত করিবে না। এই পঞ্চতত্ত্বসংযুক্ত স্বরচালনজ্ঞান অতি গোপনে সাধন করাই কর্তব্য॥ ২৮৯॥

অহোরাত্রং যদৈকত্র বহতে যস্য মারুতঃ।
তদা তস্য ভবেদায়ুঃ সম্পূর্ণবৎসরত্রয়ং॥ ২৯০॥

বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম বা পক্ষের প্রথম দিনে এক দিবারজনী যাহার উভয় নাসাপুটে শ্বাস একত্রে সমতুল্যবেগে প্রবাহিত হয়, তাহার সেই দিন হইতে সম্পূর্ণ তিন বৎসর পরে মৃত্যু হইয়া থাকে॥২৯০॥

অহোরাত্রদ্বয়ং যস্য পিঙ্গলায়াং সদাগতিঃ।
তস্য বর্ষদ্বয়ং জ্ঞেয়ং জীবিতং তত্ত্ববেদিভিঃ॥২৯১॥

বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথম দিনে যাহার দুই দিবারাত্রি ব্যাপিয়া পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণনাসাপুটে বায়ু প্রবাহিত হয় সে ব্যক্তি সেই দিন হইতে দুই বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকে, ইহা স্বরশাস্ত্রবেত্তা যোগীগণই বলিয়া থাকেন॥ ২৯১॥

ত্রিরাত্রং বহতে যস্য বায়ুরেকপুটে স্থিতঃ।
বৎসরং যাবদায়ুঃ স্যাৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥২৯২॥

বৎসর মাস বা পক্ষের প্রথম দিনে যহার তিন রজনী ধরিয়া এক নাসারন্ধ্রে অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ীতে শ্বাস প্রবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি সে দিন হইতে এক বৎসর মাত্র জীবন ধারণ করিয়া থাকে; ইহা স্বরতত্ত্বজ্ঞানী যোগীরা বলিয়া থাকেন॥ ২৯২॥

রাত্রৌ চন্দ্রো দিবা সূর্য্যো বহেদ্‌যস্য নিরন্তরম্।
বিজানীয়াত্তস্য মৃত্যুঃ ষণ্মাসাভ্যন্তরে সুধীঃ॥২৯৩॥

বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথম দিনে যাহার রজনীযোগে ইড়া এবং দিনের বেলায় পিঙ্গলা নাড়ীতে বায়ু নিরন্তর বহিয়া থাকে, তাহার মৃত্যু সেই দিন হইবে ষণ্মাসের মধ্যে হয়॥ ২৯৩॥

একাদিষোড়শাহানি যদি ভানুর্নিরন্তরম্।
বহেদ্‌যস্য চ বৈ মৃত্যুঃ শেষাহেন চ মাসিকৈঃ॥২৯৪॥

যাহার বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথম দিন অবধি ষোল দিন পর্যন্ত দক্ষিণনাসাপুটে শ্বাস নিরন্তর বহে, তাহার মৃত্যু সেই দিন হইতে এক মাসের শেষ দিবসে হইবে॥ ২৯৪॥

সম্পূর্ণং বহতে সূর্য্যশ্চন্দ্রমা নৈব দৃশ্যতে।
পক্ষেণ জায়তে মৃত্যুঃ কালজ্ঞানেন ভাষিতম্॥২৯৫॥

বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথম দিনে যাহার দক্ষিণনাসাপুটে বায়ুর বহন অবিচ্ছেদে হয় এবং বামনাসাপুটে বায়ু প্রবাহিত হয় না, তাহার সেই দিবস

হইতে এক পক্ষের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে, ইহা স্বরজ্ঞানী যোগীগণ বলিয়াছেন॥ ২৯৫॥

সম্পূর্ণং বহতে চন্দ্রঃ সূর্য্যো নৈব চ দৃশ্যতে।
মাসেন দৃশ্যতে মৃত্যুঃ কালজ্ঞানেন ভাষিতম্॥২৯৬॥

বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথম দিনে যাহার ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসারন্ধ্রে শ্বাস অবিচ্ছেদে বহে, কিন্তু দক্ষিণনাসারন্ধ্রে বায়ু বহন হয় না, তাহার সে দিন হইতে এক মাসমধ্যে আয়ুঃশেষ হইয়া থাকে, ইহা কালজ্ঞ যোগীগণই কহিয়া থাকেন॥ ২৯৬॥

মূত্রং পুরীষং বায়ুশ্চ সমকালং প্রজায়তে।
তদাসৌ চলিতো জ্ঞেয়ো দশাহে ম্রিয়তে ধ্রুবম্॥২৯৭॥

ঐরূপ যাহার মূত্র, মল ও অধোবায়ু এককালেই নির্গত হয়, সেই ব্যক্তির সেই দিন হইতে দশ দিবসের মধ্যে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ২৯৭॥

এবং চন্দ্রপ্রবাহঞ্চ সুখলাভো জয়স্তথা।
সূর্য্যচন্দ্রপ্রণাশে তু সদ্যোমৃত্যুর্ন সংশয়ঃ॥২৯৮॥

এবম্বিধ উপায়ে চন্দ্র অর্থাৎ ইড়ানাড়ীতে স্বর প্রবাহিত করিতে সমর্থ হইলে, সুখ লাভ ও জয় হইয়া থাকে। যাহার বাম ও দক্ষিণনাসাতে একবারেই বায়ুবহন নিবৃত্ত হয়, তাহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে॥ ২৯৮॥

অরুন্ধতীং ধ্রুবঞ্চৈব বিষ্ণোস্ত্রীণি পদানি চ।
আয়ুর্হীনা ন পশ্যন্তি চতুর্থং মাতৃমণ্ডলম্॥২৯৯॥

আসন্নমৃত্যু ব্যক্তিরা সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থিত অরুন্ধতী ও ধ্রুব নামক তারা এবং বিষ্ণুপদত্রয় অর্থাৎ মাতৃমণ্ডল নামক নক্ষত্র দেখিতে পায় না॥ ২৯৯॥

অরুন্ধতী ভবেজ্জিহ্বা ধ্রুবোনাসাগ্রমুচ্যতে।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে বিষ্ণুপদং তারকং মাতৃমণ্ডলম্॥৩০০॥

যেমন আকাশে বিশেষ বিশেষ তারা নক্ষত্রাদির বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা আছে; তেমন শরীরমধ্যে নাসাভ্রূ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরও পৃথক্ পৃথক্ ঐরূপ

সংজ্ঞা আছে। যথা—জিহ্বার নাম অরুন্ধতী, নাসিকার অগ্রভাগের নাম ধ্রুব, ভ্রূযুগলের মধ্যস্থানকে বিষ্ণুপদ বলা যায় এবং চক্ষুস্তারা মাতৃমণ্ডল বলিয়া অভিহিত হয়॥ ৩০০॥

নব ভ্রুবঃ সপ্তমো বা পঞ্চ তারা ত্রিনাসিকা।
জিহ্বামেকদিনং প্রোক্তং ম্রিয়তে মানবো ধ্রুবম্॥৩০১॥

যাদৃশ আকাশস্থ অরুন্ধতী, ধ্রুব, বিষ্ণুপদত্রয় ও মাতৃমণ্ডল, যাহার মৃত্যু নিকবর্তী হইয়াছে সে ব্যক্তি দেখিতে পায় না, তাদৃশ জিহ্বাগ্র, নাসাগ্র, ভ্রূমধ্যভাগ ও চক্ষুর তারকা যে জনের দৃষ্টিগোচর না হয়, সেই ব্যক্তি শীঘ্রই বিগতায়ুঃ হইয়া থাকে। ভ্রূযুগলের মধ্যভাগ যে ব্যক্তির দর্শন না হয় তাহার সেই দিন হইতে নয় অথবা সাতদিন পরে মৃত্যু হয়। চক্ষুস্তারা না দৃষ্ট হইলে পাঁচদিন পরে, নাসাগ্রভাগ না দৃষ্ট হইলে তিনদিন পরে এবং জিহ্বার অগ্রভাগ না দৃষ্ট হইলে একদিন পরে নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়॥ ৩০১॥

কোণমক্ষ্ণোঽঙ্গুলীভ্যান্তু কিঞ্চিৎ পীড্য নিরীক্ষয়েৎ।
যদা ন দৃশ্যতে বিন্দুর্দ্দশাহেন জনোমৃতঃ॥৩০২॥

চক্ষুস্তারা কিরূপে দৃষ্ট হয়, তাহা নিম্নে বিবৃতি হইতেছে।

চক্ষু নিমীলিত করিয়া অঙ্গুলিদ্বারা চক্ষুর যে কোন কোণ কিঞ্চিৎ পীড়িত করিলে, যে দিকে পীড়িত করিবে, তাহার বিপরীতভাগে চক্ষুরমধ্যে তারকাকৃতি উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট একটি বিন্দু পরিদৃষ্ট হয়, সেই তারকাবিন্দু যে ব্যক্তি দেখিতে না পায়, তাহার মৃত্যু সেই দিন হইতে দশ দিনের মধ্যেই ঘটিয়া থাকে॥ ৩০২॥

ইতি পবনবিজয়স্বরোদয়ে কালজ্ঞানম্।

অথ নাড়ীজ্ঞানম্।

ইড়া গঙ্গেতি বিজ্ঞেয়া পিঙ্গলা যমুনা নদী।
মধ্যে সরস্বতীং বিন্দ্যাৎ প্রয়াগাদিসমন্ততঃ॥৩০৩॥

ইড়ানাড়ীকে গঙ্গা, পিঙ্গলাকে যমুনা এবং ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যস্থিত সুষুম্নাকে

সরস্বতী নদী বলা যায়। এই দেহমধ্যে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই ত্রিবেণীরূপ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুযুম্না-নড়ী যে স্থানে সংযুক্ত হইয়াছে, সেই সঙ্গমস্থলের নাম তীর্থরাজপ্রয়াগ। গুহ্যদেহ ও অঙ্গমূলের মধ্যভাগে যে চক্র আছে, তাহার নাম মূলাধারপদ্ম, এই মূলাধারের অভ্যন্তরদেশে কন্দমূল নামে এক স্থান আছে, ঐ একস্থান হইতেই অন্যান্য নাড়ীসমূহের সহিত ইড়া পিঙ্গলা ও সুযুম্না এই প্রধান তিনটি নাড়ী উদ্ভূত হইয়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে পৃথক্ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই নাড়ীত্রয়ের এক উদ্ভব স্থানকেই ত্রিবেণীসঙ্গমস্থল প্রয়াগতীর্থ কহে।। ৩০৩।।

আদৌ সাধনমাখ্যাতং সদ্যঃ প্রত্যয়কারকম্।
বদ্ধপদ্মাসনোযোগী বন্ধ্যয়েদুড্ডীয়ানকম্।।৩০৪।।

প্রথমে সদ্যোবিশ্বাসপ্রদ যোগসাধনপ্রণালী কথিত হইতেছে। প্রথমে যোগীবদ্ধ পদ্মাসন করিয়া উপবিষ্ট হইবে। পরে উড্ডীয়ান নামক বন্ধ করিবে।। ৩০৪।।*

পূরকঃ কুম্ভকশ্চৈব রেচকশ্চ তৃতীয়কঃ।
জ্ঞাতব্যো যোগিভির্নিত্যং দেহসংসিদ্ধিহেতবে।।৩০৫।।

শরীরের সংশোধনের নিমিত্ত পূরক, কুম্ভক ও রেচক এই ত্রিবিধ উপায়ে প্রাণায়াম করিতে হয়, তাহা নিত্য যোগীগণের জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য। ইড়াতে পূরক, সুযুম্নাতে কুম্ভক ও পিঙ্গলাতে রেচক এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ পিঙ্গলাতে পূরক, সুযুম্নাতে কুম্ভক ও ইড়াতে রেচক হইয়া থাকে।। ৩০৫।।

পূরকঃ কুরুতে পুষ্টিংধাতুসাম্যং তথৈব চ। কুম্ভকঃ স্তম্ভনং কুর্য্যাজ্জীবরক্ষাবিবর্দ্ধনম্। রেচকো হরতে পাপং কুর্য্যাদ্যোগপদং ব্রজেৎ। পশ্চাৎ সংগ্রামবত্তিষ্ঠেৎ পদ্মে বন্ধে চ কারয়েৎ।।৩০৬-৩০৭।।

পূরকদ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন হয় এবং পিত্ত, কফ ও শ্লেষ্মা এই ত্রিবিধ

---

* বাম উরুর উপরে দক্ষিণ পদ রাখিয়া এবং দক্ষির উরুর উপ বামপদ রাখিয়া উপবিষ্ট হইলে পদ্মাসন হয়, ঐরূপ করিয়া পৃষ্ঠদেশ দিয়া দুই হস্ত বিপরীতদিকে লইয়া দুই পদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবে অর্থাৎ বামহস্তদ্বারা দক্ষিণপদের অঙ্গুষ্ঠ ও দক্ষিণহস্তদ্বারা বামপদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবে, এইরূপে উপবিষ্ট হইলেই বদ্ধপদ্মাসন হয়। ঐরূপ করিয়া পক্ষিবৎ উর্দ্ধে মস্তক করিয়া গ্রীবা ও বক্ষঃস্থল আয়ত করিয়া উপবিষ্ট হইলে উড্ডীয়ান বন্ধ হয়।

ধাতুর একতমের প্রকোপ না হইয়া সাম্যাবস্থা থাকে। কুম্ভকদ্বারা উদরের অভ্যন্তরের শ্বাস স্তম্ভিত করিয়া রাখিবে। ইহাদ্বারা জীবন রক্ষা ও বৃদ্ধি হয়। রেচকদ্বারা শরীরগত সমস্ত পাপ নষ্ট হয় অর্থাৎ পূরকদ্বারা বহিঃস্থ বিশুদ্ধ বায়ু শরীরাভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া কুম্ভকদ্বারা দেহাভ্যন্তরে দূষিত বাষ্পাদি আকর্ষণ করিয়া রেচকদ্বারা বহির্নিঃসারিত করিবে, তাহা হইলেই শরীর বিশুদ্ধ ও কলুষবিহীন হয়। অবশেষে প্রাণায়ামের অবসান হইলে পদ্মাসন ত্যাগ করিয়া বীরাসনে ক্ষণকাল অবস্থিত হইবে॥ ৩০৬-৩০৭॥

কুম্ভয়েৎ সহজং বায়ুং যথাশক্ত্যা প্রযত্নতঃ। রেচয়েচ্চন্দ্রমার্গেণ সূর্য্যেণ পূরয়েৎ সুধীঃ। চন্দ্রং পিবতি সূর্য্যশ্চ সূর্য্যং পিবতি চন্দ্রমাঃ। অন্যোঽন্যকালভাবেন জীবেদাচন্দ্র তারকম্॥৩০৮-৩০৯॥

যোগশিক্ষার সময়ে প্রথমে একেবারেই অধিক সংখ্যায় প্রাণায়াম করিবে না। যথাসাধ্য যত্নের সহিত ক্রমশঃ অনায়াস গ্রাহ্য বায়ুগ্রহণ দ্বারা কুম্ভক করিবে অর্থাৎ চারবার ওঁকার জপ করিতে যতকাল সময় লাগে, তৎপরিমিত সময়মধ্যে পূরন করিবে, ষোলবার ওঁকার জপে যতটুকু সময় লাগে, তাহার মধ্যে কুম্ভক করিবে এবং আটবার ওঁকার জপের যতটুকু কাল, তন্মধ্যে রেচক করিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রাণায়ামসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হয়। একবারেই চারশত ওঁকার জপে পূরক, ষোলশত ওঁকার জপে কুম্ভক ও আটশত ওঁকার জপে রেচক করিবে না, নতুবা পীড়াদিদ্বারা ব্যাঘাত ঘটিবে। প্রথমে দক্ষিণনাসাপথে বায়ু গ্রহণ করিয়া পূরক করিবে এবং বামনাসাপথদ্বারা বায়ুনিঃসারণ করিয়া রেচক করিবে, পশ্চাৎ উহার বিপর্যয়ে বামনাসাপথে পূরক ও দক্ষিণনাসাপথে রেচক করিবে। এইরূপ অনুলোম-বিলোমক্রমে ক্রমে প্রাণায়াম করিতে হয়। সিদ্ধি প্রভাবে যোগী যতদিন জগতে চন্দ্রতারাদির অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত অন্যান্য সাধারণভাবে জীবিত রহিবে॥ ৩০৮-৩০৯॥

স্বীয়াঙ্গে বহতে নাড়ী তন্নাড়ীরোধনং কুরু।
মুখবন্ধমুমূচানঃ পবনং জয়তে যুবা॥৩১০॥

যখন যে অঙ্গে যে নাড়ীতে শ্বাস বহন হইবে, তখন সেই অঙ্গে সেই নাড়ীরোধ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ শ্বাসবায়ুর রোধ এবং মোচন করিতে সমর্থ হয়, সে ব্যক্তি পবনকে জয় করিতে পারে অর্থাৎ চিরজীবী হয় ও চিরকাল যুবাবস্থায় থাকে॥ ৩১০॥

মুখনাসাক্ষিকর্ণানামঙ্গুলীভির্নিরোধয়েৎ।
তত্ত্বোদয়মিতি জ্ঞেয়ং সম্মুখীকরণং প্রিয়ে॥৩১১॥

মুখবিবর, নাসাপুটদ্বয়, নয়নদ্বয় ও কর্ণরন্ধ্র দ্বয় দুই হস্তের অঙ্গুলিসমূহ দ্বারা রুদ্ধ করিবে। এই উপায়ে কোন্ তত্ত্বের উদয় হইতেছে, তাহা অবগত হওয়া যায় এবং সম্মুখে তত্ত্ব সকলের আকারাদি দর্শন করিতেও পাওয়া যায়॥ ৩১১॥

তস্য রূপং গতিঃ স্বাদোমণ্ডলং লক্ষণন্ত্বিদম্।
যোবেত্তি বৈ নরোলোকে স তু শূদ্রোঽপি যোগবিৎ॥৩১২॥

যে ব্যক্তি তত্ত্বসমূহের রূপ, গতি, স্বাদ, মণ্ডল ও লক্ষণ এ প্রকারে বিজ্ঞাত হইতে পারে, সে ব্যক্তি শূদ্র হইলেও যোগী পদবাচ্য হইবে॥ ৩১২॥

নিরাশী নির্ম্মলোযোগী ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।
বাসনামুম্মূলীকৃত্যা কালং জয়তি লীলয়া॥৩১৩॥

যোগীজন সমস্ত আশা পরিত্যাগ করিবে, মলবিরহিতশরীর হইবে, কোন চিন্তা করিবে না, কোন ইচ্ছা রাখিবে না, এরূপে বিষয়লিপ্সা হইতে পরিমুক্ত হইলেই সে ব্যক্তি কালকে জয় করিতে পরিবে অর্থাৎ অমর হইবে॥ ৩১৩॥

বিশ্বস্য বেশিকা শক্তির্নেত্রাভ্যাং পরিদৃশ্যতে। তত্রস্থং তু মনো যস্য যামমাত্রং ভবেদিহ। তস্যায়ুর্ব্বর্দ্ধতে নিত্যং ঘটিকাত্রিপ্রমাণতঃ। শিবেনোক্তং পুরা তন্ত্রং সিদ্ধস্য গুণগহ্বরম্॥৩১৪-৩১৫॥

যোগীব্যক্তি ব্রহ্মাণ্ডের প্রবেশিকাশক্তি স্বচক্ষে দর্শন করেন অর্থাৎ বিশ্বস্থ সমস্ত ব্যাপার যোগবলে অবহেলাক্রমে পরিজ্ঞাত হয়েন, তাঁহার মন প্রহরকালমধ্যে সমস্ত জগতে পরিভ্রমণসামর্থ ধারণ করিতে পারে। তাঁহার জীবন প্রতিক্ষণেই তিন ঘটিকা করিয়া বৃদ্ধি হয়। পূর্বে মহাদেবকর্তৃক এই স্বরোদয় তন্ত্রশাস্ত্র কথিত হইয়াছে। ইহা সিদ্ধিদায়ক ও নানাবিধ গুণের কোষস্বরূপ॥ ৩১৪-৩১৫॥

বদ্ধপদ্মাসনস্থোগুদপবনচয়ং সংনিরুধ্যোর্দ্ধমুচ্চৈঃ প্রাণং রন্ধ্রেণ কুম্ভত্রয়জিতমনিলং প্রাণশক্ত্যা নিরুধ্য। একীভূতং সুষুম্নাবিবরমুখগতং ব্রহ্মরন্ধ্রে চ নীত্বা। নিঃক্ষিপ্যাকাশমার্গে শিবচরণতা যান্তি তে কেঽপি ধন্যাঃ॥৩১৬॥

বদ্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া গুহ্যদেশস্থ অপান বায়ুকে রুদ্ধ করিয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিবে এবং রন্ধ্রপথে প্রাণবায়ুকে কুম্ভকত্রয়ে জয় অর্থাৎ স্তম্ভিত করিয়া প্রাণশক্তিদ্বারা রুদ্ধ করিবে; এইরূপে এই উভয় বায়ুকে একত্র করিয়া সুষুম্নানাড়ীর রন্ধ্রমধ্যে প্রবিষ্টকরণ পূর্বক ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া যাইবে, পরে আকাশপথে অর্থাৎ সুষুম্নানাড়ীর অন্তর্গত বজ্রনামে অতি সূক্ষ্ম নাড়ীর অভ্যন্তরে সমাকৃষ্ট করিয়া শিবের চরণে মিলিত করিবে অর্থাৎ সহস্রারনামা সহস্রদলবিশিষ্ট পদ্মে পরমব্রহ্মে লীন করিবে। এই যোগসাধন ক্রিয়া যে সকল মহাযোগী সম্পন্ন করিতে পারেন তাঁহারাই ভুবনে ধন্য॥ ৩১৬॥

ইতি হরপার্ব্বতীসংবাদে পবনবিজয়স্বরোদয়ে নাড়ীজ্ঞানম্।

স্বরোদয়ফলশ্রুতিঃ।

এতজ্জানাতি যো যোগী এতৎ পঠতি নিত্যশঃ।
সর্ব্বদুঃখৈর্ব্বিনির্ম্মুক্তো লভতে বাঞ্ছিতং ফলং॥৩১৭॥

এই স্বরোদয়শাস্ত্র যে যোগী বিদিত আছেন এবং নিত্য নিত্য পাঠ করেন, তিনি সকল দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং অভিষ্টসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৩১৭॥

স্বরজ্ঞানং শিরো যস্য লক্ষ্মীঃ করতলে ভবেৎ।
এতত্তু শরীরে যস্য সুখং তস্য সদা ভবেৎ॥৩১৮॥

স্বরতত্ত্ববিদ্যা যাঁহার মস্তকস্বরূপ অর্থাৎ প্রধান অবলম্বন, তাঁহার করতলে লক্ষ্মী বিরাজমানা থাকেন, অর্থাৎ তিনি সকলবিধ বিভবের ঈশ্বর হন। যাঁহার স্বরশাস্ত্র শরীরে থাকে, অর্থাৎ যিনি সকল কর্ম্মই স্বরশাস্ত্রপ্রণোদিত উপায়দ্বারা করিয়া থাকেন, তিনি নিত্য সুখসাগরে ভাসমান থাকেন॥ ৩১৮॥

প্রণবঃ সর্ব্ববেদানাং ব্রহ্মাণ্ডে ভাস্করো যথা।
মর্ত্ত্যলোকে তথা পূজ্যঃ স্বরজ্ঞানী পুমানপি॥৩১৯॥

যাদৃশ নিখিলবেদের মধ্যে প্রণব (ওঁকার) সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বমধ্যে সূর্য যেমন সর্বপ্রদীপ্ত, তাদৃশ মর্তলোকে স্বরশাস্ত্রবেত্তা পুরুষই সর্বপূজনীয়॥ ৩১৯॥

নাড়ীত্রয়ং বিজানাতি তত্ত্বজ্ঞানং তথৈব চ।
নৈব তেন ভবেত্তুল্যং লক্ষকোটিরসায়নং॥৩২০॥

যিনি ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ী এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চতত্ত্বের বিবরণ অবগত আছেন, তাঁহার সহিত লক্ষকোটি রসায়নশাস্ত্র (কিমিয়াবিদ্যা) বেত্তাও সমতুল্য হইতে পারেন না॥ ৩২০॥

একাক্ষরপ্রদাতারং নাড়ীভেদনিবেদকম্।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা চানৃণী ভবেৎ॥৩২১॥

যে মহাযোগী গুরু শিষ্যকে একাক্ষর পরম মন্ত্রে দীক্ষিত করেন ও তিন নাড়ীর দৃঢ়বৃত্তান্তের উপদেশ দান করেন, পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা তাঁহাকে দান করিয়া তাঁহার নিকট ঋণ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়॥ ৩২১॥

স্বরস্তত্ত্বং তথা যুদ্ধং দেববশ্যং স্ত্রিয়স্তথা।
গর্ভাব্দরোগকালাখ্যং নবপ্রকরণান্বিতম্॥৩২২॥

এই স্বরবিজ্ঞানশাস্ত্রে স্বর, তত্ত্ব, যুদ্ধ, দেববশীকরণ, স্ত্রীবশীকরণ, গর্ভ, বৎসর, রোগ এবং কাল—এই নয়টি বিষয় আছে॥ ৩২২॥

এবং প্রবর্ত্তিতং লোকে সিদ্ধিদং সিদ্ধযোগিভিঃ।
আচন্দ্রার্কং গৃহী জীয়াৎ পঠনাৎ সিদ্ধিদায়কম্॥৩২৩॥

স্বরোদয়শাস্ত্র এইরূপে সিদ্ধ যোগীবৃন্দদ্বারা লোকে প্রবর্ত্তিত হইয়া সর্বসিদ্ধিদায়ক হইয়াছে। গৃহী ব্যক্তি এই শাস্ত্রপ্রদৃষ্ট পথে চলিলে, যতদিন ব্রহ্মাণ্ডে চন্দ্র সূর্যাদির অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত জীবিত থাকিবে এবং ইহা পাঠ করিলে সর্বসিদ্ধি লাভ হইবে॥ ৩২৩॥

সুস্থাসনে সমাসীনো নিদ্রামাহারমল্পকং।
চিন্তয়েৎ পরমাত্মানং যদ্বদেত্তদ্ভবিষ্যতি॥৩২৪॥

যোগী ব্যক্তি অল্পনিদ্রা ও অল্পাহারী হইয়া সুস্থশরীরে আসনে উপবেশন করিয়া পরমব্রহ্মের চিন্তা করিবে, ইহাতেই যোগসিদ্ধি হইবে॥ ৩২৪॥

ইতি শিবগৌরীসংবাদে নবপ্রকারান্বিতঃ পবনবিজয়ো
নাম স্বরোদয়ঃ সমাপ্তঃ।

গরুড়োক্তস্বরজ্ঞাপকগ্রন্থঃ।

সূত উবাচ।

হরেঃ শ্রুত্বা হরো গৌরীং দেহস্থং জ্ঞানমব্রবীৎ॥ ১॥

সূত কহিতেছেন, মহাদেব হরির নিকট যে দেহনির্ণায়ক স্বরোদয়শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা পার্বতীকে বলিতে লাগিলেন॥ ১॥

কুজো বহ্নী রবিঃ পৃথ্বী শৌরিরাপঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বায়ুসংস্থঃ স্থিতো রাহুর্দ্দক্ষরন্ধ্রাবভাষকঃ॥ ২॥

পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসিকাতে শ্বাসবহনকালে অগ্নিতত্ত্বের অধিপতি মঙ্গল, পৃথিবীতত্ত্বের অধিপতি সূর্য, জলতত্ত্বের অধিপতি শনি এবং বায়ুতত্ত্বের অধিপতি রাহু হয়॥ ২॥

গুরুঃ শুক্রস্তথা সৌম্যশ্চন্দ্রশ্চৈব চতুর্থকঃ।
বামনাড্যাস্তু মধ্যস্থান্ কারয়েদাত্মনস্তথা॥ ৩॥

ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসিকাতে শ্বাসবহনকালে বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ ও চন্দ্র এই চারটি গ্রহ অধিপতি হইয়া থাকে॥ ৩॥

যদাচার ইড়াযুক্তস্তদা কর্ম্ম সমাচরেৎ। স্থানসেবাং তথা ধ্যানং বাণিজ্যং রাজদর্শনম্। অন্যানি শুভকর্ম্মাণি কারয়েৎ প্রযত্নতঃ॥ ৪॥

যখন ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসাপুটে শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন স্থানসেবা (তীর্থ যাত্রাদি) ধ্যান, বানিজ্য, রাজদর্শন এবং অন্যান্য শুভকর্ম অতীব যত্নের সহিত করিবে॥ ৪॥

দক্ষনাড়ী প্রবাহে তু শনির্ভৌমশ্চ সৈংহিকঃ।
ইনশ্চৈব তথাপ্যেব পাপানামুদয়ো ভবেৎ॥ ৫॥

পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসারন্ধ্রে শ্বাস প্রবহণকালে শনি, মঙ্গল, রাহু এবং সূর্য এই চারটি পাপগ্রহের উদয় হইয়া থাকে॥ ৫॥

শুভাশুভবিবেকো হি জ্ঞায়তে তু স্বরোদয়াৎ॥ ৬॥

এই স্বরোদয়শাস্ত্র শিক্ষা করিলে, সমুদায় শুভ ও অশুভ কর্মের জ্ঞান জন্মে॥ ৬॥

দেহমধ্যে স্থিতা নাড্যো বহুরূপাঃ সুবিস্তরাং। নাভেরধস্তাদ্ স্কন্দঃ অঙ্গুরাস্তত্র নির্গতাঃ। দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি নাভিমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ। চক্রবচ্চ স্থিতাস্তাস্তু সর্ব্বাঃ প্রাণহরাঃ স্মৃতাঃ॥ ৭॥

শরীরের মধ্যে অনেকপ্রকার আকারের অনেকগুলি সুবিস্তৃত নাড়ী আছে। এই নাড়ীগুলি নাভীর নিম্নে কন্দ (মূলাধার) হইতে নির্গত হইয়াছে। সর্বশুদ্ধ নাড়ীর সংখ্যা বাহাত্তর হাজার, ইহারা চক্রের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত ষট্‌চক্রে বিবৃত আছে। পশ্চাৎ লিখিত হইবে॥ ৭॥

(তাৎপর্য—শুভগ্রহ শুভকার্যের ফলপ্রদান করে। অতএব শুভকার্য করিতে হইলে, বামনাসাতে যখন শ্বাস প্রবাহিত হইবে, তখন করিবে এবং পাপকার্য করিতে হইলে, দক্ষিণনাসাতে যখন শ্বাসবহন হইবে, তখন করিবে)।।

তাসাং মধ্যে ত্রয়ঃ শ্রেষ্ঠা বামদক্ষিণমধ্যমাঃ॥ ৮॥

এই সকল নাড়ীর মধ্যে বাম (ইড়া) দক্ষিণ (পিঙ্গলা) ও মধ্যম (সুষুম্না) এই তিনটি নাড়ীই প্রধান॥ ৮॥

বামা সোমাত্মিকা প্রোক্তা দক্ষিণা রবিসন্নিভা।
মধ্যমা চ ভবেদগ্নিঃ ফলতাং কালরূপিণী॥ ৯॥

ইড়ানাড়ী চন্দ্র, পিঙ্গলা সূর্য এবং সুষুম্না অগ্নির তুল্য। এই সুষুম্নানাড়ীই কালরূপী॥ ৯॥

বামা হ্যমৃতরূপা চ জগদাপ্যায়নে স্থিতা। দক্ষিণা রৌদ্রভাগেন জগচ্ছোষয়তে সদা। দ্বয়োর্ব্বাহে তু মৃত্যুঃ স্যাৎ সর্ব্বকার্য্যবিনাশিনী। নির্গমে তু ভবেদ্বামা প্রবেশে দক্ষিণা স্মৃতা॥ ১০॥

বামদিকের ইড়ানাড়ী সুধারস-স্বরূপা; জগতের তৃপ্তিসাধন ইহার কার্য। দক্ষিণদিকের পিঙ্গলানাড়ীতে শ্বাসবহনে মহাতাপ প্রকাশ পায়, জগতের পরিশোষণ করাই ইহার কার্য এবং উভয় নাসাপুটে শ্বাসবহনকালে মৃত্যু এবং সর্বকর্ম ধ্বংস হয়॥ ১০॥

ইড়াচারে তথা সৌম্যং চন্দ্রসূর্য্যগতস্ততা।
কারয়েৎ ক্রূরকর্ম্মাণি প্রাণে পিঙ্গলসংস্থিতে॥ ১১॥

পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসা বহনকালে ক্রূরকর্মসকল করিবে এবং ইড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসা বহনকালে শুভকার্যসকল করিবে এবং তাহাতে শুভ হইবে॥ ১১॥

যাত্রায়াং সর্ব্বকার্য্যেষু বিষাপহরণে ইড়া।
ভোজনে মৈথুনে যুদ্ধে পিঙ্গলা সিদ্ধিদায়িকা॥ ১২॥

ইড়ানাড়ী বহনকালে যাত্রা ও বিষহরণ এবং পিঙ্গলাতে অর্থাৎ দক্ষিণনাসা বহনসময়ে ভোজন, যুদ্ধ, শৃঙ্গার ইত্যাদি কার্য করিবে॥ ১২॥

উচ্চাটমারণাদ্যেষু কর্ম্মস্বেতেষু পিঙ্গলা।
মৈথুনে চৈব সংগ্রামে ভোজনে সিদ্ধিদায়িকা॥ ১৩॥

পিঙ্গলানাড়ী বহনকালে উচ্চাটন, মারণ, মৈথুন সংগ্রাম প্রভৃতি কর্ম করিলে, সিদ্ধি হইবে॥ ১৩॥

শোভনেষু চ কার্য্যেষু যাত্রায়াং বিষকর্ম্মণি।
শান্তিমুক্ত্যর্থসিদ্ধ্যৈ চ ইড়া যোজ্যা নরাধিপৈঃ॥ ১৪॥

ইড়ানাড়ীতে অর্থাৎ বামনাসা বহনসময়ে শুভকার্য, যাত্রা, বিষপ্রয়োগ, শান্তিকার্য, মুক্তি ও অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত কর্ম সকল শুভদায়ক হইবে॥ ১৪॥

দ্বাভ্যাঞ্চৈব প্রবাহে চক্রূরসৌম্যবিবর্জ্জনে।
বিষুবং তত্ত্ব জানীয়াৎ সংস্মরেত্তু বিচক্ষণঃ॥ ১৫॥

উভয় নাড়ীতে অর্থাৎ উভয় নাসা বহনসময়ে শুভ কিম্বা অশুভ কোন কার্যই করিবে না অর্থাৎ বিচক্ষণ ব্যক্তি সুষুম্নানাড়ী বহনকালে সর্বকার্য পরিত্যাগ করিবে॥ ১৫॥

সৌম্যাদিশুভকার্য্যেষু লাভাদিজয়জীবিতে।
গমনাগমনে চৈব বামা সর্ব্বত্র পূজিতা॥ ১৬॥

লাভ, বিজয়, শুভ আয়ুষ্করকার্য, গমন, আগমন ইত্যাদি বিষয়ে ইড়ানাড়ীই প্রশস্ত॥ ১৬॥

যুদ্ধাদিভোজনে ঘাতে স্ত্রীণাঞ্চৈব তু সঙ্গমে।
প্রশস্তা দক্ষিণা নাড়ী প্রবেশে ক্ষুদ্র কর্ম্মাণি॥ ১৭॥

যুদ্ধ, ভোজন, আঘাত, স্ত্রীসঙ্গম, প্রবেশ, যাদুকরণ প্রভৃতি ক্ষুদ্রকার্য, দক্ষিণনাসিকা বহনকালে করিলে সুসিদ্ধ হইবে॥ ১৭॥

শুভাশুভানি কার্য্যাণি লাভোলাভৌ জয়াজয়ৌ।
জীবো জীবায় যৎ পৃচ্ছেৎ ন সিদ্ধতি চ মধ্যমা॥ ১৮॥

সুষুম্নানাড়ীর বহনকালে শুভ, অশুভ যে কোন কার্য, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয় ইত্যাদি সিদ্ধ হয় না এবং জীবসম্বন্ধীয় প্রশ্নেরও শুভ হয় না॥ ১৮॥

বামাচারেঽথবা দক্ষে প্রত্যয়ে যত্র নায়কঃ। তনুস্থঃ পৃচ্ছতে যস্তু তত্র সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ। বৈচ্ছন্দৌ বামদেবস্তু যদা বহতি চাত্মনি। তত্র ভাগে স্থিতঃ পৃচ্ছেৎ সিদ্ধির্ভবতি নিষ্ফলা॥ ১৯॥

বামনাসাতে অথবা দক্ষিণনাসাতে শ্বাস প্রবেশ সময়ে যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রশ্ন করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে কার্য সুসিদ্ধ হইবে। ইহার বিপরীতে অর্থাৎ শ্বাসগ্রহণ কালে এবং যে নাসিকাতে শ্বাসবহন হয়, সেই দিক হইতে কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করিলে, তাহা নিষ্ফল হইবে॥ ১৯॥

বামে বা দক্ষিণে বাপি যত্র সংক্রমতে শিবা। ঘোরে ঘোরাণি কার্য্যাণি সৌম্যে বৈ মধ্যমানি চ। প্রস্থিতে ভাগতো হংসে দ্বাভ্যাং বৈ সর্ব্ববাহিনি। তদা মৃত্যুং বিজানীয়াদ্‌যোগী যোগবিশারদঃ॥ ২০॥

বামনাসা অথবা দক্ষিণনাসাতে বায়ুবহনসময়ে ক্রূরের উদয়ে ক্রূরকার্য করিবে এবং সুষুম্নার বহনে মৃত্যু হইয়া থাকে, ইহা যোগবিশারদ ব্যক্তি জ্ঞাত আছেন॥ ২০॥

যত্র তত্র স্থিতঃ পৃচ্ছেদ্বামদক্ষিণসম্মুখঃ। তত্র তত্র সমং দিশ্যাদ্বাতস্যোদয়নং সদা। অগ্রতো বামিকা শ্রেষ্ঠা পৃষ্ঠতো দক্ষিণা শুভা। বামেন বামিকা প্রোক্তা দক্ষিণে দক্ষিণা শুভা। জীবো জীবতি জীবেন যচ্ছূন্যং তৎ স্বরো ভবেৎ॥ ২১॥

প্রশ্নকর্তা বাম, দক্ষিণ অথবা সম্মুখে স্থিত হইয়া যখন প্রশ্ন করিবে, তখন

কোন্ নাড়ীতে বায়ুর বহন হইতেছে, তাহা বিশেষ করিয়া দেখিবে। যদি বামনাসা বহনকালে সম্মুখ কিম্বা বাম দিক হইতে এবং দক্ষিণনাসা বহনকালে পশ্চাদ্ভাগ অথবা দক্ষিণদিক হইতে প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে শুভ হইবে॥২১॥

যৎকিঞ্চিৎ কার্য্যমুদ্দিষ্টং জয়াদিশুভলক্ষণম্ঃ। তৎসর্ব্বং পূর্ণনাড্যান্তু জায়তে নির্ব্বিকল্পতঃ। অন্যনাড্যাদিপর্য্যন্তং পক্ষত্রয়মুদাহৃতম্। যাবৎ যষ্ঠীন্তু পৃচ্ছায়াং পূর্ণায়াং প্রথমো জয়েৎ। রিক্তায়ান্তু দ্বিতীয়ন্তু কথয়েত্তদশঙ্কিতঃ॥২২॥

পূর্ণনাড়ী বহনসময়ে জয় আদি শুভ লক্ষণ কার্য উদ্দেশ করিয়া প্রশ্ন কিম্বা কার্য করিলে, নিঃসন্দেহ সফল হইবে॥ ২২॥

বামাচারসমো বায়ুর্জ্জায়তে কর্ম্মসিদ্ধিদঃ। প্রবৃত্তে দক্ষিণে মার্গে বিষমে বিষমাক্ষরম্। অন্যত্র বামবাহে তু নাম বৈ বিষমাক্ষরম্। তদাসৌ জয়মাপ্নোতি যোধঃ সংগ্রামমধ্যতঃ। দক্ষবাতপ্রবাহে তু যদি নাম সমাক্ষরম্। জায়তে নাত্র সন্দেহো নাড়ীমধ্যে তু লক্ষয়েৎ। পিঙ্গলান্তর্গতে প্রাণে শমনীয়াহবঞ্জয়েৎ। যাবন্নাড্যোদয়ং চারস্তাং দিশং যাবদাপয়েৎ। ন দাতুং জায়তে সোঽপি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥২৩॥

বামনাসা বহনকালে প্রশ্নাক্ষর গণনায় যদি যুগ্ম হয়, তাহা হইলে কর্মসিদ্ধি হইবে এবং দক্ষিণনাসা বহন অথবা বামনাসা বহনসময়ে যদি অযুগ্ম অক্ষরে প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে যোদ্ধা যুদ্ধে জয় প্রাপ্ত হইবে। দক্ষিণনাসা বহনকালে যদি প্রশ্ন কিম্বা নাম সমান অক্ষরে হয়, তাহা হইলে সন্ধির উপযুক্ত যুদ্ধেও জয় হইবে॥ ২৩॥

অথ সংগ্রামমধ্যে তু যত্র নাড়ী সদা বহেৎ। সা দিশা জয়মাপ্নোতি শূন্যে ভঙ্গং বিনির্দ্দিশেৎ। জাতচারে জয়ং বিদ্যান্মৃতকে মৃতমাদিশেৎ। জয়ং পরাজয়ং চৈব যো জানাতি স পণ্ডিতঃ॥২৪॥

যুদ্ধপ্রশ্ন সময়ে যে দিকের নাড়ী প্রবাহিত থাকিবে, সেই দিকে জয় প্রাপ্ত হইবে এবং তাহার অন্যদিকে যুদ্ধভঙ্গ বুঝাইবে। ইড়া বা পিঙ্গলা, যে কোন নাড়ীতে বায়ু বহমান থাকিলে, প্রশ্নের উল্লিখিত মতে জয় এবং সুযুম্নানাড়ী বহমান থাকিলে মৃত্যু বুঝাইবে। যে ব্যক্তি এই জয় পরাজয় বিবরণ অবগত আছেন, তিনিই পণ্ডিত॥ ২৪॥

বামে বা দক্ষিণে বাপি যত্র সঞ্চরতে শিবম্।
কৃত্বা তৎ পাদমাপ্নোতি যাত্রা সততশোভনা॥২৫॥

যাত্রাকালে বাম অথবা দক্ষিণ, যে নাসাতে বায়ু বহিবে, সেই দিকের পা অগ্রে ফেলিয়া যদি কোন ব্যক্তি গমন করে, তাহাতে অবশ্য শুভ হইবে॥২৫॥

শশিসূর্য্যপ্রবাহে তু সতি যুদ্ধং সমাচরেৎ।
তত্রস্থঃ পৃচ্ছতে যস্তু স সাধুর্জ্জায়তে ধ্রুবম্॥২৬॥

ইড়া কিম্বা পিঙ্গলানাড়ীতে বায়ুবহন সময়ে যুদ্ধ আচরণ করিবে এবং যে নাসাতে বায়ুবহন হইবে সেই দিকে জয় হইবে॥ ২৬॥

যাং দিশং বহতে বায়ুস্তাং দিশং যাবদাজয়েৎ।
জায়তে নাত্র সন্দেহ ইন্দ্রো যদ্যগ্রতঃ স্থিতঃ॥২৭॥

যে নাসাতে বায়ু প্রবাহিত হইবে, সেই দিকে স্থিত হইয়া যদি কেহ প্রশ্ন করে, তাহা হইলে যদি ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ হয় তাহাতেও নিঃসন্দেহ জয় বুঝাইবে॥২৭॥

মেষাদ্যা দশ যা নাড্যো দক্ষিণা বামসংস্থিতাঃ।
চরস্থিরদ্বিমার্গে তা স্তাদৃশে তাদৃশঃ ক্রমাৎ॥২৮॥

বাম ও দক্ষিণদিকের দশটি নাড়ীতে মেষ আদি রাশি এবং তাহাদের চর, স্থির ও দ্ব্যাত্মকসংজ্ঞাদি বিচার করিয়া প্রশ্নের ফলাফল বলিবে॥ ২৮॥

নির্গমে নির্গমং যাতি সংগ্রহে সংগ্রহং বিদুঃ।
পৃচ্ছকস্য বচঃ শ্রুত্বা ঘণ্টাকারেণ লক্ষয়েৎ॥২৯॥

শ্বাসনির্গম সময়ে প্রশ্ন হইলে সেই প্রশ্নে অশুভ এবং শ্বাস প্রবেশকালে প্রশ্ন হইলে সেই প্রশ্নে শুভ জানা যাইবে॥ ২৯॥

বামে বা দক্ষিণে বাপি পঞ্চতত্ত্বস্থিতঃ শিবে।
ঊৰ্দ্ধেঽগ্নিরধ আপশ্চ তির্য্যক্সংস্থঃ প্রভঞ্জনঃ।
মধ্যে তু পৃথিবী জ্ঞেয়া নভঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥৩০॥

বাম এবং দক্ষিণ, উভয় নাসিকাতেই পঞ্চতত্ত্ব উদিত হইয়া থাকে। শ্বাস যখন উর্দ্ধদেশ স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হয়, তখন অগ্নিতত্ত্বের উদয় হইবে,

নাসাপুটের নিম্নদেশ স্পর্শ করিয়া বহিলে জলতত্ত্ব, পার্শ্বদেশ স্পর্শ করিয়া বহিলে বায়ুতত্ত্ব, মধ্যস্থান দিয়া বহিলে পৃথিবীতত্ত্ব এবং সর্বত্র স্পর্শ করিয়া ঘূর্ণিত হইয়া বহিলে, আকাশতত্ত্বের উদয় হইবে॥ ৩০॥

ঊর্দ্ধে মৃত্যুরধঃ শান্তিঃ তির্য্যক্ চোচ্চাটয়েৎ সুধীঃ।
মধ্যে স্তম্ভং বিজানীয়ান্মোক্ষঃ সর্ব্বত্রা সর্ব্বগে॥৩১॥

অগ্নিতত্ত্বের উদয়ে মারণ, জলতত্ত্বের উদয়ে শান্তি, বায়ুতত্ত্বের উদয়ে উচ্চাটন, পৃথিবীতত্ত্বের উদয়ে স্তম্ভন এবং আকাশতত্ত্বের উদয়ে মোক্ষ, এই সকল কার্য করিবে॥ ৩১॥

ইতি গারুড়ে পবনবিজয়াদি ৬৭ অধ্যায়ঃ।

স্বরোদয়-পরিশিষ্ট ও প্রকীর্ণাংশ।

পিঙ্গলানাড়ীর দেবতা শিব, গুণ উষ্ণ। সূর্যের স্থিতিকাল চারদণ্ডমাত্র, দিবাভাগে উদয়। রবি, মঙ্গল, এবং শনি এই বারত্রয়ের পূর্ব ও উত্তরদিকের এবং পৃষ্ঠ ও নিম্নদেশের অধিপতি। ইহার মিত্র বায়ু ও তেজ, সংজ্ঞা বিষম, যথা—এক, তিন, পাঁচ ইত্যাদি। প্রশ্নাক্ষরগণনা করিয়া বিষম সম জানিয়া রবি জানিতে হইবে। ইহা মেষ, কর্কট, তুলা এবং মকররাশির অধিপতি।

তাৎপর্য এই যে, ইহা দ্বারা পিঙ্গলানাড়ীর উদয় আদি জানা যায়। যথা—রবি, মঙ্গল এবং শনিবারে পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসিকায় শ্বাসবহনকালে ঐ নাড়ীতে যে সকল কার্য করিবার নিয়ম আছে, তাহা করিলে সফল হয়। দৈবজ্ঞের পূর্ব ও উত্তরদিক কিম্বা পৃষ্ঠদেশ ও কোন নিম্নস্থান হইতে প্রশ্নকারক অবস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিলে পিঙ্গলানাড়ীর উদয় বোধ করিতে হইবে। এইরূপ প্রশ্নকারকের উচ্চারিত প্রশ্নাক্ষরগুলি গণনা করিয়া বিষম অক্ষর যথা—১, ৩, ৫, ইত্যাদি হইলে পিঙ্গলানাড়ী বহনকালে মেষ, কর্কট, তুলা এবং মকর এই চারটি রাশি গ্রহণ করিতে হইবে। পিঙ্গলানাড়ী বহনসময়ে বায়ু ও তেজতত্ত্বের উদয়কালে ইহার বিধিমত কার্য করিলে, সেই কার্য বিশেষ ফলবান্ হয়।

ইড়ানাড়ীর দেবতা ব্রহ্মা, গুণ শীতল, স্থিতিকাল চারিদণ্ড এবং ইহার উদয়কাল রাত্রি ইহা সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র এই বারচতুষ্টয়ের দক্ষিণ

ও পশ্চিমদিকের অগ্রের উচ্চস্থানের এবং বামদিকের অধিপতি। ইহার মিত্র জল, পৃথ্বী ও আকাশ, ইহার সংজ্ঞা সম, যথা—২, ৪, ৬ ইত্যাদি এবং ইহা সিংহ, বৃশ্চিক, কুম্ভ, মিথুন ও কন্যা রাশির অধিপতি।

তাৎপর্য এই যে, সোম, বুধ, বৃহস্পতি কিম্বা শুক্রবারে ইড়ানাড়ী বামনাসিকা বহনসময়ে এই নাড়ীর যে সকল কার্য নির্ণীত আছে, তাহা করিলে ফলের আধিক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। দৈবজ্ঞের দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে কিম্বা সম্মুখে বা বামদিক হইতে প্রশ্নকারক অবস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিলে, ইড়ানাড়ীর উদয় বোধ করিতে হইবে। প্রশ্নাক্ষরগুলি সম হইলে অর্থাৎ ২, ৪, ৬ ইত্যাদি হইলে, ইড়ানাড়ীর উদয় বোধ করিতে হইবে। এই ইড়ানাড়ীর বহনকালে প্রশ্ন হইলে, সিংহ, বৃশ্চিক, মিথুন ও কন্যা রাশি ভিন্ন অন্য রাশি বুঝাইবে না।

সুষুম্নানাড়ীর দেবতা বিষ্ণু এবং ইহা ধনু ও মীনরাশির অধিপতি। তাৎপর্য এই যে সুষুম্নানাড়ীর বহনকালে ধনু ও মীনরাশি গ্রহণ করিয়া গণনা করিতে হইবে।

স্বরোদয়মতে রাশির বর্ণ ও লগ্নমান।

মেষ রাশির বর্ণ অরুণ এবং লগ্নমান ৩ দণ্ড ৩৮ পল। বৃষ রাশির বর্ণ শ্বেত এবং লগ্নমান ৩ দণ্ড ১১ পল। মিথুন রাশি হরিত বর্ণ, লগ্নমান ৫ দণ্ড ৩ পল। কর্কট ও পীত মান ৫।৪৩। সিংহ ধূম্র, মান ৫।৪৭। কন্যা পাণ্ডু, মান ৫।৩৮। তুলা কৃষ্ণ, মান ৫।৩৮। বৃশ্চিক পিষঙ্গ, মান ৫।৪৭। ধনু পিঙ্গল, মান ৫।৪৩। মকর কর্ব্বর, মান ৫।৩, কুম্ভ কপিল, মান ৪।১১। মীন মলিন, মান ৩।৩৮ পল।

তাৎপর্য এই যে, ইড়া, পিঙ্গলা কিম্বা সুষুম্নানাড়ী বহনকালে কিম্বা ঐ সময়ে প্রশ্ন করিলে লগ্ন নিরূপণ করিয়া অপহৃত দ্রব্য বা যে কোন দ্রব্যের বর্ণ বলা যাইতে পারে এবং গ্রহ সংস্থাপন করিয়া সকল বিষয়ের ফলাফল জানা যাইতে পারে ইত্যাদি।

শনি, রবি ও মঙ্গলবারে যদি প্রাতঃকালে দক্ষিণনাসাপুট বহনসময়ে নিদ্রাভঙ্গ হয়, তবে সেইদিন নিশ্চিন্তরূপে অতিবাহিত হইবে। যদি ঐ দিবস প্রাতঃকালে বামনাসাপুটে বায়ু বহনসময়ে নিদ্রাভঙ্গ হয়, তবে সেই দিন মনে নানাবিধ চিন্তার উদয় হইবে।

স্বর পরিবর্তন করার উপায়।

দিবাভাগে দক্ষিণনাসাপুটে পুরাতন তুলা দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলে, কেবল

বামনাসাপুটে শ্বাস বহন হইতে থাকে। ঐরূপ রাত্রিকালে বামনাসাপুট বন্ধ করিয়া রাখিলে দক্ষিণনাসাপুটে শ্বাসবহন হইবে। যদি কোন ব্যক্তির এক নাসাপুট হইতে অন্য নাসাপুটে স্বর পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দক্ষিণপার্শ্বে কিঞ্চিৎ হেলিয়া বসিলে বামনাসিকায় শ্বাস বহিবে এবং বামপার্শ্বে কিঞ্চিৎ হেলিয়া বসিলে দক্ষিণনাসিকায় শ্বাস বহিবে।

শ্বাসবহনকালে প্রশ্ন করিলে কার্যসিদ্ধি হয় না। শ্বাস প্রবেশকালে প্রশ্ন হইলে কার্যসিদ্ধি হয়। বামনাসাপুট হইতে দক্ষিণাসাপুটে বায়ুর গমনকালকে উদয় এবং দক্ষিণনাসা হইতে বামনাসাপুটে বায়ুর সংক্রমণ কালকে অস্ত বলে।

তত্ত্বের স্থান।

পৃথ্বীতত্ত্বের স্থান নাভীর উপরদেশ, জলতত্ত্বের স্থান মস্তিষ্ক, অগ্নিতত্ত্বের স্থান পিত্ত, বায়ুতত্ত্বের স্থান নাভিদেশ এবং আকাশতত্ত্বের স্থান মস্তক।

কোন্ কোন্ তত্ত্বের উদয় হইলে কোন্ কোন্ বস্তুর আহারের ইচ্ছা হয়?

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে মিষ্টান্ন বস্তু, জলতত্ত্বে লবণাক্ত বস্তু, অগ্নিতত্ত্বে তিক্ত বস্তু, বায়ুতত্ত্বে অম্লরস এবং আকাশতত্ত্বের উদয়ে মন্দ বস্তু।

তাৎপর্য এই সকল বস্তুর মধ্যে যখন যে বস্তুর আহারের প্রয়াস হইবে, সেই সময় কোন্ তত্ত্বের উদয় হইয়াছে তাহা জানিতে পারা যায়।

তত্ত্বের গুণ।

পৃথ্বীতত্ত্বে ভয়, জলে লোভ, অগ্নিতে লজ্জা, বায়ুতে সন্তোষ এবং আকাশে দুঃখের উদ্ভব হয়।

তাৎপর্য এই যে, ভয়, লোভ, লজ্জা, সন্তোষ বা দুঃখ মনে প্রথমে উদিত হইবামাত্র সেই সময়ে কোন্ তত্ত্বের বহন হইতেছে, জানা যায়।

পক্ষমধ্যে নিজদেহে কোন রোগ জন্মিবে কি না, তাহা জানিবার ক্রম।

কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে প্রাতঃকালে দক্ষিণনাসাপুটে বায়ু বহনসময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাহার পঞ্চদিন পর্যন্ত কোন ব্যাধি হয় না। যদি বামস্বরবহনকালে নিদ্রাভঙ্গ হয় তবে শ্লেষ্মা জন্মিয়া পীড়া হইতে পারে।

ঐরূপ রোগোৎপত্তি হইলে নিবারণের উপায়।

যে কালপর্যন্ত রোগ শাম্য না হইবে, সেই কালপর্যন্ত পুরাতন তুলাদ্বারা বামনাসাপুট বদ্ধ করিয়া রাখিবে। শুক্লপক্ষ প্রতিপদ তিথিতে বামস্বরবহনসময়ে যদি নিদ্রাভঙ্গ হয়, তবে পঞ্চদশদিন পর্যন্ত দেহে কোন পীড়া জন্মিবে না; যদি দক্ষিণস্বরবহনকালে নিদ্রাভঙ্গ হয়, তবে একপক্ষ দেহ গরম হইয়া পীড়া জন্মে। ঐ কারণে দেহে রোগ জন্মিলে যে পর্যন্ত আরোগ্য লাভ না হইবে, সে পর্যন্ত ঐ নাসিকা পুরাতন তুলাদ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিবে।

দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের বিচার।

যদি সোম, শুক্র, বুধ অথবা বৃহস্পতিবারে প্রাতঃকালে বামনাসাপুটে বায়ু বহনকালে নিদ্রাভঙ্গ হয়, তবে সেই দিন সুখে অতিবাহিত হইবে, যদি রবিনাড়ী বহনকালে নিদ্রাভঙ্গ হয়, তবে সেই দিবস কোনপ্রকার চিন্তা উপস্থিত হইবে।

গর্ভপ্রশ্ন।

প্রশ্নকালে যদি দৈবজ্ঞ ও প্রশ্নকারক এই উভয়ের দক্ষিণনাসাপুটে বায়ুবহন হয়, তবে সেই গর্ভে পুত্র জন্মিবে; এবং ঐ পুত্র ভাগ্যবান ও দীর্ঘজীবী হইবে। যদি প্রশ্নকালে উভয়ের বামনাসিকা বহন হয়, তবে পুত্রী জন্মিবে। প্রশ্নকালে যদি পৃচ্ছকের বামনাসিকা ও দৈবজ্ঞের দক্ষিণনাসিকা বহন হয়, তবে পুত্র জন্মিয়া ঐ পুত্রের মৃত্যু হয়। যদি পৃচ্ছকের দক্ষিণনাসা এবং দৈবজ্ঞের বামনাসা বহন হয়, তবে পুত্রী জন্মিয়া মৃত্যু হয়, যদি উভয়ের স্বর সুষুম্নায় বহন হয়, তবে যমজ পুত্র জন্মে এবং যদি আকাশতত্ত্বের সময় প্রশ্ন হয়, তবে গর্ভ নষ্ট হয় অথবা নপুসংক সন্তান জন্মে। যদি প্রশ্নকর্তা দৈবজ্ঞের বামদিক হইতে প্রশ্ন করেন এবং সেই সময়ে যদি দৈবজ্ঞের স্বর দক্ষিণনাসাপুটে বহন হয়, তবে পুত্র জন্মিবে। কিন্তু প্রসূতির মৃত্যু হইবে।

গর্ভ হইয়াছে কি না?

দৈবজ্ঞের যে নাসিকায় শ্বাসবহন হয়, যদি সেই দিক হইতে পৃচ্ছক গর্ভসম্বন্ধীয় প্রশ্ন করে তবে গর্ভ হয় নাই। আর প্রশ্নকালে দৈবজ্ঞের যে নাসাপুটে শ্বাসবহন হইতেছে না, যদি সেই দিক হইতে প্রশ্ন হয়, তবে গর্ভ হইয়াছে জানিবে।

অথ পুত্রকন্যাজ্ঞান।

দক্ষিণনাসাপুটে বায়ু বহনকালে অগ্নি কিম্বা বায়ুতত্ত্ব উদয়কালে গর্ভসঞ্চার যদি হয়, তবে ঐ গর্ভে পুত্র জন্মে এবং সেই পুত্র ভাগ্যবান ও শুভলক্ষণযুক্ত হয়, যদি চন্দ্রনাড়ী উদয়কালে গর্ভসঞ্চার হয়, তবে ঐ গর্ভে কন্যা জন্মে। কিন্তু প্রসূতির মস্তিষ্ক বীর্যের দোষে অল্পদিন মধ্যে বিকার অর্থাৎ রোগ জন্মে। যদি জল ও পৃথ্বীতত্ত্ব উদয়কালে গর্ভসঞ্চার হয়, তবে ঐ গর্ভে ভাগ্যবতী ও শুভলক্ষণযুক্তা কন্যা জন্মে। যদি দক্ষিণনাসাপুটে বায়ু বহনকালে জল ও পৃথ্বীতত্ত্বে গর্ভসঞ্চার হয়, তবে ঐ গর্ভে পুত্রসন্তান জন্মে। কিন্তু প্রসূতির প্রসবের দুই হইতে চার দিবসের মধ্যে মৃত্যু হয় অথবা ঐ গর্ভ ষষ্ঠ বা সপ্তম মাসে বিনষ্ট হয়। যদি সুষুম্নাবহনকালে গর্ভসঞ্চার হয়, তবে প্রেতদিগের দ্বারা ঐ গর্ভ বিনষ্ট হয়। কিন্তু যদি প্রেতদ্বারা গর্ভ বিনষ্ট না হয়, তবে ঐ গর্ভে পুত্র জন্মায় এবং সেই সন্তান যোগী ও মহাপুরুষ হইতে যশস্বী হয়।

দূরদেশস্থিত ব্যক্তির আগমন প্রশ্ন।

যদি প্রশ্নকালে প্রশ্নকর্তার ও দৈবজ্ঞের স্বর দক্ষিণনাসায় বহন হয়, তবে বিদেশগত ব্যক্তি শীঘ্র প্রত্যাগমন করিবে। যদি উভয়ের স্বর বামানাসাপুটে বহন হয়, তবে বিদেশস্থ ব্যক্তির আগমনে বিলম্ব হইবে। যদি প্রশ্নকর্তার এবং দৈবজ্ঞের কাহার স্বর দক্ষিণে এবং কাহার স্বর বামে বহন হয় তবে বিদেশস্থ ব্যক্তির আগমন হইবে না।

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে কি না।

যদি প্রশ্নকালে পৃচ্ছক এবং দৈবজ্ঞের এক প্রকার স্বর হয় অর্থাৎ বাম দক্ষিণ, দিবা রাত্রি, রাশি ও অক্ষর এবং প্রশ্নকর্তার বসিবার স্থান যথা উচ্চ নীচ ইত্যাদি মিলিত হইয়া এক স্বর হয়, তবে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, আর যদি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয় তবে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না।

যুদ্ধ প্রকরণ।

বায়ুতত্ত্ব বহনসময়ে যুদ্ধে যাত্রা করিলে বিজয়ী হয়, পৃথ্বীতত্ত্ব বহনসময়ে যুদ্ধে যাত্রা করিলে শত্রুর সহিত মিলন হয়, জলতত্ত্বে যুদ্ধযাত্রা করিলে অস্ত্রাঘাত হয়, অগ্নিতত্ত্বেও যুদ্ধে জয়ী হয় অথবা শত্রুর সহিত সন্ধি হয় এবং আকাশতত্ত্ব বহনকালে যুদ্ধে যাত্রা করিলে মৃত্যু কিম্বা বন্দী হয়।

ক্রোধিত ব্যক্তির নিকট গমনের নিয়ম।

যে দিকের স্বর বহন হয় তাহার বিপরীত দিকের পদ অগ্রে ফেলিয়া ক্রোধিত ব্যক্তির নিকট গমন করিবে। ক্রোধিত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া, যে নাসিকার শ্বাস বন্ধ থাকে সেই দিকে ক্রোধিত ব্যক্তিকে রাখিয়া দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর প্রত্যুত্তর করিবে। এইরূপ প্রয়োগ করিলে ক্রোধিত ব্যক্তির ক্রোধ শাম্য হইবে।

মৃত্যুকালজ্ঞান।

প্রথমতঃ দক্ষিণহস্তের মুষ্টি মস্তকে দিয়া চক্ষুঃদ্বারা ঐ হস্তের "কব্জা" দৃষ্টি করিবে, যাহার মৃত্যুর ছয়মাস মাত্র বাকি থাকিবে, সে ব্যক্তি ঐ হস্তের মুষ্টি তাহার হস্ত হইতে অসংলগ্ন অর্থাৎ পৃথক থাকা দৃষ্টি করিবে।

অন্যপ্রকার।

দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলিকে মুড়িয়া অঙ্গুষ্ঠের নিম্নে লাগাইয়া বক্রী অঙ্গুলিগুলি মৃত্তিকায় সংলগ্ন করিবে। তৎপরে ঐ অঙ্গুলিত্রয় এক একটি করিয়া উঠাইয়া অঙ্গুষ্ঠের নিম্নে সংলগ্ন করিবে। যদি ঐরূপে অনামিকা অঙ্গুষ্ঠের নিম্নদেশ পর্যন্ত যায়, তবে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর আর দুই প্রহরকাল বাকী আছে জানিবে।

যে ব্যক্তির শরীর নীলবর্ণ হয় এবং কটু, অম্ল ও লবণ ইত্যাদি দ্রব্যের আস্বাদনের অন্যথা ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার ষণ্মাসে মৃত্যু হয়।

অগ্নি লাগিলে নির্বাণের প্রক্রিয়া।

গৃহে অগ্নি লাগিলে কূপ হইতে এক পাত্রপূর্ণ জল তুলিয়া এবং অগ্নিকে সম্মুখে করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া তৎকালে যে নাসিকায় শ্বাসবহন হইবে, সেই নাসাপুটে শ্বাসে প্রবেশকালে সেই নাসাপুট দ্বারা ঐ জল একশ্বাসে পান করিবে, তাহা হইলে অগ্নি আর বৃদ্ধি হইবে না এবং শীতল হইয়া নির্বাণ হইবে।

শত্রুর সহিত মিলনের প্রক্রিয়া।

যদি কেহ শত্রুর সহিত সন্ধি করিবার ইচ্ছা করেন, তবে এক পূর্ণপাত্র জল লইয়া রবির দিকে সম্মুখ হইয়া দণ্ডায়মানপূর্বক ঐ সময় যে নাসাপুটে শ্বাস বহন হইবে, সেই নাসাপুটে শ্বাসের প্রবেশকালে সেই নাসাপুট দ্বারা ঐ জল পান করিবে, তাহা হইলে অল্পদিন মধ্যে বৈরীর চিত্ত হইতে বৈরভাব দূর হইয়া মিত্রভাব উপস্থিত হইবে।

ছায়াপুরুষসাধন প্রক্রিয়া।

সূর্য, চন্দ্র অথবা প্রদীপের আলে কে দণ্ডায়মান হইলে স্বীয় দেহের যে ছায়া পতিত হইবে, ঐ ছায়ার উপর প্রতিদিন পাঁচ দণ্ডকাল পর্যন্ত দৃষ্টি রাখিয়া পশ্চাৎ সম্মুখে দৃষ্টি করিবে। এইরূপ ক্রিয়া কিছুদিন করিতে করিতে ছায়াপুরুষ পৃষ্ঠদেশে দূরে দণ্ডায়মান আছেন এইরূপ দৃষ্টি হইবে এবং ক্রমে ক্রমে ছায়াপুরুষ নিকটে আগমন করিতে থাকিবে। এইরূপ ক্রম ছয়মাস যাবৎ করিলে ছায়াপুরুষ সম্মুখে আসিয়া নিজদেহের ছায়ারূপে দর্শন দিবেন এবং ঐ ছায়াপুরুষকে যে প্রশ্ন করা হইবে ঐ পুরুষ তাহার উত্তরদান করিবেন। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা ছায়াপুরুষ সাধনা করিয়া লোকে ছায়াপুরুষ সিদ্ধি হইয়া থাকে।

অন্যপ্রকার ছায়াপুরুষসাধন প্রক্রিয়া।

শিব উবাচ। নিরভ্রং গগনং দেবি যদা ভবতি নির্ম্মলম্। তদা ছায়ামুখোভূত্বা নিশ্চলং প্রযতোধিয়া॥ স্বচ্ছায়াকণ্ঠমালোক্যে স্বগুরূক্তক্রমেণ বৈ। সম্মুখং গগনং পশ্যেন্নির্নিমেষস্তথৈকধীঃ॥ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশঃ পুরুষস্তত্র দৃশ্যতে। ন দৃশ্যতে যদা তত্র পুনস্তদ্বৎ পরীক্ষয়েৎ॥ বহুধা দর্শনেনৈব সাক্ষাৎকারোভবেদ্ধবম্। কস্যচিদ্ভাগ্যতঃ পশ্যেদ্‌যদি বিম্বোঽক্ষিগোচরঃ॥ ভবত্যেব ন সন্দোহোগুরুবিশ্বাসতঃ শিবে। গুরুং সম্যক্ পূজয়িত্বা পশ্যেচ্ছায়াং সমাহিতঃ॥ তথা যণ্মাসপর্য্যন্তং মৃতুস্তস্য ন বিদ্যতে। শিরোহীনং যদা পশ্যেৎ যণ্মাসাভ্যন্তরে মৃতিঃ॥ যথা পাদৌ ন দৃশ্যতে ভার্য্যাহানির্ন সংশয়ঃ॥ ন দৃশ্যতে যদা প্রাণীভ্রাতুর্হানির্ন সংশয়ঃ॥ এতজ্জ্ঞাত্বা সুধীঃ সম্যগ্ গঙ্গাতীরং সমাশ্রয়েৎ। যোগাভ্যাসেন সততং প্রাণয়ামেণ সংস্মৃতিঃ॥ যথা বা সৎসমীপস্থোলক্ষং মৃত্যুঞ্জয়ং জপেৎ। যোনভূক্তা হবিষ্যাশী যতবাগ্‌যতমানসঃ॥ মৃতুঞ্জয়েন্ন সন্দেহঃ অন্যথা মৃত্যুমৃচ্ছতি। যদা তু মলিনং পশ্যেজ্জ্বরপীড়া ভবেত্তদা॥ তস্য শান্তিং প্রাকুর্ব্বীত শিবসেবাং সমাহিতঃ। রক্তবর্ণং যদা পশ্যেদৈশ্বর্য্যং ভবতি ধ্রুবম্॥ মধ্যচ্ছিদ্রং যদা পশ্যেচ্ছত্রুঘাতো ভবেত্তদা। এবং সন্দর্শনং দেবি জ্ঞানবান্ ভবতি ধ্রুবম্॥ নারদায় পূরা প্রোক্তং ময়া পুরুষদর্শনম্। তৎপ্রসাদার্ম্মহাযোগী ভূত্বা লোকংশ্চরত্যসৌ॥ স্বচ্ছায়াদর্শনং দেবি কলৌ পুরুষলক্ষণম্। দীর্ঘায়ূঃ সমবাপ্নোতি জ্ঞানঞ্চাপি সুনির্ম্মলম্।

ইতি যোগপ্রদীপিকায়াং উমামহেশ্বরসংবাদে ছায়াপুরুষলক্ষণং নাম পঞ্চমঃ পটলঃ॥

ওঁ অস্য শ্রীচ্ছায়াপুরুষগ্রহণমন্ত্রস্য ব্রহ্মার্ষির্বৃহদ্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ছায়াদেবী দেবতা হাং বীজং স্বাহা শক্তিঃ পুরুষ ইতি কীলকং সর্ব্বসিদ্ধিসন্দর্শনসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। হামিত্যাদি ষড়ঙ্গন্যাসঃ মায়য়া মায়য়া লোঁ লোঁ হ্রীঁ মায়া শিববিচার্য্য ঋষয়ঃ ওঁ হ্রীঁ অং গাং সরস্বতি ওঁ নমো ভগবতে ভূতশরীরমাত্মানমাকাশে দর্শয় দর্শয় ত্রাঁ ত্র্যঁ ত্রাঁ হ্রীঁ ভৈরবায় নমঃ স্বাহা। ইতি মন্ত্রঃ॥

পাদাভাবে চ পুত্রং বা বাহুভাবে চ বান্ধবম্। আত্মানাং শিরসোঽভাবে সর্ব্বাভাবে কুলক্ষয়ম্॥ বিশীর্ণে বিধৃতে ধৃতে কুম্ভে ধূমে চ বিজ্বরম্ দুর্ভিক্ষং জায়তে ঘোরং কজ্জলে চ পরাঙ্মুখে॥ সংপূর্ণে চ মুখে সূক্ষ্মে ক্ষেমলাভং সুসিদ্ধয়ে। হীনে রক্তে জয়ে শীতে উষ্ণে মৃত্যুর্নসংশয়ঃ॥ পতিভীতিং শস্ত্র খাতমিতি বেদবিদো বিদুঃ। মৃত্যুঞ্জয়ং জপন্নেব শান্তিস্তস্য বিধীয়তে॥ ষণ্মাসে মরণং তস্য শীর্ষাদ্যপচয়ে বিদুঃ॥ মৃত্যুঞ্জয়যন্ত্রম্॥ প্রথমং প্রণবম্যালিখ্য তন্মধ্যে সাধ্যনামকম্ বহিরষ্টদলং পদ্মং ষান্তান্তং বসূপত্রকে॥ বিলিখেৎ সহকারাঞ্চ কেশরেষু সুশোভিতম্। তদ্বহিশ্চন্দ্রবিত্তং স্যাৎ ষোড়শস্বরকং লিখেৎ॥ দ্বারং ভূপুরমালিখ্য চতুর্দ্বারঞ্চ বারুণম্। পাথেয়ঞ্চ চতুষ্কোণং চক্রং মৃত্যুঞ্জয়ং ভবেৎ॥ জ্বরাদিসর্ব্বরোগাদিদাহশান্তিকরং পরম্। মৃত্যুঞ্জয় মহাচক্রং সর্ব্বরক্ষাকরং নৃণাম্॥ ধ্যানম্ চন্দ্রার্কাগ্নিবিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্বয়ান্তঃস্থিতং মুদ্রাপাশমৃগাক্ষসূত্রবিলসৎপাণিং হিমাংশুভপ্রভম্। কোটীরেন্দুগলৎসুধাপ্লুততনুংহারাদিভূষোজ্জ্বলং কান্ত্যা বিশ্ববিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জয়ং ভাবয়েৎ॥ নত্বা তাতগুরুং শিবং গণপতিং মন্ত্রং জপেৎ সর্ব্বদা। খে লক্ষেৎ সততং বিলোকনবশং শুক্লে রবৌ প্রত্যহম্॥ খে বিলোকনমন্ত্রস্তু। ওঁ হ্রীঁ ভূচরী খেচরী আত্মানামাকাশে দর্শয় সর্ব্ববৃত্তান্তং কথয় কথয় হুং ফট্ স্বাহা। যং পশ্যেৎ সর্ব্বগং শান্তং আত্মানং সত্যমদ্বয়ম্। ন তেন কিঞ্চিদ্ধ্যাতব্যং জ্ঞাতব্যং বাবশিষ্যতে॥

ইতি যোগপ্রদীপিকায়াং ছায়াপুরুষোপদেশো নাম ষষ্ঠঃ পটলঃ।

চরক ও নানা গ্রন্থমতে মৃত্যুজ্ঞান।

উত্তরাভিমুখস্থো যো যদি গচ্ছতি দক্ষিণং।
দিঙ্মূঢ়ঃ স তদা জ্ঞেয়ঃ সপ্তমাসান্ন জীবতি॥ ১॥

যদি কোন ব্যক্তি উত্তরাভিমুখে গমন করিতে করিতে দিগ্‌ভ্রমবশতঃ দক্ষিণদিকে গমন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সপ্তমাসের অধিক জীবিত থাকিতে পারে না॥ ১॥

শুদ্ধনির্ম্মলমাদিত্যবিবরং যদি পশ্যতি।
তদ্বর্ষান্তে ক্ষয়ং যাতি নান্যথা ভৈরবোদিতঃ॥ ২॥

যদি কোন ব্যক্তি নির্মল সূর্যবিবর দেখিতে পায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির বর্ষান্তে মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ২॥

সিতং কৃষ্ণং হরিদ্রাভং সমূলং ভানুমণ্ডলং।
যঃ পশ্যতি সদাসৌ বৈ বর্ষাদর্দ্ধং ন জীবতি॥৩॥

যে ব্যক্তি সমস্ত সূর্যমণ্ডল শুক্লবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা হরিদ্রাবর্ণ দেখিতে পায়, সেই ব্যক্তি বর্ষার্দ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হয়॥ ৩॥

রবিবিম্বে জলে দৃষ্টে সংপূর্ণে ন মৃতিঃ ক্বচিৎ। খণ্ডে দিক্ষু ক্রমান্মৃত্যুরেকদ্বিত্রিষু মাসতঃ। মধ্যচ্ছিদ্রে দশাহেন তজ্জলে ধূমসঙ্কুলে॥ ৪॥

জলচ্ছায়াতে সূর্যমণ্ডল সম্পূর্ণ দেখিতে পাইলে তাহার মৃত্যু হয় না। কিন্তু যদি একভাগ, দুইভাগ অথবা তিনভাগ দেখিতে পায়, তাহা হইলে, ক্রমশঃ একমাস, দুইমাস ও তিনমাসের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয় এবং যদি সূর্যমণ্ডলের মধ্যে ছিদ্র দৃষ্ট হয় ও সেই জল ধূমসঙ্কুল দেখে তবে দশাহের মধ্যে তাহার মৃত্যু নিশ্চয় হইবে॥ ৪॥

অরুন্ধতীং ধ্রুবং সোমং ছায়ায়াং বা মহাপথং।
যো ন পশ্যতি নিস্তেজো বর্ষান্তে ম্রিয়তে ধ্রুবং॥ ৫॥

যে ব্যক্তি অরুন্ধতী ও ধ্রুবতারা এবং ছায়াপথ দেখিতে পায় না, সেই ব্যক্তির একবর্ষান্তে মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ৫॥

সচ্ছিদ্রোদৃশ্যতে চন্দ্রস্তদ্বদ্বা দর্পণে রবিঃ।
দৃশ্যতে নিস্পৃহো বাপি যস্যাসৌ ম্রিয়তেঽব্দতঃ॥৬॥

যদি কোন ব্যক্তি দর্পণে চন্দ্র ও সূর্যবিম্ব সচ্ছিদ্র দেখিতে পায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির বর্ষমধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ৬॥

সংপূর্ণে বহতে সূর্য্যে যস্য সোমো ন দৃশ্যতে।
বর্ষান্তে জায়তে মৃত্যুঃ কালজ্ঞানং শিবোদিতং॥ ৭॥

যে ব্যক্তির সূর্যনাড়ী বহনকালে চন্দ্রদর্শন হয় না, সেই ব্যক্তির বর্ষান্তে মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ৭॥

যস্য বা স্নানমাত্রেণ হৃদয়ং যদি শুষ্যতি।
ধূমো বা দর্শনে যস্য সপ্তমাসান্তজীবনং॥ ৮॥

যে ব্যক্তির স্নানমাত্রে হৃদয় শুষ্ক হয় ও ধূমদর্শন হইয়া থাকে, সপ্তমাসের মধ্যে সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ৮॥

অগ্রতঃ পৃষ্ঠতো বাপি যস্য স্যাৎ খণ্ডিতং পদং।
কর্দ্দমে পাংশুপুঞ্জে বা সপ্তমাসান্তজীবনং॥ ৯॥

যাহার গমন সময়ে হঠাৎ অগ্রে কিম্বা পশ্চাদ্ভাগে পদস্খলন হয় ও কর্দমে অথবা ধূলিরাশিতে গমনকালে যে ব্যক্তির পদ ভগ্ন হয়, সেই ব্যক্তি সপ্তমাসের মধ্যে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়॥ ৯॥

কৃষ্ণরক্তানি বস্ত্রাণি রক্তমাল্যানুলেপনং।
স্বপ্নে যো লভতেঽকস্মাৎ ষণ্মাসান্তে ন জীবতি॥ ১০॥

যে ব্যক্তি অকস্মাৎ স্বপ্নাবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা রক্তবর্ণ বস্ত্র ও মাল্যাদিলাভ করে, ষন্মাসের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ১০॥

ভক্তিঃ শীলং স্মৃতিস্ত্যাগো বুদ্ধির্ব্বলমহেতুকং।
যস্যৈতানি নিবর্ত্তন্তে ষণ্মাসান্তং ন জীবতি॥ ১১॥

যে ব্যক্তির ভক্তি, স্বভাব, স্মরণশক্তি ও বুদ্ধি এই সকলের অকারণে পরিবর্তন হয়, সেই ব্যক্তি ষণ্মাসের অধিক জীবিত থাকে না॥ ১১॥

রাক্ষসৈর্ভূতবেতালৈঃ শ্বানশূকরগর্দ্দভৈঃ। গৃধ্রৈঃ কাকৈরুলূকৈশ্চ মহিষৈর্ব্বাক্রমেলকৈঃ। স্বপ্নে বেষ্টিতমাত্মানং পশ্যেদব্দান্ন জীবতি॥ ১২॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় আপনাকে রাক্ষস, ভূত, বেতাল, কুকুর, শূকর, গর্দভ, গৃধিনী, কাক, পেচক, মহিষ অথবা উষ্ট্রে পরিবৃত দেখে, সেই ব্যক্তি এক বৎসরের অধিক জীবিত থাকে না॥ ১২॥

আসোরস্কাং যদা শশ্যেদাত্মচ্ছায়ামথাপি বা।
সুকৃষ্ণাস্তারকাঃ পশ্যেৎ ষণ্মাসান্তে ন জীবতি॥ ১৩॥

যদি কোন ব্যক্তি আপন ছায়াতে বক্ষঃস্থল পর্যন্ত দৃষ্টি করে এবং আকাশে তারাগণ কৃষ্ণবর্ণ দেখিতে পায়, তবে সেই ব্যক্তি ছয়মাসের অধিক জীবিত থাকে না॥ ১৩॥

নিশি চাপং দিবা চোল্কামমেঘে নিশিদর্শনং।
যঃ পশ্যেন্ম্রিয়তে সোপি ষণ্মাসাচ্ছঙ্করোদিতং॥ ১৪॥

যদি কোন মনুষ্য রাত্রিতে ইন্দ্রধনু ও দিবাভাগ উল্কাপাত দেখিতে পায় এবং মেঘশূন্য সময়ে রাত্রিবৎ বোধ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ছয়মাসের অধিক জীবিত থাকে না॥ ১৪॥

স্বপ্নে দেহং স্বকং স্থূলং তৈলাক্তং বাথ পশ্যতি।
ভীতঃ ক্রূরোঽথবা নিত্যং মাসাদূর্দ্ধং ন জীবতি॥ ১৫॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় স্বীয় শরীর স্থূল ও তৈলাক্ত দেখিতে পায় কিম্বা আপনি ভীত বা ক্রুদ্ধ হয়, সেই ব্যক্তি একমাসের অধিক জীবিত থাকে না॥ ১৫॥

শঙ্খাবর্ত্তে ভ্রূবোর্ম্মধ্যে গুল্‌ফয়োর্ম্মর্ম্মসন্ধিষু।
স্যন্দনং যস্য নৈবাস্তি মাসাদূর্দ্ধং ন জীবতি॥ ১৬॥

ললাটে, ভ্রূমধ্যে, গুল্‌ফদ্বয়ে ও মর্মসন্ধিতে যে ব্যক্তির স্বেদনিঃসরণ না হয়, সেই ব্যক্তি একমাসের অধিক জীবিত থাকে না॥ ১৬॥

চক্ষুষী স্রবতো নিত্যং ন শৃণোত্যপি নিশ্চিতং।
দীপগন্ধং ন জানাতি পক্ষাদূর্দ্ধং ন জীবতি॥ ১৭॥

যাহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে অনবরত জলস্রাব হয় ও কেহ কোন কথা কহিলে তাহা হঠাৎ শুনিতে পায় না এবং যে ব্যক্তির দীপগন্ধ অনুভূত হয় না, সেই ব্যক্তি এক পক্ষের অধিক জীবিত থাকে না॥ ১৭॥

ওষ্ঠয়োর্দ্ধুসরত্বঞ্চ শুষ্কং বা তালুদেশকং।
স্কন্ধৌ চ ভগ্নমায়ান্তৌ ষণ্মাসান্তে ন জীবতি॥ ১৮॥

যদি কোন ব্যক্তির ওষ্ঠদ্বয় ধূসর ও তালুদেশ শুষ্ক হয় এবং স্কন্ধদ্বয় ভগ্ন বোধ হয়, সেই ব্যক্তি ষণ্মাসের অধিক জীবিত থাকে না॥ ১৮॥

ভুঞ্জতো যস্য বা নিত্যং যুকা বা মক্ষিকাদয়ঃ।
ত্যজন্তে বাথ বৈরস্যং ষণ্মাসান্তে ন জীবতি॥ ১৯॥

যে ব্যক্তি উকুন কিম্বা মক্ষিকা ভোজন করিয়া তাহাতে কোনপ্রকার বৈরস্য প্রকাশ করে না, সেই ব্যক্তি ষন্মাসের মধ্যে মরিয়া যায়॥ ১৯॥

যাম্যে নাসাপুটে বায়ুর্যস্য বাতি দিবানিশং।
অখণ্ডং তস্য চৈবায়ুঃ ক্ষয়েদহস্ত্রয়েণ হি॥ ২০॥

যাহার দক্ষিণনাসাতে দিবা ও রাত্রিতে সর্বদা শ্বাসবায়ু প্রবাহিত হয়, তিনদিনের মধ্যে সেই ব্যক্তির আয়ু নিঃশেষ হইয়া যায়॥ ২০॥

দ্ব্যহোরাত্রং ত্র্যহোরাত্রং বায়ুর্ব্বহতি সন্ততং।
সার্দ্ধৈকমাসং তস্যেহ জীবিতং খলু চোচ্যতে॥ ২১॥

দুই দিবস ও দুই রাত্রি কিম্বা তিনদিবস ও তিনরাত্রি পর্যন্ত যাহার শ্বাসবায়ু অপরিবর্তিতরূপে প্রবাহিত হয় সার্দ্ধমাস মধ্যে তাহার জীবন শেষ হয়॥ ২১॥

বহির্নাসাপুটে যুগ্মে দশাহানি নিরন্তরং।
বায়ুশ্চেৎ সহসংক্রান্তঃ স জীবতি দিনদ্বয়ং॥ ২২॥

যাহার শ্বাস দশদিন পর্যন্ত উভয় নাসাপুটে সমভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে, সেই ব্যক্তি দুই দিন পর্যন্ত জীবিত থাকে॥ ২২॥

নাসাবর্ত্মদ্বয়ং হিত্বা যস্য বায়ুর্ম্মুখাদ্বহেৎ।
সচেদ্দিনদ্বয়ং স্থিত্বা ততো যমপুরং ব্রজেৎ॥ ২৩॥

যাহার শ্বাস নাসাপুট পরিত্যাগ করিয়া কেবল মুখদ্বারা প্রবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি দুই দিন জীবিত থাকিয়া যথাসময়ে গমন করে॥ ২৩॥

অকস্মাদ্বীক্ষতে যস্তু পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং।
তস্মিন্নেব ক্ষণে রূপং স জীবেদ্বৎসরদ্বয়ং॥ ২৪॥

যে ব্যক্তি অকস্মাৎ কৃষ্ণপিঙ্গল পুরুষ দর্শন করে এবং সেই ক্ষণেই রূপান্তর দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি দুই বৎসরের অধিক বাঁচিতে পারে না॥ ২৪॥

যত্র বীর্য্যং মলং মূত্রং ক্ষুতং নূনমনন্তরং।
ইত্যেকদা ভবেদ্বাপি অব্দমায়ুশ্চ নশ্যতি॥ ২৫॥

যাহার একদা বীর্য, মল ও মূত্রক্ষরণ এবং হাঁচি হইয়া থাকে এক বৎসরের মধ্যে তাহার আয়ু শেষ হয়॥ ২৫॥

ইন্দ্রনীলনিভং ব্যোম্নি নাকং ধূম্রং সমীক্ষতে।
ইতস্ততঃ প্রসৃমরং ষণ্মাসঞ্চ স জীবতি॥ ২৬॥

যাহার আকাশ ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় কিম্বা ধূম্রবর্ণ ও চতুর্দিক ধূসরবর্ণ দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তির ছয়মাসের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ২৬॥

অরুন্ধতী ধ্রুবঞ্চৈব বিষ্ণো স্ত্রীণি পদানি চ।
আসন্নমৃত্যুর্ন পশ্যেচ্চতুর্থং মাতৃমণ্ডলং॥ ২৭॥

যাহার মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়াছে, সেই ব্যক্তি অরুন্ধতী, ধ্রুবনক্ষত্র এবং মাতৃমণ্ডল দেখিতে পায় না॥ ২৭॥

ভাদ্রেঽহ্নি বারে সূর্য্যস্য পুষ্টীকৃত্য দিবাকরং।
প্রকৃত্যাপ্সু ন তান্ পশ্যেৎ ষণ্মাসেন স মৃত্যুভাক্॥ ২৮॥

ষণ্মাসমধ্যে যাহার মৃত্যু স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ভাদ্রমাসের রবিবারে জলচ্ছায়ায় সূর্য দেখিতে পায় না॥ ২৮॥

বেত্তি নীরাদিবস্ত্বন্যৎ কটম্লাদিরসস্য চ।
অকস্মাদন্যথাভাবং ষণ্মাসেন স মৃত্যুভাক্॥ ২৯॥

যে ব্যক্তি জলের স্বাদ পায় না এবং কটু ও অম্ল প্রভৃতি অন্যান্য বস্তুর স্বাদ বিপরীত বোধ হয়, সেই ব্যক্তি ষণ্মাসের অধিক জীবিত থাকিতে পারে না॥ ২৯॥

ষণ্মাসমৃত্যুলোকস্য কণ্ঠৌষ্ঠরসনা যদা।
শুষ্যন্তি সততং তস্য নরস্য তালুপঞ্চমাঃ॥ ৩০॥

যাহার সর্বদা কণ্ঠ, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও তালু শুষ্ক হয়, সেই ব্যক্তির ষণ্মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়॥ ৩০॥

রেতং কবচনেত্রান্তা মলিনানি ভবন্তি বৈ।
সএব যামনগরং ষষ্ঠে মাসি ব্রজেন্নরঃ॥৩১॥

যাহার শুক্র, বক্ষঃপ্রান্ত ও চক্ষু মলিন হয়, সেই ব্যক্তির ষণ্মাসের মধ্যে আয়ু শেষ হইয়া থাকে॥ ৩১॥

দ্রুতমারুহ্য শকটং ত্রিবর্গং যস্য মস্তকং।
ধ্রুবং প্রয়াতি তস্যায়ুঃ ষণ্মাসাৎ পরিসংক্ষয়ং॥৩২॥

যে ব্যক্তি দ্রুত শকটারোহণ করিলে মস্তক ঘূর্ণিত হয়, ষণ্মাসের মধ্যে তাহার আয়ুঃক্ষয় হইয়া যায়॥ ৩২॥

সুস্নাতস্যাপি যস্যাশু হৃদয়ং পরিশুষ্যতি।
চরণৌ চ করৌ চাপি ত্রিমাসং তস্য জীবিতং॥৩৩॥

স্নান করিবামাত্র যাহার হৃদয়, চরণ ও মস্তক শুষ্ক হয়, সেই ব্যক্তির আয়ু তিনমাসে ক্ষয় পায়॥ ৩৩॥

পৃথিবী দ্বিভবেদ্‌যস্য পাদং খণ্ডপদাকৃতিঃ।
পার্শ্বে চ কুণ্ডলম্বাপি পঞ্চমাসান্ স জীবতি॥৩৪॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে বা অকস্মাৎ পৃথিবীকে দ্বিখণ্ড বা চতুর্ধা বিভক্ত অথবা পার্শ্বে কুণ্ডলাকৃতি দর্শন করে, সেই ব্যক্তি পঞ্চমাসের অধিক জীবিত থাকে না॥ ৩৪॥

দেহঃ প্রকম্পতে যস্য দেহবন্ধোপি নিশ্চলঃ।
কৃতান্তদূতা বধ্নন্তি চতুর্থে মাসি নিশ্চিতং॥৩৫॥

যাহার দেহ অকস্মাৎ কম্পিত হয় এবং দেহবন্ধ নিশ্চল হইয়া থাকে, তাহাকে চতুর্থমাসে যমদূত বন্ধন করিয়া নেয়॥ ৩৫॥

নিজস্য প্রতিবিম্বস্য নিশ্চলের্ষূদকাদিষু।
উত্তমাঙ্গং ন পশ্যেদ্‌যো ষণ্মাসেন বিনশ্যতি॥৩৬॥

নিশ্চল জলাদিতে যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিবিম্ব মস্তকহীন দর্শন করে, সেই ব্যক্তি ষণ্মাসের মধ্যে বিনাশ পায়॥ ৩৬॥

মতিঃ ভ্রংশ্যেৎ স্থলে বাপি ধনুরৈন্দ্রং ন পশ্যতি। চন্দ্রস্য মণ্ডলং যস্তু

রাত্রৌ ব্যোম্নি দিবা বসু। যুগপচ্চ চতুর্দ্দিক্ষু শক্রকোদণ্ডমণ্ডলং। ভূধরো ভূধরাগ্রো বা গন্ধর্ব্বনগরালয়ং দিবা নিশা চ নৃত্যঞ্চ এতে পঞ্চত্বহেতবে॥৩৭॥

যাহার জলেতে স্থল বলিয়া মতিভ্রম হয়, ইন্দ্রধনু দেখিতে পায় না, রাত্রিকালে আকাশে চন্দ্রমণ্ডল অদৃশ্য হয়, দিবসে আকাশমণ্ডল নক্ষত্র পূর্ণ দেখে, একদা চতুর্দিকে ইন্দ্রধনু দেখিতে পায়; পর্বত পর্বতাগ্র ও গন্ধর্বনগর সতত দৃষ্ট হয় এবং দিবা ও রাত্রিতে নৃত্য দর্শন করে, শীঘ্র সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ৩৭॥

করাবরুদ্ধশ্রবণং সংশৃণোতি ন চ ধ্বনিঃ।
স্থূলঃ কৃশঃ কৃশঃ স্থূলস্তদা মাসান্ন বর্ত্ততে॥৩৮॥

যে ব্যক্তির হঠাৎ হস্তদ্বয় বন্ধ হয়, কর্ণে শব্দ শুনিতে পায় না এবং অকস্মাৎ কৃশ ব্যক্তি স্থূল ও স্থূল ব্যক্তি কৃশ হয়, সেই ব্যক্তির একমাসের মধ্যে মরণ হয়॥ ৩৮॥

যঃ পশ্যেদাত্মনশ্ছায়াং দক্ষিণাসাসমাশ্রিতাং।
দিনানি পঞ্চ জীবিত্বা পঞ্চত্বমুপযাতি সঃ॥৩৯॥

যে ব্যক্তি দক্ষিণদিকে নিজ ছায়া দেখিতে পায় না, সেই ব্যক্তি পঞ্চ দিবস জীবিত থাকিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়॥ ৩৯॥

প্রেক্ষ্যতে ভক্ষ্যতে যস্তু পিশাচাসুররাক্ষসৈঃ। ভূতৈঃ প্রেতৈঃ শ্বভির্গৃধ্রের্গোমায়ুমৃগশূকরৈঃ। শরভৈঃ শলভৈঃ শ্যেনৈ রশ্বভিঃ স্থিতকোরকৈঃ। স্বপ্নে সংজীবিতং দৃষ্ট্বা বর্ষান্তে যমমীক্ষতে॥৪০॥

যে ব্যক্তি এইরূপ স্বপ্নে দর্শন করে যে, তাহাকে পিশাচ, অসুর, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, কুক্কুর, শকুনি, শৃগাল, শূকর, মৃগ, পতঙ্গ, কিম্বা শ্যেনগণে ভক্ষণ করিতেছে অথবা দর্শন করিতেছে, সেই ব্যক্তি বর্ষান্তে যমপুর দর্শন করে॥ ৪০॥

গন্ধপুষ্পাংশুকৈঃ শ্যেনৈঃ স্বাং তনুং ভূষিতাং নরঃ।
যঃ পশ্যেৎ স্বপ্নসময়ে ত্বষ্টৌ মাসান্ন জীবতি॥৪১॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নেতে আপনাকে গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা ভূষিত দর্শন করে, সেই ব্যক্তি অষ্টমাসের অধিক জীবিত থাকে না॥ ৪১॥

পাংশুরাশিঞ্চ বল্মীকং যূপং দণ্ডমথাপি চ।
যোঽধিরোহতি বৈ স্বপ্নে সোঽষ্টমাসাৎ প্রণশ্যতি॥ ৪২॥

যে ব্যক্তি ধূলিরাশি, বল্মীক (উইপোকার ঢিপি) যূপকাষ্ঠ ও দণ্ড এই সকল স্বপ্নে দর্শন করে এবং এই সকলেতে অরোহিত হয়, সেই ব্যক্তি অষ্টম মাসে বিনাশ পায়॥ ৪২॥

রাসভারূঢ়মাত্মানং তৈলভ্যঙ্গঞ্চ মণ্ডিতং।
যমালয়ে নিয়মানঃ স্বপ্নে পশ্যেৎ স পূর্ব্বজান্॥ ৪৩॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নেতে আপনাকে গর্দভারূঢ়, তৈললিপ্ত ও ভূষিত দর্শন করে, সেই ব্যক্তি শীঘ্র যমালয়ে নীত হয়॥ ৪৩॥

স্বমৌলৌ সুতনৌ বাপি যঃ পশ্যেৎ স্বপ্নগোচরঃ।
তৃণানি শুষ্ককাষ্ঠানি ষষ্ঠে মাসি ন জীবতি॥ ৪৪॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নেতে স্বীয় মস্তকে ও শরীরে তৃণ কিম্বা শুষ্ককাষ্ঠ দর্শন করে, সেই ব্যক্তি ষণ্মাসের অধিক জীবিত থাকে না॥ ৪৪॥

লৌহদণ্ডধরং কৃষ্ণপুরুষং কৃষ্ণবাসসং।
স্বয়ং যোঽগ্রেস্থিতং পশ্যেৎ ত্রিমাসান্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৪৫॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নেতে লৌহদণ্ডধারী, কৃষ্ণবস্ত্রপরিধান কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকে সম্মুখে দর্শন করে, সেই ব্যক্তি তিন মাসের মধ্যে যমালয়ে গমন করে॥ ৪৫॥

কালীকুমারী যঃ স্বপ্নে বধ্নীয়াদ্বাহুপাশকৈঃ।
ষণ্মাসেন চ বীক্ষেত নগরীং শমনাশ্রয়াং॥ ৪৬॥

যে ব্যক্তি বাহুরজ্জুতে আবদ্ধ কৃষ্ণবর্ণা কুমারীকে স্বপ্নে দর্শন করে, সেই ব্যক্তির ষণ্মাসের মধ্যে শমন নগরে গমন করে॥ ৪৬॥

অরশ্মিবিম্বং সূর্য্যঞ্চ বহ্নিঞ্চৈবাংশুমালিনং।
দৃষ্টৈকাদশমাসাচ্চ নচোর্দ্ধং স ন জীবতি॥ ৪৭॥

যে ব্যক্তি রশ্মিবিহীন সূর্য ও অংশুজালে আবৃত অগ্নি দর্শন করে, সেই ব্যক্তি এক মাসের বেশী জীবিত থাকে না॥ ৪৭॥

হন্যতে কাকপঙ্‌ক্তিভিঃ পাংশুর্ব্বর্ষতি বামতঃ।
স্বচ্ছায়ামন্যথা দৃষ্ট্বা চতুঃ পঞ্চ স জীবতি॥৪৮॥

যাহাকে কাকগণ হনন করে এবং বামভাগে ধূলি বর্ষণ হয় ও স্বীয় ছায়াকে অন্যথা দর্শন করে, সেই ব্যক্তি চার পাঁচ মাসের বেশী জীবিত থাকে না॥ ৪৮॥

ঘৃতৈস্তৈলৈস্তথাদর্শে স্তোয়েন তনুমাত্মনঃ।
যাচ্চ পশ্যেদশিরস্কাং মাসাচ্চোর্দ্ধং ন জীবতি॥৪৯॥

ঘৃত, তৈল, দর্পণ অথবা জলচ্ছায়ায় আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন করিলে, যে ব্যক্তি স্বীয় মস্তক দেখিতে পায় না, সেই ব্যক্তি এক মাসের বেশী জীবিত থাকে না॥ ৪৯॥

যস্য নিত্যং শবগন্ধো গাত্রবসনয়োরপি।
তস্যার্দ্ধমাসিকং জ্ঞেয়ং যোগী চাপি ন জীবতি॥৫০॥

যাহার গাত্রে ও বস্ত্রে সর্বদা শবগন্ধ নির্গত হয়, তাহার অর্দ্ধমাস আয়ু জানিবে। পরম যোগীও ইহার অধিক দিন জীবিত থাকে না॥ ৫০॥

যস্য বৈ স্নানমাত্রস্তু কপালমাশু শুষ্যতি।
পীতঞ্চাপি জলং পশ্যেদ্দশাহং তস্য জীবনং॥৫১॥

স্নানকরা মাত্র যাহার কপাল শুষ্ক হয় এবং জলপান করা মাত্র তৎক্ষণাৎ তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, দশদিবস মাত্র তাহার জীবন থাকে॥ ৫১॥

ঋক্ষবানরযানস্থো যোগচ্ছেদ্দক্ষিণাং দিশং।
স্বপ্নে পশ্যতি তস্যাপি মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥৫২॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় এইরূপ দর্শন করে যে, বানর বা ভল্লুকে আরোহণ করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিতেছে, অতি শীঘ্র তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে॥ ৫২॥

রক্তকৃষ্ণাম্বরধরা গায়ন্তি বা হসন্তি চ।
দক্ষিণস্যাং নয়েদ্বাপি স্বপ্নে সোপি ন জীবতি॥৫৩॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে এইরূপ দর্শন করে যে, কৃষ্ণবর্ণা ও রক্তবস্ত্র পরিহিতা কামিনী নৃত্য ও হাস্য করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে তাহাকে লইয়া যায়, সেই ব্যক্তির শীঘ্র মৃত্যু হয়॥ ৫৩॥

আম্রমস্তকমূলাদ্বা নিমগ্নং পঙ্কসাগরে।
স্বপ্নে পশ্যেত্তদা যস্তু স সদ্যো ম্রিয়তে নরঃ॥ ৫৪॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় এইরূপ দর্শন করে যে, আম্র বৃক্ষের মস্তক হইতে পঙ্কসাগরে পতিত হইতেছে, সেই ব্যক্তির সদ্য মৃত্যু হয়॥ ৫৪॥

কেশাঙ্গারচিতাভস্মভুজগানজলাং নদীং।
দৃষ্ট্বা স্বপ্নে দশাহে বা মৃত্যুরেকাদশে দিনে॥ ৫৫॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নকালে কেশ, অঙ্গার, চিতাভস্ম, সর্প ও শুষ্ক নদী দর্শন করে, সেই ব্যক্তির দশাহের মধ্যে মৃত্যু হয়॥ ৫৫॥

সূর্য্যোদয়ে শিবা যস্য ক্রোশন্ যাতি চ সম্মুখং।
বিপরীতং পুরীষং বা সদ্যো মৃত্যুং স গচ্ছতি॥ ৫৬॥

সূর্যোদয়কালে শৃগাল উচ্চশব্দ করতঃ যাহার সম্মুখে আগমন করে এবং অতিশয় মল নির্গত হয়, সেই ব্যক্তি সদ্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়॥ ৫৬॥

যস্য বৈ ভুক্তমাত্রন্তু হৃদয়ং বাধ্যতে ক্ষুধা।
জায়ন্তে দন্তহর্ষাশ্চ স গতায়ুর্ন সংশয়ঃ॥ ৫৭॥

ভোজন করিবামাত্র যাহাকে ক্ষুধায় কাতর করে এবং দন্ত হর্ষ হয়, সেই ব্যক্তিকে গতায়ু নিশ্চয় করিবে॥ ৫৭॥

শক্রয়ুধঞ্চার্দ্ধরাত্রে চন্দ্রস্য গ্রহণং দিবা।
দৃষ্ট্বা তেন চ সংক্ষীণজীবিতং নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫৮॥

যে ব্যক্তি অর্দ্ধরাত্রি সময়ে ইন্দ্রধনু এবং দিবাতে চন্দ্রগ্রহণ দর্শন করে, তাহার জীবন শীঘ্রক্ষয় হইবে॥ ৫৮॥

নাসিকা বক্রতা মেতি কর্ণৌ নয়নকৌ তথা।
নেত্রে বাষ্পং সরেদ্যস্য স গচ্ছেদ্যমসাদনং॥ ৫৯॥

যাহার নাসিকা বক্র এবং কর্ণদ্বয় উন্নত হয় ও যাহার নেত্র হইতে অনবরত অশ্রু নিসৃত হইতে থাকে, সেই ব্যক্তি শীঘ্র যমসদনে গমন করে॥ ৫৯॥

বলিং বলিভূতো যস্য প্রণীতং নোপভুঞ্জতে।
লোকান্তরগতঃ পিণ্ডং ভুংক্তে সংবৎসরেণ সঃ॥

যে ব্যক্তি বায়সাদি বলিভোজী প্রাণীদিগকে বলি প্রদান করিলে তাহারা ঐ বলী ভক্ষণ না করে, তবে সে সম্বৎসরের মধ্যেই লোকান্তরে গমন করিয়া পিণ্ডভোজন করে।

ভক্তিঃ শীলং স্মৃতিস্ত্যাগো বুদ্ধির্ব্বলমহেতুকং।
ষড়েতানি নিবর্ত্তন্তে ষড়্ভির্ম্মাসের্ম্মরিষ্যতঃ॥

যে ব্যক্তির বিনা কারণেই ভক্তিশীল, স্মৃতি, বদান্যতা, বুদ্ধি এবং বল এই ছয়টির নিবৃত্ত হয়, সে নিশ্চয়ই ছয় মাসের মধ্যে শমনভবনে গমন করিবে।

রেতোমূত্রপুরীষাণি যস্য নজ্জতি চাম্ভসি।
স নাসাৎ স্বজনেদ্বেষ্টা মৃত্যুবারিণি মজ্জতি॥

যাহার শুক্র, মূত্র ও পুরীষ জলে নিমগ্ন এবং স্বজনের প্রতি দ্বেষ হয়, সে মৃত্যুরূপ জলে নিমগ্ন হইবে অর্থাৎ মরিবে।

অথাস্য কেশলোমান্যাযচ্ছেৎ। তস্য চেৎ কেশলোমান্যায়স্যমানানি প্রলুচ্যেরন্ ন চেদ্বেদয়ৎ পরাসুরিতি বিদ্যাৎ।

যদি রোগীর কেশ টানিলে উঠিয়া যায় এবং রোগী যদি তাহা জানিতে না পারে, তবে ঐ রোগীর আয়ুঃশেষ হইয়াছে জানিবে।

অথাস্যাঙ্গুলীরাযচ্ছেত্তস্য চেদঙ্গুলয় আয়স্যমানা ন চেৎ স্ফুটেয়ুং পরাসুরিতি বিদ্যাৎ।

যদি রোগীর অঙ্গুলি ধরিয়া টানিলে শব্দ না হয়, তবে ঐ রোগীকে গতায়ু বলিয়া জানিবে॥

জাগ্রৎ পশ্যতি যঃ প্রেতান্ রক্ষাংসি বিবিধানি চ।
অন্যদাপ্যদ্ভূতং কিঞ্চিন্ন স জীবিতুমর্হতি॥

যে জাগ্রৎ অবস্থায় নানাপ্রকার প্রেত ও রাক্ষস বা এইরূপ অন্য কোন অদ্ভুত দর্শন করে, সে কখনই জীবিত থাকিতে পারে না॥

যোঽগ্নিং প্রকৃতিবর্ণস্থিং নীলং পশ্যতি নিষ্প্রভং।
কৃষ্ণং বা যদি বা শুক্লং নিশাং বসতি সপ্তমীং॥

যে প্রকৃতিস্থ অগ্নিকে নীল, নিষ্প্রভ, কৃষ্ণ অথবা শুক্ল বর্ণ দেখে, সে বড় জোর সাত রাত্রি পৃথিবীতে বাস করিতে পারে অর্থাৎ অষ্টম দিবসে তাহার মৃত্যু হইবে।

সংবৃত্তাঙ্গুলিভিঃ কর্ণৌ জ্বালা শব্দং য আতুরঃ।
ন শৃণোতি গতাসুস্তং বুদ্ধিমান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যে ব্যক্তি হস্ত দ্বারা কর্ণদ্বয় চাপিয়া আচ্ছাদন করিলে জ্বালাশব্দ (কর্ণদ্বয় হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিলে যে সাঁ সাঁ শব্দ হয়, তাহার নাম জ্বালাশব্দ) শুনিতে না পায়, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাতে মুমূর্ষু বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

বিপর্য্যয়েণ যো বিদ্যাদগন্ধানাং সাধ্বসাধুতাং।
ন বা তান্ সর্ব্বশো বিদ্যাত্তং বিদ্যাদ্বিগতায়ুষং॥

যে ব্যক্তি বিপর্যয়ভাবে গন্ধ গ্রহণ করে অর্থাৎ উৎকৃষ্ট গন্ধকে অপকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট গন্ধকে উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ করে, তাহাকে গতায়ু বলিয়া জানিবে।

উষ্ণান্ শীতান্ খরান্ শ্লক্ষ্ণান্ মৃদূনপি চ দারুণান্।
স্পৃশ্যান্ স্পৃষ্টা ততোঽন্যত্বং মুমূর্ষুস্তেষু মন্যতে॥

যে ব্যক্তি উষ্ণকে শীত, শীতকে উষ্ণ, খরকে শ্লক্ষ্ণ, শ্লক্ষ্ণকে খর, মৃদুকে কঠিন এবং কঠিনকে মৃদু বলিয়া বোধ করে, তাহাকে গতায়ু বলিয়া জানিবে।

মৃত্যুজ্ঞান সামবিধান হইতে উদ্ধৃত।

রোচনৈঃ কুঙ্কুমৈর্লাক্ষানামিকারক্তসংযুতৈঃ। দ্বাদশারং লিখেৎ পদ্মং তদ্বহিশ্চৈব তৎ সমং। ষোড়শারং ততো বাহ্যে মূলং বীজং ততো লিখেৎ। প্রথমস্য দলে বর্ষং মাসাংশ্চৈব বহির্দ্দলে। দিবসা ষোড়শারে তু সাধ্যনাম চ কর্ণিকে। পূজয়েচ্চক্রবর্ত্মস্তু নদতে তন্নিরীক্ষয়েৎ যদ্দলে বাক্ষরং লুপ্তং তদ্দিনে ম্রিয়তে ধ্রুবং। বর্ষমাসং দিনস্যৈতত্তস্য নাম্নঃ পরস্য বা। যদা বর্ণং

ন লুপ্তং স্যাত্তদা মৃত্যুর্ন বিদ্যতে। বর্ষদ্বাদশপর্য্যন্তং কালং জ্ঞেয়ং শিবোদিতং। ওঁ ধত্তকালপুরুষোত্তমসংঘা বিশ্বমূর্ত্তে কালক্ষয়ং অন্তকালং প্রদর্শয় প্রধানকালং দর্শয় স্বাহা। অমুং মন্ত্রং নিত্যমষ্টোত্তরসহস্রং জপ্তব্যং পঞ্চোপচারৈঃ সপ্তদিনপর্য্যন্তমনেনৈব প্রপূজয়েৎ। প্রত্যয়ং ভবতি।

অনন্তর কালবঞ্চন অর্থাৎ মৃত্যুকালজ্ঞান কথিত হইতেছে। গোরোচনা, কুঙ্কম, লাক্ষা ও অনামিকার রক্ত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তদ্দ্বারা দ্বাদশদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে তদ্বাহ্যে পুনর্বার দ্বাদশদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তদ্বাহ্যে ষোড়শদল পদ্ম লিখিবে। তৎপরে বহির্ভাগে ওঁ ধত্তঃকাল ইত্যাদি মন্ত্র লিখিবে। প্রথম দ্বাদশদলে বৎসর, দ্বিতীয় দ্বাদশদলে মাস ও ষোড়শদলে দিবস লিখিয়া পদ্মের কর্ণিকাতে অভিলষিত ব্যক্তির নাম লিখিতে হইবে। এইরূপে চক্র অঙ্কিত করিয়া সেই চক্রোপরি পূজা করিবে। তৎপর ঐ চক্রের প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিলে যে দলের অক্ষর বিলুপ্ত দেখিবে, সেই দিবসে মৃত্যু নিশ্চয় করিবে। এইরূপে মাস বর্ষাদি লিখিত দলের অক্ষর বিলুপ্ত দৃষ্ট হইলে, সেই মাসবর্ষে মৃত্যু জানিতে হইবে। যদি কোন দলে অক্ষর বিলুপ্ত দৃষ্ট না হয়, তবে তাহার মৃত্যু হইবে না। এইরূপে দ্বাদশবর্ষের মধ্যে মৃত্যু হইবে কি না? তাহা জানা যাইতে পারে। ইহা মহাদেবের উক্তি। ওঁ ধত্তঃকাল পুরুষোত্তম সংঘা বিশ্বমূর্ত্তে কালক্ষয়ং অন্তকালং প্রদর্শয় প্রধানকালং দর্শয় স্বাহা। এই মন্ত্র প্রতিদিন অষ্টোত্তরসহস্র জপ করিবে এবং উক্ত মন্ত্রে সপ্তাহ পর্যন্ত পূজা করিয়া এই কার্য করিবে॥

মার্গশীর্ষে তু কৃষ্ণায়াং পঞ্চম্যাং নীরজং শুভং। ভূর্জপত্রং সমানীয় লাক্ষাকুঙ্কুমরোচনাঃ। স্বকীয়ানামিকারক্তৈর্লিখেদ্বিদ্যাং শিবোদিতাং। ক্রমপূজাং বিধায়াদৌ পশ্চাদ্বিদ্যাং সমর্চ্চয়েৎ। শরাবপুটমধ্যস্থাং জাতীপুষ্পৈঃ সুবেষ্টিতাং। শুভপীঠে বিধৃত্বাথ তাং বিদ্যাং পূজয়েন্নিশি। প্রাতঃকৃত্বার্চ্চনং ভূয়ঃ কৃত্বা পূজ্যা কুমারিকা। সাধকস্ত্বেকচিত্তেন পশ্চাদ্বিদ্যাং বিলোকয়েৎ। বর্ণাধিক্যে তবেদ্রাজ্যং মাত্রাধিক্যে চ সম্পদঃ। সমত্বে সুখমারোগ্যং হানির্ব্বিন্দুবিলোপনাৎ মাত্রাহীনে ভবেদ্ব্যাধির্ম্মরণং বিন্দুনাশনে। ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ম্লেঁ মহাপতয়ে রক্ষ রক্ষ মৃতামৃতোদ্ভবে ম্লেঁ হ্রুঁ হ্রীঁ বিচ্চে স্বাহা।

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে লাক্ষা, কুঙ্কুম, গোরোচনা ও অনামিকা রক্তদ্বারা ভূর্জপত্রে একটি পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ম্লেঁ

মহাপতয়ে রক্ষ রক্ষ মৃতাং মৃতোদ্ভবে ম্লেঁ হুঁ হ্রীঁ বিচ্চে স্বাহা এই শিবোক্ত মহাবিদ্যা মন্ত্র লিখিয়া সেই ভূর্জপত্রে পূজা করিবে। তৎপরে ঐ ভূর্জপত্র শরাবদ্বয়ের মধ্যে জাতীপুষ্পদ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে। পশ্চাৎ এই শরাবদ্বয় কোন বিশুদ্ধ পীঠাসনে রাখিয়া রাত্রিতে পূজা করিবে। প্রাতঃকালে পুনর্বার কুমারীপূজা করিয়া সাধক একচিত্তে ঐ মন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিবে। যদি ঐ মন্ত্রে কোন একটি বর্ণ অধিক দেখিতে পায়, তবে রাজ্যলাভ হইবে। এইরূপ মাত্রাধিক্য সম্পদ্ এবং অক্ষরাদি ন্যূনাধিক না হইলে সুখ ও আরোগ্য বুঝিবে। যদি কোন বিন্দু বিলুপ্ত দৃষ্ট হয়, তবে হানি হয় এবং মাত্রাহীন দৃষ্ট হইলে ব্যাধি ও বিন্দুনাশ দৃষ্ট হইলে মৃত্যু জানা যায়।

যস্য গোময়চূর্ণাভং চূর্ণং মুর্দ্ধণি জায়তে।
স্বস্নেহং ভ্রশ্যতে চৈব নানান্তং তস্য জীবিতং॥

যাহার মস্তকে গোময় চূর্ণের ন্যায় এক প্রকার চূর্ণ জন্মে, আর ঐ চূর্ণ যদি স্নেহের সহিত পতিত হয়, তবে তাহার জীবনের একমাস পরিশিষ্ট আছে জানিবে।

যস্য স্নাতানুলিপ্তস্য পূর্ব্বং শুষ্যত্যুরো ভৃশং।
আর্দ্রেষু সর্ব্বগাত্রেষু সোঽর্দ্ধমাসং ন জীবতি॥

যাহার স্নান এবং অনুলেপন করিলে পর সমস্ত গাত্র আর্দ্র থাকিতে থাকিতেই পূর্বে বক্ষঃস্থল অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়, সে অর্দ্ধমাসের অধিক জীবিত থাকিবে না।

যস্যোত্তমাঙ্গে জায়ন্তে বংশগুল্মলতাদয়ঃ।
বয়াংসি চ বিলীয়ন্তে স্বপ্নে নৌগ্ত্যমিয়াচ্চ যঃ॥
গৃধ্রোলূকশ্বকাকাদ্যৈঃ স্বপ্নে যঃ পরিবার্য্যতে।
রক্ষঃ প্রেতপিশাচস্ত্রী চণ্ডালদ্রবিতান্ধকৈঃ॥
বংশবেত্রলতাপাশতৃণকণ্টক সঙ্কটে।
প্রমুহ্যতি হি যঃ স্বপ্নে লগতি প্রপতত্যপি॥
ভূমৌ পাংশূপধানায়াং বাল্মীকে বাথ ভস্মনি।
শ্মশানায়তনশ্বভ্রে স্বপ্নে যঃ প্রপতত্যাপ॥

কলুযেঽম্ভসি পঙ্কে কূপে বা তমাসাবৃতে।
স্বপ্নে মজ্জতি শীঘ্রেণ স্রোতসা হ্রিয়তে চ যঃ॥
স্নেহপানন্তথাভ্যঙ্গঃ স্বপ্নে বন্ধপরাজয়ৌ।
হিরণ্যলাভঃ কলহঃ প্রচ্ছর্দ্দনবিরেচনে॥
উপানদ্যুগনাশশ্চ প্রপাতঃ পাংশুচর্ম্মণোঃ।
হর্ষঃ স্বপ্নে প্রকুপিতৈঃ পিতৃভিশ্চাবভৎসনং॥
দন্তচন্দ্রার্কনক্ষত্রদেবতা দাপচক্ষুযাং।
পতনং বা বিনাশো বা স্বপ্নে ভেদো নগস্য বা॥
রক্তপুষ্পং বনং ভূমিং পাপকর্ম্মালয়ঞ্চিতাং।
গুহান্ধকারসংবাধং স্বপ্নে যঃ প্রবিশত্যপি॥
রক্তমালী হসন্নচ্চৈর্দ্দিগ্বাসা দক্ষিণাং দিশং।
দারুণামটবাং স্বপ্নে কপিযুক্তেন যাতি বা॥
কাষায়িণামসৌম্যানাং নগ্নানাং দণ্ডধারিণ্যং।
কৃষ্ণানাং রক্তনেত্রাণাং স্বপ্নে নেসন্তদর্শনং॥
কৃষ্ণা পাপা নিরাচারা দীর্ঘকেশনখস্তনী.।
বিরাগমাল্যবসনা স্বপ্নে কালনিশা মতা॥
ইত্যেতে দারুণাঃ স্বপ্না রোগী যৈর্যাতি পঞ্চতাং।
আরোগঃ সংশয়ং গত্বা কশ্চিদেব বিমুচ্যতে॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় আপনার মস্তকে বংশ, লতা ও গুল্ম জন্মিয়াছে, পক্ষিসকল মস্তকে বাস করিতেছে, মস্তক মুণ্ডিত হইয়াছে এবং গৃধ্র, উলুক, কুকুর, কাক প্রভৃতি পক্ষিসকল ও রাক্ষস, প্রেত, পিশাচ, স্ত্রী, চণ্ডাল এবং দ্রবিতান্ধ (অসুরবিশেষ) আপনাকে বেষ্টন করিয়াছে; আরও বংশ, বেত্র, লতা, পাশ, তৃণ এবং কণ্টক প্রভৃতি সঙ্কটে পতিত ও মুগ্ধ হইয়া নির্গমনের পথ না পায়, স্বপ্নে গমন করিতে করিতে ধূলি দ্বারা আবৃত ভূমিতে, বল্মীকে, ভস্মরাশিতে এবং শ্মশানে অথবা গর্তে পতিত, কলুষিত জলে, পঙ্কে, অন্ধকারাবৃত কূপে মগ্ন, স্রোতে পতিত হইয়া শীঘ্র তদ্দ্বারা দূরে নীত হয়, স্বপ্নে স্নেহ পান ও স্নেহ মর্দন করে, বদ্ধ ও পরাজিত হয় কিম্বা স্বপ্নে স্বর্ণলাভ, কলহ, বমন এবং মলত্যাগ করে, আর স্বপ্নাবস্থায় চর্মপাদুকার বিনাশ, শরীরে ধূলি ও চর্মের পতন হয়, হাস্য করে, পিতা প্রভৃতি গুরুজন কর্তৃক তিরস্কৃত হয়

এবং স্বপ্নে দন্ত, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, দেবতা, প্রদীপ ও চক্ষুর পতন অথবা বিনাশ, পর্বতের ভেদ ও রক্তপুষ্পবিশিষ্ট বন এবং পাপ কর্মের গৃহবিশিষ্ট ভূমি দর্শন; গুহার অন্ধকার রূপ কষ্টকর অন্ধকারে প্রবেশ, উলঙ্গ ও রক্তবর্ণ মাল্য ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কপিযুক্ত যানে আরোহণপূর্বক দক্ষিণদিকে ভয়ঙ্কর অরণ্যে প্রবেশ ও কষায় বস্ত্রধারী অসাধু, উলঙ্গ, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট লোক, দর্শন, কৃষ্ণবর্ণা, পাপিয়সী, দীর্ঘকেশী, দীর্ঘনখী, দীর্ঘস্তনী মলিনবস্ত্র ও কুৎসিত মাল্যধারিণী নিশাচরীকে দর্শন করে, সে ব্যক্তি আরোগী হইলেও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে অথবা যদিও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত না হয়, তথাপি ঘোরতর রোগে আক্রান্ত ও সংশয় প্রাপ্ত হইয়া বহু কষ্টে আরাগ্যলাভ করে।

নাড়ীমালা হইতে মৃত্যুজ্ঞান।

প্রসঙ্গান্মরণকালনির্ণয়মাহ।

স্থিত্বা নাড়ীমুখে যস্য বিদ্যুজ্জ্যোতিরিবেক্ষতে।
দিনৈর্জীবিতং তস্য দ্বিতীয়ে * মরণং ধ্রুবম্॥

ভূলতা ভূজগাকারা নাড়ী দেহস্য সংক্রমাৎ।
বিশীর্ণে ক্ষীণতাং যাতি মাসান্তে মরণং ভবেৎ॥

যদি রোগীর শরীর অতিশয় ক্ষীণ এবং নাড়ী মহীলতা (কেঁচো) ও সর্পের ন্যায় কৃশ, অত্যন্ত মসৃণ অথচ বক্রগতিবিশিষ্ট হয় ও শরীরের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ হইতেছে, এরূপ বোধ হয়, তাহা হইলে রোগী একমাসকাল জীবিত থাকিয়া দ্বিতীয় মাসে কালের করাল কবলে নিপতিত হইবে। পরন্তু উক্ত রোগীর শরীর শোথাদি দ্বারা স্থূলতর বোধ হইলেও দ্বিতীয় মাসে পরলোক প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই॥

ক্ষণাদ্‌গচ্ছতি বেগেন শান্ততাং লভতে ক্ষণাৎ।
সপ্তাহান্মরণং তস্য যদ্যঙ্গে শোথবর্জ্জিতঃ॥

---

* দ্বিতীয় ইত্যষ্ট প্রহরাদুর্দ্ধমিত্যর্থঃ।

যে রোগীর শরীরে শোথ নাই অথচ নাড়ী ক্ষণেক তীব্রবেগে ক্ষণেক মৃদুবেগে স্পন্দিত হয়, তাহার সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে।।

মন্দং মন্দং কুটিলকুটিলং স্পন্দতে যস্য নাড়ী।
তস্যাবশ্যং ভবতি মরণং পঞ্চসপ্তাহতো বা।।

যে রোগীর নাড়ী মৃদু অথচ বক্রভাবে স্পন্দিত হয়, সে রোগী পাঁচ দিন বা সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।।

জহাতি যস্য স্বস্থানং যবার্দ্ধমপি নাৰ্ড়িকা।
ন সজীবিতমাপ্নোতি ত্রিদিনাভ্যন্তরে মৃতিং।।
এষা করস্থৈব।

যদি নাড়ী স্বস্থান (মণিবন্ধ) হইতে অর্ধযব পরিমাণ স্থান ছাড়িয়া যায়, তাহা হইলে রোগী তিন দিনের মধ্যে মানবলীলা সম্বরণ করিয়া থাকে।

এই সকল হস্তস্থানাড়ী লিপিবদ্ধ হইল।

পাদ নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা মৃত্যকাল নির্ণয়।
তির্য্যগ্যব* প্রমাণেন যামুঞ্চতি নিজাস্পদং।
পঞ্চাহাদ্ভাবিনং মৃত্যুঃপাদনাড়ীং বিনির্দ্দিশেৎ।।

যে রোগীর পাদস্থ নাড়ী স্বস্থান হইতে একযব পরিমাণ স্থান ছাড়িয়া পার্শ্বদেশে যায়, তাহার পাঁচ দিনের মধ্যে জীবন নষ্ট হয়।।

নিরীক্ষ্যদক্ষিণে পাদে তথাচৈষা বিশেষতঃ।
মুখে নাড়ী বহেন্নিত্যং ততস্তু দিনতুর্য্যকম্।।

যদি দক্ষিণ পদে নাড়ীর গতি অনুভব এবং মণিবন্ধে নাড়ীর গতি উপলব্ধি না হইয়া ঐ স্থানের অগ্রভাগে সর্বদা স্ফূরণ হইতে থাকে, তাহা হইলে চার দিনের মধ্যে রোগীর জীবন ধ্বংস হয়।।

গতিং ভ্রমরকস্যেব বহেদেক দিনেন তু।
স্কন্ধেন স্পন্দতে নিত্যং পুনর্লগতি নাঙ্গুলৌ।
মধ্যে দ্বাদশ যামায়াং মৃত্যুর্ভবতি নিশ্চিতম্।।

* তির্য্যগিত্যায়ামে নোর্দ্ধসম্বন্ধ পরিত্যাগঃ, নতু সর্ব্বথা

নাড়ীর গতি ভ্রমরের ন্যায় হইলে অর্থাৎ নাড়ীর অগ্রভাগের গতি ভ্রমণ রূপ হইলে একদিনেই রোগীর মৃত্যু হয়।

যে ব্যক্তির নাড়ীর মূলভাগে (মণিবন্ধে) কখন স্পন্দিত হয়, কখন স্পন্দিত হয় না এবং অঙ্গুলিতে সংলগ্ন হয় না, তাহার দ্বাদশ দিন মৃত্যু হয়॥

স্বস্থান বিচ্যুতা নাড়ী যদা বহতি বা নবা।
জ্বালা চ হৃদয়ে তীব্রা তদা জ্বালাবধি স্থিতিঃ॥

যাহার নাড়ী স্বস্থান হইতে স্খলিত হয় এবং বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত জ্বালা উপস্থিত হয়, তাহার ঐ জ্বালা পর্যন্ত জীবন অর্থাৎ যে পর্যন্ত হৃদয়ে জ্বালা থাকিবে সেই পর্যন্ত রোগী জীবিত থাকিবে। জ্বালা নিবারণের সঙ্গে সঙ্গেই জীবন ধ্বংস হইবে॥

অঙ্গুষ্ঠ মূলতোবাহ্যে ত্র্যঙ্গুলে যদি নাড়িকা।
প্রহারার্দ্ধাদ্বহির্মৃত্যুর্বিজানীয়াদ্বিচক্ষণঃ॥

যদ্যপি নাড়ী মণিবন্ধ ছাড়িয়া যায় অর্থাৎ তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, এই তিন অঙ্গুলির কোন অঙ্গুলিতেই নাড়ীর স্পন্দন অনুভব না হয়, তাহা হইলে অর্ধ প্রহরের পর রোগীর মৃত্যু হইবে॥

সার্দ্ধদ্বয়াঙ্গুলাদ্বাহ্যে যদি তিষ্ঠতি নাড়িকা।
প্রহরৈকাদ্বহির্মৃত্যুর্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥

আর যদি তর্জনী নিবেশস্থান হইতে আড়াই অঙ্গুলি অন্তরে অর্থাৎ অনামিকার শেষার্দ্ধভাগে, নাড়ী স্ফুরিত হইতে থাকে, তবে এক প্রহরের পর নিশ্চয়ই রোগী কালগ্রাসে পতিত হইবে॥

দ্ব্যঙ্গুলাদ্বাহ্যতো নাড়ী মধ্যরেখাবহির্যদা।
সার্দ্ধ প্রহরতোমৃত্যুরবশ্যং জায়তে নৃণাং॥

যদি অঙ্গুষ্ঠ মূল হইতে দুই অঙ্গুলী বাহিরে নাড়ী ছাড়িয়া যায়, মধ্যমাঙ্গুলী স্পর্শ স্থানের বহির্দেশে অনুভব হয়, তাহা হইলে দেড় প্রহরের মধ্যে মৃত্যু হয়॥

মধ্যরেখা গতা নাড়ী যদি তিষ্ঠতি নিশ্চলা।
প্রহরদ্বিতীয়াত্তস্য পঞ্চত্বং জায়তে ধ্রুবম্॥

মধ্যমাঙ্গুলি নিবেশস্থানে যদ্যপি নাড়ী নিস্পন্দন ভাবে অবস্থিতি করে, তবে সে রোগী দুই প্রহরের পর মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে॥

সর্ব্বাঙ্গুল ব্যাপিকাত্তু যদি তিষ্ঠতি নিশ্চলা।
চতুর্ভিঃ প্রহরৈর্মৃত্যুর্নাস্তি তস্য চিকিৎসিতং॥

তিনটি অঙ্গুলি নিবেশস্থানের কোন স্থানেই যদি নাড়ীর স্পন্দন অনুভব না হয়, তবে চার প্রহরের পর রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে, কোন প্রকার চিকিৎসাতেই তাহার উপকার হইবে না॥

মধ্যরেখান্ততো নাড়ী বক্রতা যদি তিষ্ঠতি।
প্রহরৈঃ পঞ্চভিস্তস্য মরণং নির্দ্দিশেদ্বুধঃ॥

মধ্যমাঙ্গুলি নিবেশস্থানে যদি নাড়ী বক্রভাবে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে পাঁচ প্রহরের পর রোগীর মৃত্যু হয়। যদি তর্জনীর সমস্ত এবং মধ্যমাঙ্গুলির চতুর্থাংশ ব্যাপিয়া নাড়ী বক্রভাবে স্পন্দিত হয়, তবে পাঁচ প্রহরের পর রোগীর মৃত্যু হয়॥

সপদাঙ্গুলতো নাড়ী যদি তিষ্ঠতি নিশ্চলা।
ষড়্ভিশ্চ প্রহরৈস্তস্য জ্ঞেয়ো মৃত্যুর্ব্বিচক্ষণৈঃ॥

যদি তর্জনীর সর্বাংশ এবং মধ্যমাঙ্গুলির চতুর্থাংশ স্থানে নাড়ী নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে, স্পন্দন অনুভূত না হয়, মধ্যমাঙ্গুলির অবশিষ্ট পাদত্রয় এবং অনামিকার সর্বাংশে নাড়ীর স্পন্দন অনুভব হয়, তবে ছয় প্রহরের পর রোগীর মৃত্যু হয়॥

অঙ্গুল্যভ্যন্তরে নাড়ী বক্রতা যদি তিষ্ঠতি।
মরণং তস্য জানীয়াৎ সপ্তভিঃ প্রহরৈর্বুধঃ॥

তর্জনী ও অনামিকা এই উভয়ের মধ্যে মধ্যমাঙ্গুলিতে যদি নাড়ী বক্রভাবে অবস্থিতি করে, তবে সাত প্রহরের পর তাহার মৃত্যু হয়॥

অঙ্গুল্যভ্যন্তরে নাড়ী মন্দা স্পন্দা যদা ভবেৎ।
অষ্টাভিঃ প্রহরৈর্মৃত্যুনির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ॥

তর্জনী ও অনামিকা এই উভয়ের মধ্যে মধ্যমাঙ্গুলিতে যদি নাড়ী মন্দ গমনে স্পন্দিত হয়, তবে অষ্ট প্রহরের পর রোগীর মৃত্যু হয়॥

অঙ্গুল্যভ্যন্তরে নাড়ী শীতলা যদি তিষ্ঠতি।
প্রহরৈর্নবভিস্তস্য নির্দ্দিষ্টঃ মরণং বুধৈঃ॥

যদি তর্জনী এবং অনামিকা এই উভয়ের অভ্যন্তরে মধ্যমাঙ্গুলি নিবেশস্থানের নাড়ী শীতল অনুভব হয়, তবে নয় প্রহরের পর রোগীর জীবন নষ্ট হয়॥

পদোনাঙ্গুলমধ্যে তু নাড়ী তিষ্ঠতি চঞ্চলা।
প্রহরৈর্দ্দশভির্জ্জেয়োমৃত্যুস্তস্য ন সংশয়ঃ॥

যদি তর্জনীর চতুর্থাংশ ছাড়িয়া অবশিষ্ট পাদত্রয়ে এবং মধ্যমা ও অনামিকার সর্বাংশে নাড়ী চঞ্চল ভাবে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে দশ প্রহরের পর রোগীর মৃত্যু হয়॥

পাদোনাঙ্গুলমধ্যে চেন্নাড়ী সোষ্ণাভিজায়তে।
প্রহরৈ রুদ্রসংখ্যৈশ্চ মৃত্যুস্তস্য বিনির্দ্দেশেৎ॥

যদি তর্জনীর চতুর্থাংশ ছাড়িয়া অবশিষ্ট পাদত্রয়ে এবং মধ্যমা ও অনামিকার 'সর্বাংশে নাড়ী উষ্ণতার সহিত স্পন্দিত হয়, তবে একাদশ প্রহরের পর রোগীর মৃত্যু হয়॥

পাদোনাঙ্গুলমধ্যে চেন্নাড়ী শীততরা ভবেৎ।
দ্বাদশপ্রহরৈর্মৃত্যুস্তস্য জ্ঞেয়ো বিচক্ষণৈঃ॥

যদি তর্জনীর চতুর্থাংশ ছাড়িয়া অবশিষ্ট পদত্রয়ে এবং মধ্যমা ও অনামিকার সর্বাংশে নাড়ীর শীতলতা অনুভব হয়, তাহা হইলে দ্বাদশ প্রহরের পরে রোগীর মৃত্যু হয়॥

অর্দ্ধাঙ্গুলগতা নাড়ী শীতলা যদি তিষ্ঠতি।
ত্রিপূর্ব্ব দশভির্য্যামৈর্ম্মরণং জায়তে ধ্রুবং॥

যদি তর্জনী নিবেশস্থানের নাড়ীর অর্ধাংশ শীতল হয়, অবশিষ্ট অর্ধাংশ এবং মধ্যমা ও অনামিকার সর্বাংশে নাড়ীর শীতলতা অনুভব না হয়, তবে ত্রয়োদশ প্রহরের পরে রোগীর মৃত্যু হয়॥

অর্দ্ধাঙ্গুলগতা নাড়ী সোষ্ণাবেগবতী ভবেৎ।
প্রহরৈর্ব্বেদচন্দ্রৈশ্চ মৃত্যুস্তস্য ন সংশয়ঃ॥

যদি তর্জনীর নিবেশস্থানের নাড়ীর অর্ধাংশ উষ্ণতার সহিত সবেগে স্পন্দিত হয়, অপর অর্ধাংশ এবং মধ্যমা ও অনামিকার সমস্ত ব্যাপিয়া নাড়ীর উষ্ণতা ও বেগবত্ত্বা অনুভব হয়, তাহ হইলে চতুর্দশ দিবসের পরে রোগীর জীবন ধ্বংস হইয়া থাকে॥

অর্দ্ধাঙ্গুলগতা নাড়ী চঞ্চলা যদি তিষ্ঠতি।
প্রহরৈস্তিথিসংখ্যৈশ্চ মরণং তস্য নির্দ্দিশেৎ॥

যদি তর্জনীর অর্ধাংশ ব্যাপিয়া নাড়ীর চঞ্চলতা অনুভব হয়, অবশিষ্ট অর্ধাংশ এবং মধ্যমা ও অনামিকার সমস্ত ব্যাপিয়া নাড়ীর চঞ্চলতা অনুভব হয়, তবে পঞ্চদশ দিবসের পর রোগীর জীবন ধ্বংস হইয়া থাকে॥

পদাঙ্গুলিগতা নাড়ী সহসা যদি তিষ্ঠতি।
ষোড়শপ্রহরৈস্তস্য পঞ্চত্বং নির্দ্দিশেদ্বুধঃ॥

যদি তর্জনীর সর্বাংশ এবং মধ্যমাঙ্গুলির চতুর্থাংশ স্থান ব্যাপিয়া নাড়ী হঠাৎ থামিয়া যায়, তাহা হইলে ষোল প্রহরের পর রোগী মৃত্যু মুখে পতিত হইবে॥

পাদাঙ্গুলিগতা নাড়ী চঞ্চলা যদি তিষ্ঠতি।
ত্রিভিস্তু দিবসৈস্তস্য মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥

তর্জনীর সমস্ত এবং মধ্যমার চতুর্থাংশ স্থান ব্যাপিয়া যদ্যপি নাড়ী তীব্রগতি বিশিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে, তবে তিন দিন পর রোগী নিশ্চয়ই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে॥

পাদাঙ্গুলগতা নাড়ী সোষ্ণাবেগবতী ভবেৎ।
পঞ্চভির্দ্দিবসৈস্তস্য মরণং নির্দ্দিশেদ্বুধঃ॥

তর্জনীর সর্বাংশ এবং মধ্যমার চতুর্থাংশ নিবেশস্থানগতা নাড়ী উষ্ণ অথচ তীব্রবেগ বিশিষ্ট হইলে পাঁচদিন পর রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে॥

নাড়ীর গতি অনুসারে পরমায়ু নির্ণয়।

বাম নাড়ী দীর্ঘরেখা বাহুমূলে চ স্পন্দতে।
জীবেৎ পঞ্চশতং বর্ষং নাত্র কার্য্যা বিচরণা॥

গৌতমীয়ে কথিত হইয়াছে। যে ব্যক্তির বামদিকের বাহুমূল গত নাড়ী দীর্ঘ রেখার সহিত স্পন্দিত হয়, তাহার পাঁচশত বৎসর পরমায়ু নির্দ্ধারিত জানিবে॥

দীর্ঘাকারা বামা নাড়ী কর্ণমূলে চ স্পন্দতে।
জীবেৎ পঞ্চশতং সার্দ্ধং ধনিকো ধার্ম্মিকো ভবেৎ॥

যাহার বামদিকের কর্ণমূল গত নাড়ী দীর্ঘ রেখার সহিত স্পন্দিত হয়, তাহার সাড়ে পাঁচশত বৎসর পরমায়ু স্থির করিবে এবং ঐ ব্যক্তি ধনবান ও ধার্মিক হয়, ইহাও জ্ঞাতব্য॥

বামনাড়ী স্বল্পরেখা হনুমূলে চ স্পন্দতে।
পঞ্চবর্ষাধিকশ্চৈব জীবনং নাত্র সংশয়ঃ॥

যে ব্যক্তির বামদিকের হনুমূল গত নাড়ী অল্প রেখার সহিত স্পন্দন হয়, সে একশত পাঁচ বৎসর জীবিত থাকিবে॥

পঞ্চস্বরামতে মৃত্যুজ্ঞান।

জন্মমাসাচ্চতুর্ম্মাসে জন্মবারাচ্চ পঞ্চমঃ। জন্মতিথের্ব্বিংশতিথৌ যদি স্যাৎ পঞ্চমস্বরঃ। নক্ষত্রাৎ পঞ্চবিংশঃ স্যাৎ যস্মিন্ বর্ষে ভবিষ্যতি। তস্মিন্ বর্ষে ভবেন্মৃত্যুঃ কালচিহ্নেন ভাষিতং॥

অথ রিষ্টগণনা।—জন্মর্ক্ষতঃ সায়কযুগ্মমৃক্ষং তিথির্যদা জন্মতিথেঃ খযুগ্মম্। চতুর্থমাসে যদি জন্মমাসাত্তজ্জন্মবারাদ্‌যদি পঞ্চমাহঃ॥

যদি কোন ব্যক্তির জন্মমাসের চতুর্থমাসে, জন্মবার হইতে গণনায় পঞ্চম বার, জন্মতিথি হইতে গণনায় বিংশতি তিথি ও জন্মনক্ষত্র হইতে গণনায় পঞ্চবিংশতি নক্ষত্র এক দিবসে সংযোগ হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির সেই বৎসরে রিষ্ট সম্ভব হইবে॥

অন্যচ্চ—ত্রিষড়্দশা যেষু নিশাকরশ্চেত্তদাশুভং রোগযুতস্য বাচ্যম্। ত্রিষ্বেব পাপা নিধনে সমেতাং কলত্রগা বা মরণায় বাচ্যাঃ॥

অপরঞ্চ—যস্মিন্নক্ষত্রে জাতস্তন্নক্ষত্রাত্রয়োদশ-সপ্তদশ-ত্রয়োবিংশতি-নক্ষত্রদশায়াং রিষ্টং। তত্র যদি জাতদশাধিপেন সহ এতদ্দশাধিপস্য বেধমন্তর্দ্দশাধিপেন বা তদা রিষ্টং জ্ঞাতব্যং। তত্রাপি যদি জন্মদশায়াঃ প্রথমে জাতস্তদা তদ্দশায়াঃ প্রথমে রিষ্টং। যদি মধ্যমে তদা এতস্য মধ্যে যদ্যন্তে তদা এতস্যাপ্যন্তে ইতি।

অন্যচ্চ—শকগুণিতং বয়োবর্ষং জন্মতিথিনক্ষত্রবরিযুতং। গ্রহেণ ভাগমপহৃত্য শেষে জ্ঞাতং শুভাশুভং। রবিণা রোগঃ শশিনা ভোগঃ শনিরাহুমঙ্গলমরণবিয়োগঃ। বুধগুরুশুক্রে ইজ্যে শূন্যে সত্যং মরণসমা ভাস্করীজ্যে। ইতি॥

শাকুনশাস্ত্র মতে

হাঁচি টিক্‌টিকি ও কাক ডাকের ফলাফল গণনা।

ছিক্কাকা রেওতা বোলী তিনি একই ভাও। যো বার সো পূর্বে দিয়ে এত্‌নে পিছাও॥ ভয় কহে ভানু, ভাল কহে চন্দা। মঙ্গল কহে উৎপাত হো, বুধে আনন্দা॥ জীব কহে সর্বসিদ্ধি, শুক্র কহে গৌণা। শনি কহে আওতে হেঁ রাহু কহে মর্ণা॥

যাত্রাকালে হাঁচি, টিক্‌টিকি ও কাকের রব শ্রবণ করিয়া এই প্রণালীমতে গণনা করিলে প্রত্যক্ষ ফললাভ হইবে। যে বারে যাত্রা করিবে, সেই বার প্রথমতঃ পূর্বদিকে স্থাপন করিয়া দক্ষিণাবর্তক্রমে তাহার পর পর বার এবং রাহুগ্রহ পরবর্তী দিকসমূহে বিন্যস্ত করিবে। কিন্তু শনির পর রাহুগ্রহ স্থাপন করিতে হইবে। পশ্চাৎ দেখিবে যে, কোন্ দিকে হাঁচি টিক্‌টিকি বা কাকরব হইয়াছে। সেই দিকে পূর্বোক্ত বার স্থাপনক্রমে কোন্ গ্রহ পতিত হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞাত হইবে। যদি সেই দিকে রবি পতিত হইয়া থাকে, তবে যে কার্যের জন্য যাত্রার অনুষ্ঠান করা হইয়াছে, তাহাতে ভয়, সোম পতিত হইলে সেই কর্মের শুভ, মঙ্গল হইলে উৎপাত, বুধ হইলে আনন্দ অর্থাৎ সেই কার্যে জয়লাভ, বৃহস্পতি হইলে সর্বকার্যসিদ্ধি, শুক্র হইলে কার্যের গৌণ, শনি হইলে সেই কার্য তৎক্ষণাৎ হইবে এবং রাহু হইলে সেই কার্যের বিনাশ বুঝায়।

জ্বরোৎপত্তি দোষ কথনং।

মহেশ্বরস্তু। উরগ শতভিষার্দ্রা স্বাতি মূলা ত্রিপূর্ব্বা রবি রবিজ কুজাহে ক্রূরতারা বিরুদ্ধাঃ। যদি ভবতি চতুর্থী নবমী ভূতষষ্ঠী পরিহর তিথিমেতাং রোগিণাং মৃত্যুকাল॥

রবি কুজ কিম্বা যদি হয় শনিবার। ষষ্ঠী বা নবমী চতুর্দশী তিথি আর॥ পূর্বাষাঢ়া মূলা পূর্বফাল্গুনী অশ্লেষা। পূর্বভাদ্রপদ স্বাতী আর্দ্রা শতভিষা। এই কয় সংযোগে যদ্যপি রোগ হয়। তাতে যদি চন্দ্র তারাশুদ্ধ নাহি রয়॥ অবশ্য যাইবে তবে কৃতান্ত ভবনে। এইত প্রমাণ সিদ্ধ জ্যোতিষ বচনে॥

কৃত্তিকাসু যদা ব্যাধিনৃণাং সম্প্রতিপদ্যতে। নবরাত্রং ভবেৎ পীড়া ত্রিরাত্রং রোহিণীষু চ॥ মৃগশীর্ষে পঞ্চরাত্রমার্দ্রায়াং মুচারেঽসুতি। পুনর্ব্বসৌ তথা পুষ্যে সপ্তরাত্রং বিধীয়তে। নবরাত্রং তথাশ্লেষা মাসমেকং মঘাসু চ॥ দ্বৌ মাসৌ পূর্ব্বফল্গুন্যামুত্তরাসু ত্রিপঞ্চকঃ। হস্তে সপ্তমে মোক্ষশ্চিত্রায়ার্দ্ধমাসকং॥ মাসদ্বয়ং ভবেৎ স্বাত্যাং বিসাখে দিন বিংশতিঃ। মৈত্রে চাপি দশাহানি জ্যেষ্ঠায়ামর্দ্ধমাসকং॥ মূলেন জায়তে মোক্ষঃ পূর্ব্বাষাঢ়ে ত্রিপঞ্চকং। উত্তরৈবিংশতির্জ্জেয়া দ্বৌ মাসৌ শ্রবণে তথা। ধনিষ্ঠায়ামর্দ্ধমাসং বারুণ্যাঞ্চ দশাহকং॥ ন চ ভাদ্রপদে মোক্ষঃ উত্তরাসু ত্রিপঞ্চকং। রেবত্যাং দিনবিংশত্যাপ্যহোরাত্রং তথাশ্বিনী। প্রাণৈর্বিমুচ্যতে নিত্য ভরণ্যাং নাত্র সংশয়ঃ। কৌশিকেন সমাদিষ্টা নক্ষত্রব্যাধিসম্ভবাঃ॥

অশ্বিনীতে রোগ হইলে একদিন ভোগ। ভরণী মরণ শঙ্কা যদি হয় রোগ। কৃত্তিকাতে দিনদ্বয় রোহিণীতে তিন। মৃগশিরা ভোগ মাত্র হয় পঞ্চ দিন। আর্দ্রায় মরণ হয় জ্যোতিষেতে কয়। পুনর্বসু পুষ্যা সপ্তদিন ভোগ হয়॥ অশ্লেষা নবম দিন মঘা এক মাস। পূর্বফল্গুনীতে দুই মাস এ নির্যাস॥ উত্তরফল্গুনী একপক্ষ শাস্ত্রে কয়। হস্তায় সপ্তাহ চিত্রা এক পক্ষ হয়॥ স্বাতী দুই মাস বিশাখার কুড়ি দিন। অনুরাধা দশদিন বুঝহ প্রবীণ॥ জ্যেষ্ঠায় ভুগিবে পক্ষ মূলা মরণান্ত। পূর্বাষাঢ়ে পঞ্চদশ দিন যে একান্ত॥ উত্তরাষাঢ়ায় ভোগ বিংশ দিন হয়। শ্রবণা দু'মাস ভোগ কভু মিথ্যা নয়॥ ধনিষ্ঠাতে পঞ্চদশ দিন ভোগ হয়॥ শতভিষা দশদিন ভোগ সুনির্ণয়॥ পূর্বভাদ্রপদে মরণান্ত এই কয়। উত্তরভাদ্রপদে একপক্ষ ভোগ হয়॥ রেবতীতে রোগ ভোগ কুড়ি দিন করে। জ্যোতিষ বচন মতে কহি অতঃপরে॥ রোগারম্ভে চন্দ্রতারা যদি শুভ রয়। উক্ত দিনাপেক্ষা রোগ অল্পদিনে ক্ষয়॥ অশুদ্ধ থাকিলে হয় জীবন সংশয়। জ্বরোৎপত্তি দোষাদোষ জ্যোতিষেতে কয়॥

জ্বরোৎপত্তি বার নিয়ম।

রবি সপ্ত সোমে নয় মঙ্গলেতে দশ। বুধে তিন গুরুবারে দ্বাদশ দিবস॥
শুক্রে তিন কিম্বা সাত শনি চোদ্দ দিন। বারজ্বর ভোগ এই বুঝহ প্রবীণ।
রোগারম্ভে যদি শশী শুভ নাহি রয়। তারাশুদ্ধ না থাকিলে জীবন সংশয়॥

সুস্বপ্ন।

নন্দ উবাচ।

কেন স্বপ্নেন কিং পুণ্যং কেন মুখ্যো ভবেৎ সুখং।
কোপি কোপি চ সুস্বপ্নস্তৎসর্ব্বং কথয় প্রভো॥ ১॥

নন্দ কহিলেন, প্রভো! কিরূপ স্বপ্নে কিরূপ পুণ্য ও সুখ লাভ হয়, কোন্ স্বপ্ন, কিরূপ স্বপ্ন অপেক্ষা প্রধান এবং কোন্ স্বপ্নকেই বা সুস্বপ্ন বলে, তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্তন কর॥ ১॥

ভগবানুবাচ।

বেদেষু সামবেদশ্চ প্রশস্তঃ সর্ব্ব কর্ম্মসু।
তত্রৈব কাণ্ডশাখায়াং পুণ্যকাণ্ড মনোহরে॥ ২॥
সব্যক্তো যশ্চ সুস্বপ্নঃ শশ্বৎ পুণ্যফলপ্রদঃ।
তৎসর্ব্বং লিখিতং তাত কথয়ামি নিশাময়॥ ৩॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ব্রজরাজ! বেদ মধ্যে সাম বেদ সর্ব কর্মে প্রশস্ত। সেই সাম বেদের পুণ্যকাণ্ডে সুশোভিত কাণ্ড শাখায় সতত পুণ্যফলপ্রদ যে সকল সুস্বপ্ন বর্ণিত আছে, তৎসমুদয় তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর॥ ২—৩॥

স্বপ্নাধ্যায়ং প্রবক্ষ্যামি বহুপুণ্য ফলপ্রদং।
স্বপ্নধ্যায়ং নরঃ শ্রুত্বা গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ॥ ৪॥

ব্রজেশ্বর! এক্ষণে যে বহু পুন্য ফলপ্রদ স্বপ্নাধ্যায় তোমার নিকট কীর্তন করিব, মানব তাহা শ্রবণ করিলে গঙ্গাস্নানের ফললাভ করে॥ ৪॥

স্বপ্নস্তু প্রথমে যামে সম্বৎসর ফলপ্রদঃ।
দ্বিতীয়ে চাষ্টভির্ম্মাসৈস্ত্রিভির্ম্মাসৈস্তৃতীয়কে॥ ৫॥

চতুর্থে চার্দ্ধমাসেন স্বপ্নঃ স্বাত্মফলপ্রদঃ।
দশাহে ফলদঃ স্বপ্নোপ রুণোদয়দর্শনে।
প্রাতঃ স্বপ্নশ্চ ফলদস্তৎক্ষণং যদি বোধিতঃ॥৬॥

মানব রজনীর প্রথম প্রহরে স্বপ্ন দর্শন করিলে সংবৎসরে দ্বিতীয় যামে স্বপ্ন দর্শনে অষ্ট মসে, তৃতীয় যামে স্বপ্ন দর্শনে মাসত্রয়ে, চতুর্থ যামে স্বপ্ন দর্শনে মাসার্ধে ও অরুণোদয়কালে স্বপ্নদর্শন করিলে দশাহে তাহার ফললাভ করে, পরন্তু মানব প্রাতঃকালে স্বপ্ন দর্শনান্তে যদি জাগরিত হয়, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ ফললাভ করিতে পারে॥ ৫—৬॥

দিনে মনসি যৎবৃত্তং তৎসর্ব্বঞ্চ লভেৎ ধ্রুবং।
চিন্তাব্যাধিসমাযুক্তো নরঃ স্বপ্নঞ্চ পশ্যতি॥৭॥

তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং তাত প্রযাত্যেব ন সংশয়ঃ॥৮॥

তাতঃ! মানব চিন্তা ব্যাধিযুক্ত, সুতরাং দিবাভাগে মনে মনে যে সমস্ত বিষয় চিন্তা করে, রাত্রিযোগে তৎসমুদয়ই স্বপ্নে দর্শন করিয়া থাকে। সুতরাং সেই সমস্ত স্বপ্ন নিষ্ফল হয় সন্দেহ নাই॥ ৭—৮॥

জড়োমূত্র পুরীষেণ পীড়িতশ্চ ভয়াকুলঃ।
দিগম্বরো মুক্তকেশো ন লভেৎ স্বপ্নজং ফলং॥৯॥

মুত্র পুরীষ জড়িত পীড়িত ভয়াকুল নগ্ন ও মুক্তকেশ পুরুষ স্বপ্নজ ফললাভ করিতে পারে না॥৯॥

দৃষ্ট্বা স্বপ্নঞ্চ নিদ্রালুর্যদি নিদ্রাং প্রযাতি চ।
বিমুঢ়োবক্তিচেদ্রাত্রৌ ন লভেৎ স্বপ্নজং ফলং॥১০॥

নিদ্রিত মানব যদি স্বপ্ন দর্শন করিয়া নিদ্রিত থাকে কিম্বা মূঢ়তা নিবন্ধন রাত্রিযোগে প্রকাশ করে, তাহা হইলে স্বপ্ন দর্শন জন্য ফললাভে বঞ্চিত হয়॥১০॥

উক্তা কাশ্যপগোত্রে চ বিপত্তিং লভতে ধ্রুবং।
দুর্গতে দুর্গতিং যাতি নীচে ব্যাধিং প্রযাতি চ॥১১॥

মনুষ্য স্বপ্ন দর্শন বিষয় কশ্যপ গোত্রজ ব্যক্তির নিকটে প্রকাশ করিলে, বিপন্ন

দুর্গতি প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট ব্যক্ত করিলে এবং দুরবস্থাপন্ন ও নীচ ব্যক্তির নিকট বর্ণন করিলে নিশ্চয় ব্যধিগ্রস্ত হইয়া থাকে॥১১॥

শত্রৌ ভয়ঞ্চ লভতে মুর্খে চ কলহং ভবেৎ।
কামিন্যাং ধনহানিঃ স্যাদ্রাত্রৌ চৌরভয়ং ভবেৎ॥১২॥

মানবের সুস্বপ্ন বৃত্তান্ত শত্রুর নিকট প্রকাশ করিলে ভয়, মুখের নিকটে প্রকাশ করিলে কলহ, কামিনীর নিকটে প্রকাশ করিলে অর্থ হানি ও রাত্রিযোগে প্রকাশ করিলে চোর ভয়ে শঙ্কার সংঘটন হয়॥১২॥

নিদ্রায়াং লভতে শোকং পণ্ডিতে বাঞ্ছিতং ফলং।
ন প্রকাশ্যশ্চ সুস্বপ্নঃ পণ্ডিতে কাশ্যপে ব্রজ॥১৩॥

ব্রজরাজ! সুস্বপ্ন দর্শনের পর মনুষ্য নিদ্রাগত হইলে শোক প্রাপ্ত হয়, আর পণ্ডিত নিকটে প্রকাশ করিলে বাঞ্ছিত ফললাভ করে, কিন্তু কশ্যপ বংশীয় পণ্ডিত ব্যক্তির নিকটে উহা বর্ণন করা কর্তব্য নহে॥১৩॥

গবাঞ্চ কুঞ্জরানাঞ্চ হয়ানাঞ্চ ব্রজেশ্বর।
প্রাসাদানাঞ্চ শৈলানাং বৃক্ষাণাঞ্চ তথৈব চ॥১৪॥

আরোহণঞ্চ ধনদং ভোজনং রোদনং তথা।
প্রতিগৃহ্য তথা বীণাং শস্যাঢ্যাং ভূমিমারভেৎ॥১৫॥

ব্রজেশ্বর! মানব, গো, হস্তী, অশ্ব, অট্টালিকা, শৈল ও বৃক্ষে অরোহণ, ভোজন বা রোদন এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে ধনলাভ এবং বীণা গ্রহণ করিতেছে এরূপ স্বপ্ন দেখিলে শস্য সম্পন্না ভূমি লাভ করে॥১৪—১৫॥

শস্ত্রাস্ত্রেণ যদা বিদ্ধো ব্রণেন ক্রমিণাং তথা।
বিষ্ঠায়া রুধিরেণৈব সংযুতোপ্যর্থমা লভেৎ॥১৬॥

মানব অস্ত্র শস্ত্রে বিদ্ধ ব্রণ পীড়িত কৃমিদষ্ট বিষ্ঠা ও রুধিরে ক্লিন্নদেহ হইতেছে, যদি এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করে, তবে অর্থ লাভ হয়॥১৬॥

স্বপ্নেপ্যগম্যাগমনো ভার্য্যালাভং করোতি যঃ।
মূত্রসিক্তঃ পিবেৎ শুক্রং নরকঞ্চ বিসত্যপি॥১৭॥

স্বপ্নযেগে মনুষ্যের যদি অগম্যাগমন ও নীচ জাতীয়া ভার্যা লাভ হয়, তাহা হইলে সে নিরয়ে গমন ও মূত্রসিক্ত হইয়া শুক্র পান করে॥১৭॥

নগরং প্রবিশেদ্রক্তং সমুদ্রং বা সুধাং পিবেৎ।
শুভ বার্ত্তা মবাপ্নোতি বিপুলঞ্চার্থমালভেৎ॥১৮॥

যদি মানব নগর প্রবেশ করিতেছে কিম্বা রক্তপান, সমুদ্রপান বা সুধাপান করিতেছে, যদি এরূপ স্বপ্ন দেখে, তাহা হইলে সে শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হয় ও বিপুল অর্থ লাভ করিয়া থাকে॥১৮॥

গজং নৃপং সুবর্ণঞ্চ বৃষভং ধেনুমেব চ।
দীপমন্নং ফলং পুষ্পং কন্যাং পুত্রং রথং ধ্বজং।
কুটুম্বং লভতে দৃষ্ট্বা কীর্ত্তিঞ্চ বিপুলাং শ্রিয়ং॥১৯॥

স্বপ্নে হস্তী, বৃষভ, ধেনু, রাজা, সুবর্ণ, দীপ, অন্ন, ফল, পুষ্প, কন্যা, পুত্র, রথ ও ধ্বজ দর্শন করিলে মনুষ্যের কুটুম্ব, কীর্তি ও বিপুল সম্পত্তি লাভ হয়॥১৯॥

পূর্ণং কুম্ভং দ্বিজং বহ্নিং পুষ্প তাম্বুল মন্দিরং।
শুক্লধান্যং নটং বেশ্যাং দৃষ্ট্বা শ্রিয়মবাপ্নুয়াৎ॥২০॥

গো ক্ষীরঞ্চ ঘৃতং দৃষ্ট্বা চার্থ পুণ্যং ধনং লভেৎ॥২১॥

মানব যদি স্বপ্নে পূর্ণ কুম্ভ, দ্বিজ, বহ্নি, পুষ্প, তাম্বুল, দেবমন্দির, শুক্লধান্য, নট, বেশ্যা দর্শন করে তাহা হইলে, সে ঐশ্বর্য লাভে সক্ষম হয়। আর গোক্ষীর ও ঘৃত দর্শনে মানব অভীষ্ট লাভ, পুণ্য ও ধন লাভ করে॥২০—২১॥

পায়সং পদ্মপত্রে চ দধি দুগ্ধং ঘৃতং মধুং।
মিষ্টান্নং স্বস্তিকং ভুক্ত্বা ধ্রুবং রাজা ভবিষ্যতি॥২২॥

মানব পদ্ম পত্রে পায়স, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, মিষ্টান্ন ও স্বস্তিক ভোজন করিতেছে এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে নিশ্চয়ই রাজা হয়॥২২॥

পক্ষিণাং মানুষাণাঞ্চ ভুংক্তে মাংসং নরো যদি।
বহ্বর্থং শুভ বার্ত্তাঞ্চ লভতে বাঞ্ছিতং ফলং॥২৩॥

মানব পক্ষীমাংস বা মনুষ্য মাংস ভোজন করিতেছে এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে প্রচুর অর্থ, বাঞ্ছিত ফল ও শুভ সংবাদ লাভ করে।।২৩।।

ছত্রং বা পাদুকাং বাপি লব্ধা ধ্বানঞ্চ গচ্ছতি।
অসিঞ্চ নির্ম্মলং তীক্ষ্ণং তত্তথৈব ভবিষ্যতি॥ ২৪ ॥

মনুষ্য ছত্র ও পাদুকা লাভ এবং নির্মল তীক্ষ্ণ অসি গ্রহণ করিয়াছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিলে পথ ভ্রমণ করে।।২৪।।

ভেলয়া সন্তরেদ্ যোহি স প্রধানো ভবিষ্যতি।
দৃষ্ট্বা চ ফলিনং বৃক্ষং ধনমাপ্নোতি নিশ্চিতং॥ ২৫ ॥

ভেলা সংযোগে সন্তরণ করিতেছে, এরূপ স্বপ্ন দর্শনে মনুষ্যের প্রাধান্য লাভ এবং ফলবান বৃক্ষ দর্শনে নিশ্চয় ধন লাভ হয়।।২৫।।

সর্পেণ ভক্ষিতো যোহি চার্থলাভশ্চ যদ্ভবেৎ।
স্বপ্নে সূর্য্যং বিধুং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্যাধিবন্ধনাৎ॥ ২৬ ॥

মনুষ্য সর্প দৃষ্ট হইয়াছে, এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে অভীষ্ট লাভ করে এবং স্বপ্নে চন্দ্র, সূর্য দর্শন করিলে ব্যাধি বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়।।২৬।।

বড়রাং কুক্কুটীং ক্রৌঞ্চীং দৃষ্ট্বা ভার্য্যাং লভেৎ ধ্রুবং।
স্বপ্নে যো নিগড়ৈর্ব্বদ্ধঃ প্রতিষ্ঠাং পুত্রমালভেৎ॥ ২৭ ॥

স্বপ্নে বড়বা (ঘোটকী) কুক্কুটী ও ক্রৌঞ্চী দর্শন করিলে মানব নিশ্চয় ভার্যা লাভ করে, আর যে ব্যক্তি স্বপ্নে নিগড়ে নিবদ্ধ হয়, সে প্রতিষ্ঠা ও পুত্রলাভ করিয়া থাকে।।২৭।।

দধ্যন্নঃ পায়সং ভুংক্তে পদ্মপত্রে নদীতটে।
বিশীর্ণ পদ্মপত্রে চ সোঽভিরাজা ভবিষ্যতি॥ ২৮ ॥

মানব নদীতটে সরস বা বিশীর্ণ পদ্মপত্রে দধ্যন্ন বা পায়স ভোজন করিতেছে, এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে রাজা হয়।।২৮।।

জলৌকসং বৃশ্চিকঞ্চ সর্পঞ্চ যদি পশ্যতি।
ধনং পুত্রঞ্চ বিজয়ং প্রতিষ্ঠাম্বা লভেদিতি॥ ২৯ ॥

মানব যদি স্বপ্নে জলৌকা, বৃশ্চিক বা সর্প দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার ধন, পুত্র, বিজয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ হয়।।২৯।।

শৃঙ্গিধির্দংষ্ট্রিভিঃ কোলৈর্ব্বানরৈঃ পীড়িতো যদি।
নিশ্চিতঞ্চ ভবেদ্রাজা ধনঞ্চ বিপুলং লভেৎ।।৩০।।

মানব শৃঙ্গিগণ, দংষ্ট্রিগণ, বরাহগণ বা বানরগণ কর্তৃক নিপীড়িত হইতেছে, যদি এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে, তাহা হইলে সে রাজা হইয়া বিপুল ধন সম্পত্তি লাভে সক্ষম হয়।। ৩০।।

মৎস্যং মাংসং মৌক্তিকঞ্চ শঙ্খ চন্দন হীরকং।
যস্তু পশ্যতি স্বপ্নান্তে বিপুলং ধনমা লভেৎ।।৩১।।

স্বপ্নে মৎস, মাংস, মৌক্তিক, শঙ্খ, চন্দন ও হীরক দর্শন করিলে মনুষ্য বিপুল ধনলাভ করিতে পারে।। ৩১।।

সুরাঞ্চ রুধিরং স্বর্ণং দৃষ্ট্বা বিষ্ঠাং ধনং লভেৎ।
প্রতিমাং শিবলিঙ্গঞ্চ লভেৎ দৃষ্ট্বা জয়ং ধনং।।৩২।।

মনুষ্য স্বপ্নে স্বর্ণ, সুরা, রুধির ও বিষ্ঠা দর্শন করিলে ধনলাভ এবং দেবপ্রতিমা ও শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে ধন ও বিজয় লাভ করিতে সক্ষম হয়।। ৩২।।

ফলিনং পুষ্পিতং বিল্বমাম্রং দৃষ্ট্বা লভেদ্ধনং।
দৃষ্ট্বা চ জ্বলদগ্নিঞ্চ ধনং বুদ্ধিং শ্রিয়ং লভেৎ।
আম্রাতকং ধাত্রীফলং উৎপলঞ্চ ধনাগমং।।৩৩।।

স্বপ্নে পুষ্পিত ও ফলিত বিল্ববৃক্ষ বা আম্রবৃক্ষ দর্শন করিলে মনুষ্য ধনলাভ এবং প্রজ্বলিত অগ্নি দর্শনে ধন, বুদ্ধি ও শ্রী লাভ করে, আম্রাতক, ধাত্রী, ফল ও উৎপল দর্শনে মনুষ্যের ধন লাভ হইয়া থাকে।। ৩৩।।

দেবতাশ্চ দ্বিজাগারঃ পিতরোলিঙ্গিতস্তথা।
যজ্ঞদাতিমিথঃ স্বপ্নে তত্তথৈব ভবিষ্যতি।।৩৪।।

যে স্বপ্নযোগে দেবগণের সম্মিলন, দ্বিজাগারে প্রবেশ বা পিতৃগণের আলিঙ্গন দর্শন করে, তাহারও ঐরূপ সম্পত্তি লাভ হয়।। ৩৪।।

শুক্লাম্বর ধরানার্য্যঃ শুক্লমাল্যানুলেপনাঃ।
সমাশ্লিষ্যতি যঃ স্বপ্নে তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতঃ স্বয়ং॥৩৫॥

স্বপ্নে শুক্লাম্বরধারিণী শুক্লমাল্যবিভূষণা চন্দন সিক্তা কামিনীকে আলিঙ্গন করিলে কমলা স্বয়ং তাহাকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করেন॥ ৩৫॥

পীতাম্বরধরাং নারীং পীতমাল্যানুলেপনাং।
উপগৃহ্যতি যঃ স্বপ্নে কল্যাণং তস্য জায়তে॥৩৬॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে পীতাম্বর পরীধানা পীতমাল্য সমলঙ্কৃতা চন্দন দিগ্ধাঙ্গী কামিনীকে আলিঙ্গন করে, তাহার মঙ্গল লাভ হয়॥ ৩৬॥

সর্ব্বাণি শুক্লানি প্রশংসিতানি ভস্মাস্থি কার্পাসবিবর্জ্জিতানি।
দিব্যাস্ত্রী সস্মিতা বিপ্রা রত্নভূষণভূষিতা॥৩৭॥

যস্য মন্দির মায়াতি সশ্রিয়ং লভতে ধ্রুবং॥ ৩৮॥

ভস্ম, অস্থি ও কার্পাস বিবর্জিত প্রশংসিত শুক্ল বস্তুসকল গৃহে উপস্থিত হইয়াছে বা রত্ন ভূষণ ভূষিতা সহাস্য বদনা বিদ্যাঙ্গনা ব্রাহ্মণপত্নী গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন, এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে মনুষ্য নিশ্চয় বিপুল সম্পত্তি লাভ করিতে পারে॥ ৩৭—৩৮॥

স্বপ্নে চ ব্রাহ্মণো দেবো ব্রাহ্মণী দেবকন্যকা।
ফলং দদাতি যস্মৈ চ তস্য পুত্রো ভবিষ্যতি॥৩৯॥

দেব, দেবকন্যা, ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী ফল প্রদান করিতেছেন, এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে মনুষ্য পুত্র লাভ করে॥ ৩৯॥

যঃ স্বপ্নে ব্রাহ্মণো নন্দ করোতি চ শুভাশিষং।
পদে পদে সুখং তস্য সম্মানং গৌরবং ভবেৎ॥ ৪০॥

ব্রজরাজ! ব্রাহ্মণ শুভ আশীর্বাদ করিতেছেন, এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে মনুষ্যের পদে পদে সুখ সম্মান ও গৌরব লাভ করে॥ ৪০॥

অকস্মাদ্‌যদি স্বপ্নে তু লভতে সুরভীং সতী।
ভূমিলাভো ভবেত্তস্য ভার্য্যা চাপি পতিব্রতা॥৪১॥

যদি কেহ অকস্মাৎ স্বপ্নে সাধ্বী সুরভীকে দর্শন করে, তাহা হইলে ভূমি লাভ ও পতিব্রতা ভার্যা লাভ হয়।। ৪১।।

করেণ কৃত্বা হস্তীয়ং মস্তকে স্থাপয়েদ্ যদি।
রাজ্যলাভো ভবেত্তস্য নিশ্চিতঞ্চ শ্রুতৌ শ্রুতং।। ৪২।।

বেদে নির্দিষ্ট অছে, যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে যে, হস্তী শুণ্ড দ্বারা তাহাকে ধারণ পূর্বক স্বীয় মস্তকে সংস্থাপন করিতেছে, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার রাজ্য লাভ হয়।। ৪২।।

স্বপ্নে তু ব্রাহ্মণস্তুষ্ট সমাশ্লিষ্যতি যং ব্রজ।
তীর্থস্নায়ী ভবেৎ সোপি নিশ্চিতঞ্চ শ্রিয়ান্বিতঃ।। ৪৩।।

ব্রজরাজ! ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইয়া আলিঙ্গন করিতেছেন, এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে মানব নিশ্চয় শ্রী সম্পন্ন ও তীর্থ স্নানের ফলভাগী হয়।। ৪৩।।

স্বপ্নে দদাতি পুষ্পঞ্চ যস্মৈ পুণ্যবতে দ্বিজঃ।
জয়যুক্তো ভবেৎ সোপি যশস্বী চ ধনী সুখী।। ৪৪।।

স্বপ্নযোগে ব্রাহ্মণ পুণ্যবান ব্যক্তিকে পুষ্প প্রদান করিলে জয়যুক্ত, যশস্বী, ধনী ও সুখী হইয়া থাকে।। ৪৪।।

স্বপ্নে দৃষ্ট্বা চ তীর্থানি সৌধরত্নগৃহাণি চ।
জয়যুক্তশ্চ ধনবান্ তীর্থ স্নায়ী ভবেন্নরঃ।। ৪৫।।

মানব যদি স্বপ্নে তীর্থ সমুদয় অট্টালিকাপুরী ও রত্নগৃহ দর্শন করে, তাহা হইলে সে তীর্থ স্নানের ফলভাগী, জয়যুক্ত ধনবান হয়।। ৪৫।।

স্বপ্নে তু পূর্ণকলসং কশ্চিৎ কস্মৈ দদাতি বা।
পুত্রলাভো ভবেত্তস্য সম্পত্তিং বাসমালভেৎ।। ৪৬।।

যদি কেহ স্বপ্নে তাহাকে পূর্ণকুম্ভ দান করে, তাহা হইলে তাহার বাসস্থান লাভ, পুত্র লাভ ও সম্পত্তি লাভ হয়।। ৪৬।।

হস্তে কৃত্বা তু কুড়ব মাঢ়কং বাপি সুন্দরী।
যস্য মন্দিরমায়াতি সলক্ষ্মীং লভতে ধ্রুবং।। ৪৭।।

যদি কেহ কোন সুন্দরী নারী স্বীয় করে কুড়ব বা আঢ়ক ধারণ করিয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিতেছে এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি লক্ষ্মীলাভ করে, সন্দেহ মাত্র নাই॥ ৪৭॥

দিব্যা স্ত্রী যদ্‌গৃহং গত্বা পুরীষং বিসৃজেদ্‌ব্রজ।
অর্থলাভো ভবেত্তস্য দারিদ্রঞ্চ প্রয়াতি চ॥ ৪৮॥

ব্রজেশ্বর! যদি কেহ এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করে কোন দিব্যাঙ্গনা তাহার গৃহে আগমন করিয়া পুরীষ ত্যাগ করিতেছে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির দুঃখ দারিদ্র ভঞ্জন ও অর্থাগম হয়॥ ৪৮॥

যস্য গেহং সমায়াতি ভার্য্যয়া সহ ব্রাহ্মণঃ।
পার্ব্বত্যা সহ শম্ভুর্ব্বা লক্ষ্মীনারায়ণোঽথবা॥ ৪৯॥

ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণী বাপি স্বপ্নে যস্মৈ দদাতি বা।
ধান্যং পুষ্পাঞ্জলিং বাপি তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতঃ সুখী॥ ৫০॥

যে ব্যক্তি এরূপ স্বপ্ন দেখে ব্রাহ্মণ ভার্যার সহিত তাহার গৃহে উপনীত হইয়াছেন অথবা দেবাদিদেব পার্বতীর সহিত বা নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত তাহার গৃহে আগমন করিতেছেন, আর যাহার এরূপ স্বপ্ন দর্শন হয় যে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী তাহাকে ধান্য কিম্বা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অতুল সম্পত্তিশালী হইয়া সর্বতোভাবে সুখী হইতে পারে॥ ৪৯—৫০॥

মুক্তাহারং পুষ্পমাল্যং চন্দনঞ্চ লভেৎ ব্রজ।
স্বপ্নে দদাতি বিপ্রশ্চ তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতঃ সুখী॥ ৫১॥

যদি কেহ স্বপ্নে ব্রাহ্মণ প্রদত্ত মুক্তাহার, পুষ্পমাল্য বা চন্দন লাভ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সম্পত্তিশালী ও সর্ব বিষয়ে সুখী হয়॥ ৫১॥

গোরোচনাং পতাকাম্বা হরিদ্রামিক্ষুদণ্ডকং।
স্নিগ্ধান্নঞ্চ লভেৎ স্বপ্নে তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতঃ সুখী॥ ৫২॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে গোরোচনা, পতাকা, হরিদ্রা, ইক্ষুদণ্ড বা স্নিগ্ধান্ন লাভ করে, সে সমৃদ্ধিশালী হইয়া অশেষ সুখ সম্ভোগে কাল যাপন করে॥ ৫২॥

ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণী বাপি দদাতি যস্য মস্তকে।
ছত্রং বা শুক্লমাল্যং বা স চ রাজা ভবিষ্যতি॥৫৩॥

যদি কেহ স্বপ্ন দর্শন করে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী তাহার মস্তকে ছত্র বা শুক্লমাল্য প্রদান করিতেছেন, তাহা হইলে সেই মানব রাজা হইবে॥ ৫৩॥

স্বপ্নে রথস্থঃ পুরুষঃ শুক্লমাল্যানুলেপনঃ।
তত্রত্যো যদি ভুংক্তে চ পায়সং বা নৃপো ভবেৎ॥৫৪॥

কোন শুক্লমাল্যধারী চন্দনদিগ্ধাঙ্গ পুরুষ রথারূঢ় হইয়াছেন কিম্বা তথায় অবস্থিত হইয়া পায়স ভোজন করিতেছেন, যে ব্যক্তি এই প্রকার স্বপ্ন দর্শন করে সে রাজ্যেশ্বর হয়॥ ৫৪॥

স্বপ্নে দদাতি বিপ্রশ্চ ব্রাহ্মণী বা সুধাং দধি।
প্রশস্তপাত্রং যস্মৈ বা সোপি রাজা ভবেৎ ধ্রুবং॥৫৫॥

যাহার এরূপ স্বপ্ন দর্শন হয়, ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী তাহাকে সুধা, দধি বা প্রশস্ত পাত্র প্রদান করিতেছেন, তাহা হইলে নিশ্চয় রাজ্য লাভ করে॥ ৫৫॥

কুমারী চাষ্টবর্ষীয়া রত্নভূষণভূষিতা।
যস্য তুষ্টা ভবেৎ স্বপ্নে তস্য তুষ্টা চ পার্ব্বতী॥৫৬॥

যশস্বী ধনবান্ ভূমি প্রজাবান্ পণ্ডিতো ভবেৎ।
কিম্বা মহাধনাঢ্যোপি কিম্বা রাজা ভবেৎ ধ্রুবং॥৫৭॥

রত্ন ভূষণ ভূষিতা অষ্টম বর্ষীয়া কুমারী স্বপ্নযোগে যাহার প্রতি তুষ্টা হয়, পার্বতীদেবী তাহার প্রতি প্রীতা হন এবং সেই ব্যক্তি যশস্বী, ধনবান, ভূস্বামী, প্রজাবান ও পণ্ডিত হয়। কিম্বা প্রচুর ধনশালী বা রাজা হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই॥ ৫৬—৫৭॥

শুক্ল পীতাম্বরধরা রত্নভূষণভূষিতা।
যস্য তুষ্টা ভবেৎ স্বপ্নে স ভবেৎ কবি পণ্ডিতঃ॥৫৮॥

স্বপ্নযোগে শুক্ল বা পীতাম্বরধারিণী রত্ন ভূষণ ভূষিতা নারী যাহার প্রতি সন্তুষ্টা হন, সেই ব্যক্তি কবি ও পণ্ডিত হয়॥ ৫৮॥

দদাতি পুস্তকং স্বপ্নে যস্মৈ পুণ্যবতে চ সা।
সো ভবেদ্বিশ্ববিখ্যাতঃ কবীন্দ্রঃ পণ্ডিতেশ্বরঃ॥৫৯॥

আর স্বপ্নে ঐরূপ রমণী যে পুণ্যবান ব্যক্তিকে পুস্তক প্রদান করেন, সেই পণ্ডিত প্রধান, কবিশ্রেষ্ঠ ও বিশ্ববিখ্যাত হইয়া থাকে॥ ৫৯॥

যং পাঠয়তি স্বপ্নে সা মাতেব চ সুতং যথা।
সরস্বতী সুতঃ সোপি তৎপরো নাস্তি পণ্ডিতঃ॥৬০॥

যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে মাতা যেমন সন্তানকে শিক্ষদান করেন, তদ্রূপ ঐ রমণী তাহাকে অধ্যয়ন করাইতেছেন তাহা হইলে, সে সরস্বতী দেবীর পুত্র স্বরূপ হয়, ইহলোকে কেহই তাহার তুল্য পণ্ডিত হইতে পারে না॥ ৬০॥

ব্রাহ্মণং পাঠয়েদ্ যস্তু পিতেব যত্নপূর্ব্বকং।
দদাতি পুস্তকং প্রীত্যা স চ তৎসদৃশো ভবেৎ॥৬১॥

যাহার এরূপ দর্শন হয় যে পিতা যেমন পুত্রকে শিক্ষা প্রদান করেন তদ্রূপ কোন ব্রাহ্মণ তাহাকে যত্ন পূর্বক অধ্যয়ন করাইতেছেন ও তাহাকে পুস্তক প্রদান করিতেছেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তৎসদৃশ বিদ্বান ও গুণবান হয়॥ ৬১॥

প্রাপ্নোতি পুস্তকং স্বপ্নে পথি বা যত্র যত্র বা।
স পণ্ডিতো যশস্বী চ বিখ্যাতশ্চ মহীতলে॥৬২॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে পথিমধ্যে বা যে কোন স্থানে পুস্তক প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তি পণ্ডিত ও যশস্বী হইয়া পৃথিবীতে অতুল খ্যাতি লাভ করে॥ ৬২॥

স্বপ্নে যস্মৈ মহামন্ত্রং বিপ্রা বিপ্রো দদাতি চেৎ।
স ভবেৎ পুরুষঃ প্রাজ্ঞো ধনবান্ গুণবান্ সুধীঃ॥৬৩॥

যদি কেহ এই প্রকার স্বপ্ন দেখে কোন বিপ্র বা বিপ্রপত্নী তাহাকে মহামন্ত্র প্রদান করিতেছেন তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সুবুদ্ধি সম্পন্ন প্রাজ্ঞা গুণবান ও ধনবান হয়॥ ৬৩॥

স্বপ্নে দদাতি মন্ত্রং বা প্রতিমাং বা শিলাময়ীং।
যস্মৈ দদাতি বিপ্রশ্চ মন্ত্র সিদ্ধিশ্চ যদ্ভবেৎ॥৬৪॥

যে ব্যক্তি এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে কোন বিপ্র তাহাকে মন্ত্র, দেবপ্রতিমা বা শিলাময়ী দেবমূর্তি প্রদান করিতেছেন তাহা হইলে সেই ব্যক্তির মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৬৪ ॥

বিপ্রা বিপ্রসমূহঞ্চ দৃষ্ট্বা নত্বাশিষং লভেৎ।
রাজেন্দ্রঃ স ভবেদ্বাপি কিম্বা চ কবি পণ্ডিতঃ॥ ৬৫ ॥

যদি কেহ স্বপ্নযোগে বহু বিপ্র বা বিপ্রপত্নী দর্শন করিয়া তাহাদিগকে প্রণাম পূর্বক তাহাদিগের আশীর্বাদ গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই পুরুষ রাজেন্দ্র কবি বা সুপণ্ডিত হয়॥ ৬৫ ॥

শুক্লমাল্যযুতাং ভূমিং যস্মৈ বিপ্রঃ সমুৎসৃজেৎ।
স্বপ্নে চ পরিতুষ্টশ্চ স ভবেৎ পৃথিবীপতিঃ॥ ৬৬ ॥

যে ব্যক্তি এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে কোন বিপ্র প্রীত হইয়া তাহাকে শুক্লমাল্য সমন্বিত ভূমি প্রদান করিতেছেন তাহা হইলে সে পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করে॥ ৬৬ ॥

স্বপ্নে বিপ্রো রথে কৃত্বা নানা স্বর্গং প্রদর্শয়েৎ।
চিরজীবী ভবেদায়ুর্দ্ধনবৃদ্ধির্ভবেৎ ধ্রুবং॥ ৬৭ ॥

যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দেখে কোন ব্রাহ্মণ তাহাকে রথারূঢ় করিয়া নানা স্বর্গ দর্শন করাইতেছেন, তাহা হইলে নিশ্চয় সে দীর্ঘজীবী হয় এবং দিনে দিনে তাহার আয়ু ও ধনের বৃদ্ধি হইতে থাকে॥ ৬৭ ॥

বিপ্রাবিপ্রশ্চ সন্তুষ্টো কস্মৈ কন্যাং দদাতি চ।
স্বপ্নে স চ ভবেন্নিত্যং ধনাঢ্যো ভূপতিঃ স্বয়ং॥ ৬৮ ॥

যে ব্যক্তি এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে। কোন বিপ্র বা বিপ্রপত্নী সন্তুষ্ট হইয়া কোন পুরুষকে কন্যাদান করিতেছেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ধনাঢ্য ও ভূপতি হইয়া সতত পরম সুখে কাল হরণ করে॥ ৬৮ ॥

স্বপ্নে সরোবরং দৃষ্ট্বা সমুদ্রং বা নদীং নদং।
শুক্লাহিং শুক্লশৈলঞ্চ দৃষ্ট্বা শ্রিয়মবাপ্নুয়াৎ॥ ৬৯ ॥

যে মানব স্বপ্নযোগে সরোবর, সমুদ্র, নদ, নদী, শুক্লসর্প ও ধবলগিরি দর্শন করে, তাহার ঐশ্বর্যলাভ হয়॥ ৬৯॥

যঃ পশ্যতি মৃতং স্বপ্নে স ভবেচ্চিরজীবিনঃ।
অরোগো রোগিণং দুঃখী সুখিনঞ্চ সুখী ভবেৎ॥৭০॥

যে স্বপ্নে মৃত পুরুষকে দর্শন করে সে দীর্ঘজীবী, যে রোগীকে দর্শন করে সে দুঃখী এবং যে সুখীকে দর্শন করে সে সুখী হইয়া থাকে॥ ৭০॥

দীব্যাস্ত্রীয়ং প্রবদতি মম স্বামী ভবান্ ভব।
স্বপ্নে দৃষ্ট্বা চ জাগর্ত্তি স চ রাজা ভবেৎ ধ্রুবং॥৭১॥

কোন দিব্যাঙ্গনা নিকটে আগমন করিয়া বলিতেছে, তুমি আমার স্বামী হও, এইরূপ স্বপ্ন দর্শনের পর যে ব্যক্তি জাগরিত থাকে, সে নিশ্চয় রাজা হয়॥ ৭১॥

স্বপ্নে চ বালিকাং দৃষ্ট্বা লব্ধা স্ফাটিকমালিকাং।
ইন্দ্রচাপং শুক্লঘনং সুপ্রতিষ্ঠাং লভেৎ ধ্রুবং॥৭২॥

স্বপ্নযোগে বালিকা, ইন্দ্রধনু ও শুক্লমেঘ দর্শন এবং স্ফটিকমালা লাভ করলে, মনুষ্য নিশ্চয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে॥ ৭২॥

স্বপ্নে বিপ্রো বদতি যং মম দাসো ভবেতি চ।
হরিদাসস্য তদ্ভক্তিং লব্ধা স বৈষ্ণবো ভবেৎ॥৭৩॥

কোন ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, তুমি আমার দাস হও, এরূপ স্বপ্ন দর্শন করলে এবং স্বপ্নযোগে হরিদাসের নিকট হইতে হরিভক্তি লাভ করিলে মানব বিষ্ণুভক্ত হইয়া থাকে॥ ৭৩॥

স্বপ্নে বিপ্রো হরিঃ শম্ভুর্ব্রাহ্মণী কমলা শিবা।
শুক্লাস্ত্রী বেদমাতা চ জাহ্নবী বা সরস্বতী॥৭৪॥

গোপালিকা বেশধরা বালিকা রাধিকা সম।
বালশ্চ বালগোপালঃ স্বপ্ন বিদ্ভিঃ প্রকাশিতঃ॥৭৫॥

বিপ্র, হরি, শিব, শিবা, কমলা, ব্রাহ্মণী, শ্বেতবর্ণা নারী, বেদমাতা সাবিত্রী, জাহ্নবী, সরস্বতী, গোপীকাবেশধারিণী রাধিকা সমা বালিকা, বালক ও

বালগোপালকে স্বপ্নে দর্শন করিলে, মানবের যে অতুল সুকৃতি লাভ হয়, স্বপ্নবিদ্ পণ্ডিতগণ কর্তৃক তাহা প্রকাশিত হইয়াছে॥ ৭৪-৮৫॥

এতত্তে কথিতং নন্দ সুস্বপ্নঃ পুণ্যহেতুকঃ।
শ্রোতু মিচ্ছসি কিং বা ত্বং কিং ভূয়ঃ কথয়ামি তে॥৭৬॥

ব্রজরাজ! এই আমি পুণ্যজনক সুস্বপ্ন বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, এক্ষণে অন্য যাহা তোমার শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে ব্যক্ত করিলে তাহা আমি কীর্তন করিব॥ ৭৬॥

দুঃস্বপ্ন।

নন্দ উবাচ।

শ্রুতং সর্ব্বং মহাভাগ দুঃস্বপ্নং কথয় প্রভো।
উবাচ তঞ্চ ভগবান্ শ্রূয়তামিতি তদ্বচঃ॥ ১॥

নন্দ কহিলেন, মহাভাগ! সমস্ত শ্রবণ করিলাম। প্রভো! এক্ষণে দুঃস্বপ্ন বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, অতএব তুমি ইহা আমার নিকট কীর্তন কর। ব্রজরাজ নন্দ এইরূপ কহিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, ব্রজেশ্বর। এক্ষণে তোমার বক্তব্য বিষয় বর্ণন করিতেছি, অবিহিতচিত্তে শ্রবণ কর॥ ১॥

ভগবানুবাচ।

স্বপ্নে হসতি যো হর্ষাৎ বিবাহং যদি পশ্যতি।
নর্ত্তনং গীতমিষ্টঞ্চ বিপত্তিস্তস্য নিশ্চিতং॥ ২॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে আনন্দে হাস্য করে কিম্বা বিবাহ ও ইষ্ট নৃত্যগীত দর্শন করে তাহার নিশ্চয় বিপদ ঘটনা হয়॥ ২॥

দন্তা যস্য বিপীড্যন্তে বিচরন্তঞ্চ পশ্যতি।
ধনহানির্ভবেত্তস্য পীড়াচাপি শরীরজা॥৩॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে দন্তে দন্তে নিষ্পীড়ন করে বা কোন ব্যক্তিকে ভ্রমণ করিতে দেখে, তাহার ধনহানি ও দৈহিক পীড়া উপস্থিত হয়॥ ৩॥

অভ্যঙ্গিতস্তু তৈলেন যো গচ্ছেদ্দক্ষিণাং দিশং।
খরোষ্ট্রমহিষারূঢ়ো মৃত্যুস্তস্য ন সংশয়ঃ॥ ৪॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে তৈলাভ্যঙ্গিত হইয়া খর উষ্ট্র যানাদিতে আরোহণ পূর্বক দক্ষিণদিকে গমন করে, সে নিশ্চয় অচিরাৎ কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই॥ ৪॥

স্বপ্নে চূর্ণং জবাপুষ্পং অশোকং করবীবকং।
বিপত্তিস্তস্য তৈলঞ্চ লবণং যদি পশ্যতি॥ ৫॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নেযোগে চূর্ণ জবাপুষ্প, অশোক পুষ্প, করবীর পুষ্প, তৈল বা লবন দর্শন করে, তাহার বিপদ উপস্থিত হয়॥ ৫॥

নগ্নাং কৃষ্ণাং ছিন্ননাসাং শূদ্রস্য বিধবাং তথা।
কপর্দ্দকং তালফলং দৃষ্ট্বা শোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ৬॥

স্বপ্নে নগ্ন কৃষ্ণবর্ণা ছিন্ননাসা নারী শূদ্রজাতীয়া বিধবা, স্ত্রী, কপর্দক ও তাল ফল দর্শনে মানব মোহে পতিত হইয়া থাকে॥ ৬॥

স্বপ্নে রুষ্টং ব্রাহ্মণঞ্চ ব্রাহ্মণীং কোপসংযুতাং।
বিপত্তিশ্চ ভবেত্তস্য লক্ষ্মীর্যাতি গৃহাৎ ধ্রুবং॥ ৭॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ ও ক্রুদ্ধা ব্রাহ্মণীকে দর্শন করে, সে বিপদগ্রস্ত হয় এবং লক্ষ্মীদেবী নিশ্চয় তাহার গৃহ হইতে প্রস্থান করেন॥ ৭॥

বনপুষ্পং রক্তবর্ণং পলাশঞ্চ সুপুষ্পিতং।
কার্পাসং শুক্লবস্ত্রঞ্চ দৃষ্ট্বা দুঃখমবাপ্নুয়াৎ॥ ৮॥

মনুষ্য স্বপ্নে রক্তবর্ণ বনপুষ্প সুপুষ্পিত পলাশ, কার্পাস বা শুক্লবস্ত্র দর্শন করিলে দুঃখভোগ করে॥ ৮॥

গায়ন্তীঞ্চ হসন্তীঞ্চ কৃষ্ণাম্বরধরাং স্ত্রিয়ং।
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণাঞ্চ বিধবাং নরো মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ॥ ৯॥

যদি কেহ স্বপ্নে কোন কৃষ্ণাম্বরপরীধানা নারীকে গান ও হাস্য করিতে দেখে বা কোন কৃষ্ণাবর্ণা বিধবা নারীকে দর্শন করে, তাহা হইলে সে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়॥ ৯॥

দেবতায়ত্র নৃত্যন্তি গায়ন্তি চ হসন্তি চ।
আস্ফোটয়ন্তি ধাবন্তি তস্য দেশো বিনশ্যতি॥ ১০॥

যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে দেবগণ তদধিকৃত কোন দেশে নৃত্য গান হাস্য আস্ফোটন করিতেছেন বা ধাবমান হইতেছেন, তাহা হইলে তাহার সেই দেশ উচ্ছিন্ন হইয়া যায়॥ ১০॥

বাতং মূত্রং পুরীষঞ্চ বৈদ্যং রৌপ্যং সুবর্ণকং।
প্রত্যক্ষমথবা স্বপ্নে জীবিতং দশমাসিকং॥ ১১॥

বাত, মূত্র, পুরীষ, বৈদ্য, সুবর্ণ বা রৌপ্য স্বপ্নযোগে অথবা প্রত্যক্ষ দর্শন করিলে, মনুষ্য দশমাস মাত্র জীবিত থাকে॥ ১১॥

কৃষ্ণাম্বরধরাং নারীং কৃষ্ণমাল্যানুলেপনাং।
উপগৃহতি যঃ স্বপ্নে তস্য মৃত্যুর্ভবিষ্যতি॥ ১২॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে কৃষ্ণাম্বরধারিণী কৃষ্ণমাল্যানুলেপনা নারীকে আলিঙ্গন করে, তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে॥ ১২॥

মৃতবৎসঞ্চ সুপ্তঞ্চ মৃগস্য চ নরস্য চ।
যঃ প্রাপ্নোত্যস্থিমালাঞ্চ বিপত্তিস্তস্য নিশ্চিতং॥ ১৩॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে বা মনুষ্যের সুপ্ত কিম্বা মৃত শিশু দর্শন করে অথবা অস্থিমালা প্রাপ্ত হয়, তাহার নিশ্চয় বিপদ উপস্থিত হয়॥ ১৩॥

অভ্যঙ্গিতস্তু হবিষা ক্ষীরেণ মধুনাপি বা।
তক্রেণাপি গুড়েনৈব পীড়া তস্য বিনিশ্চিতং॥ ১৪॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে ঘৃত, ক্ষীর, মধু, তক্র বা গুড় দ্বারা অভ্যঙ্গিত হয়, সে নিশ্চয় রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে॥ ১৪॥

রথং খরোষ্ট্রসংযুক্তং একাকী যো ধিরোহতি।
তত্রস্থোপি চ জাগর্ত্তি মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥ ১৫॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে একাকী গর্দভ ও উষ্ট্রসংযুক্ত রথে আরূঢ় হইয়া জাগরিত হয়, তাহার নিশ্চয় মৃত্যু সংঘটনা হয়॥ ১৫॥

রক্তাম্বরধরাং নারীং রক্তমাল্যানুলেপনাং।
অবগৃহতি যঃ স্বপ্নে ব্যাধিস্তস্য বিনিশ্চিতং॥ ১৬॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে রক্তাম্বরধারিনী রক্তমাল্যানুলেপনা রমণীকে আলিঙ্গন করে, সে নিঃসন্দেহে রোগাক্রান্ত হইয়া ক্লেশ ভোগ করে॥ ১৬॥

পতিতং নখকেশঞ্চ নির্ব্বাণাঙ্গরমেব চ।
ভস্মপূর্ণাং চিতাং দৃষ্ট্বা লভতে মৃত্যুমেব চ॥ ১৭॥

মানব স্বপ্নে পতিত নখ কেশ নির্বাণ অঙ্গার ও ভস্মপূর্ণা চিতা দর্শন করিলে, নিশ্চয় কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া থাকে॥ ১৭॥

শ্মশানতৃণকাষ্ঠঞ্চ তৃণানি লৌহমেব চ।
মসীঞ্চ কিঞ্চিৎ কৃষ্ণাম্বা দৃষ্ট্বা দুঃখং লভেৎ ধ্রুবং॥ ১৮॥

যে ব্যক্তির স্বপ্নে শ্মশানস্থ তৃণ কাষ্ঠ, তৃণরাশি, লৌহ বা কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ মসী দর্শন করে তাহাকে নিশ্চয় দুঃখভোগ করিতে হয়॥ ১৮॥

পাদুকাফলকং রক্তপুষ্পমাল্যং ভয়ানকং।
মাঘং মসূরং মুদগং বা দৃষ্ট্বা সদ্যো ব্রুণং ভবেৎ॥ ১৯॥

স্বপ্নে পাদুকাফলক, উজ্জ্বল রক্তপুষ্প, রক্তমালা, মাষ, মসূর বা মুদগ দর্শন করিলে মানবের শরীরে ব্রণ জন্মে॥ ১৯॥

কঙ্কঞ্চ শকুণং কাকং ভল্লূকং বানরং গরং।
পূষং গাত্রমলং স্বপ্নঃ কেবলং ব্যাধিকারণং॥ ২০॥

স্বপ্নযোগে কঙ্ক, শকুন, কাক, ভল্লুক, বানর, বিষ বা গাত্র মল দর্শন কেবল ব্যাধিকারণ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে॥ ২০॥

ভগ্নভাণ্ডং ক্ষতং শূদ্রং গলৎকুষ্ঠঞ্চ রোগিণং।
রক্তাম্বরঞ্চ জটিলং শূকরং মহিষং খরং॥ ২১॥

অন্ধকারং মহাঘোরং মৃতজীবং ভয়ঙ্করং।
দৃষ্ট্বা স্বপ্নে যোনিলিঙ্গং বিপত্তিং লভতে ধ্রুবং॥ ২২॥

স্বপ্নে ভগ্নভাণ্ড, গলৎকুষ্ঠ রোগাক্রান্ত, রক্তাম্বরধারী জটিল বা ক্ষত, শূদ্র, শূকর, মহিষ, গর্দভ, মহাঘোর অন্ধকার, ভয়ঙ্কর মৃতজীব, যোনি ও লিঙ্গ দর্শন করিলে মানব নিশ্চয় বিপদগ্রস্ত হয়॥ ২১-২২॥

কুবেশরূপং ম্লেচ্ছঞ্চ যমদূতং ভয়ঙ্করং।
পাশহস্তং পাশশস্ত্রং দৃষ্ট্বা মৃত্যুং লভেন্নরঃ॥ ২৩॥

যে স্বপ্নে কুৎসিত বেশসম্পন্ন ম্লেচ্ছ, পাশহস্ত ভয়ঙ্কর যমদূত এবং পাশ ও শস্ত্র দর্শন করে, সে অচিরে কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে॥ ২৩॥

ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণীবালা বালকো বা সুতঃ সুতা।
বিদায়ং কুরুতে কোপাৎ দৃষ্ট্বা দুঃখমবাপ্নুয়াৎ॥ ২৪॥

ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, বালক, বালিকা বা পুত্র, কন্যা সক্রোধে বিদায় করিতেছে, এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে মনুষ্য দুঃখ ভোগ করে॥ ২৪॥

কৃষ্ণপুষ্পঞ্চ তন্মাল্যং সৈন্যং শস্ত্রাস্ত্রধারিণং।
ম্লেচ্ছাঞ্চ বিকৃতাকারাং দৃষ্ট্বা মৃত্যুং লভেৎ ধ্রুবং॥ ২৫॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প, কৃষ্ণবর্ণ পুষ্পের মাল্য, শস্ত্রাস্ত্রধারী সৈন্য ও বিকৃতাকারা ম্লেচ্ছা নারীকে দর্শন করে, সে নিশ্চয় মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়॥ ২৫॥

বাদ্যঞ্চ নর্ত্তনং গীতং গায়নং রক্তবাসসং।
মৃদঙ্গবাদ্যমানন্দং দৃষ্ট্বা দুঃখং লভেৎ ধ্রুবং॥ ২৬॥

স্বপ্নযোগে নৃত্য, গীত, বাদ্য, রক্তবস্ত্রধারী গায়ক, মৃদঙ্গ বাদ্য ও আনন্দোৎসব দর্শন করিলে, মনুষ্য নিশ্চয় দুঃখ ভোগ করে॥ ২৬॥

প্রাণত্যক্তং মৃতং দৃষ্ট্বা মৃত্যুঞ্চ লভতে ধ্রুবং।
মৎস্যাদি ধারয়েদ্ যোহি তদ্‌ভ্রাতুর্ম্মরণং ধ্রুবং॥ ২৭॥

স্বপ্নে প্রাণত্যাগী বা মৃত ব্যক্তিকে দর্শন করিলে, মানবের নিশ্চয় মৃত্যু ঘটে এবং যে ব্যক্তি স্বপ্নে মৎস্য ধারণ করে, তাহার নিশ্চয়ই ভ্রাতৃবিয়োগ হয় তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই॥ ২৭॥

ছিন্নং বাপি কবন্ধং বা বিকৃতং মুক্তকেশীনং।
ক্ষিপ্রনৃত্যঞ্চ কুর্ব্বন্তং দৃষ্ট্বা মৃত্যুং লভেন্নরঃ॥ ২৮॥

যে ব্যক্তি ছিন্ন কবন্ধ বিকৃতাকার মুক্তকেশ শীঘ্র নর্তনশীল পুরুষকে দর্শন করে, তাহাকে অচিরে শমনভবনে গমন করিতে হয়॥ ২৮॥

মৃতোবাপি মৃতাবাপি কৃষ্ণো ম্লেচ্ছো ভয়ানকঃ।
অবগূহতি যঃ স্বপ্নে তস্য মৃত্যুর্ব্বিনিশ্চিতং॥ ২৯॥

মৃত পুরুষ, মৃতা স্ত্রী, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ, ম্লেচ্ছ বা বিকৃতাকার ব্যক্তির সংসর্গ হইতেছে, এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে মানব নিশ্চয় কালকবলে পতিত হইয়া থাকে॥ ২৯॥

যেষাং দন্তাশ্চ ভগ্নাশ্চ কেশাশ্চাপি পতন্তি চ।
ধনহানির্ভবেত্তস্য পীড়া বা তৎশরীরজা॥ ৩০॥

যাহারা স্বপ্নযোগে দন্ত ভগ্ন ও কেশ মস্তক হইতে পতিত হইতে দর্শন করে তাহাদিগের অর্থহানি ও দৈহিক পীড়া উপস্থিত হয়॥ ৩০॥

অবগূহতি যং স্বপ্নে শৃঙ্গিনো দৃষ্ট্রিণোঽপি বা।
বাণকামা নরাশ্চৈব তস্য রাজকুলাদ্ভয়ং॥ ৩১॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে শৃঙ্গিগণ দংষ্ট্রিগণ বা বাণশিক্ষার্থী মানবগণের সংসর্গী হইয়া তাহাদিগের সহিত বাস করে, তাহার রাজকুল হইতে ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ৩১॥

ছিন্নবৃক্ষং পতন্তঞ্চ শিলাবৃষ্টিন্তু যং ক্ষুরং।
রক্তাঙ্গারং ভস্মবৃষ্টিং দৃষ্ট্বা দুঃখমবাপ্নুয়াৎ॥ ৩২॥

স্বপ্নে পতিত ছিন্ন বৃক্ষ, শিলাবৃষ্টি, বিনাশকর রক্তাঙ্গার ও ভস্মবৃষ্টি দর্শন করিলে মনুষ্য দুঃখ ভোগ করে॥ ৩২॥

রথগেহবৃক্ষশৈলগোহস্তিতুরগাম্বরাং।
ভূমৌ পততি যঃ স্বপ্নে বিপত্তিস্তস্য নিশ্চিতং॥ ৩৩॥

যে ব্যক্তি স্বপ্নে রথ, গৃহ, বৃক্ষ, পর্বত, গো, হস্তী, অশ্ব বা আকাশ হইতে ভূমিতলে পতিত হয়, তাহার নিশ্চয় বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে॥ ৩৩॥

উচ্চৈঃ পতন্তি গর্ত্তেষু ভস্মাঙ্গরচিতাসু চ।
ক্ষারকুণ্ডেষু চূর্ণেষু মৃত্যুস্তেষাং ন সংশয়ঃ॥৩৪॥

যাহারা স্বপ্নে উচ্চস্থান হইতে পতিত এবং ভস্ম, অঙ্গার, চিতা, ক্ষারকুণ্ড ও চূর্ণে বিলুণ্ঠিত হয় তাহাদিগের নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটে॥ ৩৪॥

বলাদ্‌গৃহ্ণাতি দুষ্টশ্চ ছত্রঞ্চ যস্য মস্তকাৎ।
পিতুর্নাশো ভবেত্তস্য গুরোর্ব্বাপি নৃপস্য চ॥৩৫॥

যে ব্যক্তি এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে, যে কোন দুষ্ট লোক বলপূর্বক তাহার মস্তক হইতে ছত্র গ্রহণ করিতেছে, তাহা হইলে তাহার পিতৃবিয়োগ, গুরুবিয়োগ বা রাজবিয়োগ হয়॥ ৩৫॥

সুরভী যস্য গেহাচ্চ যাতি ত্রস্তা ভয়ানকা।
প্রয়াতি পাপিন স্তস্য লক্ষ্মীরপি বসুন্ধরা॥৩৬॥

যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে যে সুরভী ত্রস্তা হইয়া তাহার গৃহ হইতে ভীষণ বেশে গমন করিতেছে তাহা হইলে বসুন্ধরা লক্ষ্মী দেবীও সেই পাপাত্মার গৃহ পরিত্যাগ করেন॥ ৩৬॥

পাশেন কৃত্বা বদ্ধঞ্চ যং গৃহীত্বা প্রযাতি চ।
যমদূতাশ্চ যে ম্লেচ্ছাস্তস্য মৃত্যুর্ব্বিনিশ্চিতং॥৩৭॥

যে ব্যক্তি এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করে ম্লেচ্ছ ও যমদূতগণ তাহাকে পাশবদ্ধ করিয়া গমন করিতেছে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়॥ ৩৭॥

গণকো ব্রাহ্মণো বাপি ব্রাহ্মণী বা গুরুস্তথা।
পরিরুষ্টঃ শপতি যং বিপত্তিস্তস্য নিশ্চিতং॥৩৮॥

গণক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী বা গুরু অতিশয় রুষ্ট হইয়া শাপ প্রদান করিতেছেন, এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে মনুষ্যের নিশ্চয় বিপদ ঘটনা হয়॥ ৩৮॥

বিরোধিনশ্চ কাকাশ্চ কুক্কুরা ভল্লূকাস্তথা।
পতন্ত্যা গত্য যদ্গাত্রে তস্য মৃত্যুর্নসংশয়॥৩৯॥

যদি কেহ স্বপ্ন দেখে, বিরোধী পুরুষগণ, কাকগণ, কুক্কুরগণ বা ভল্লুকগণ

সমাগত হইয়া তাহার গাত্রে পতিত হইতেছে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে।। ৩৯।।

মহিষা ভল্লূকা উষ্ট্রাঃ শূকরা গর্দ্দভাস্তথা।
রুষ্টা ধাবয়ন্তি যং স্বপ্নে স রোগী নিশ্চিতং ভবেৎ।। ৪০।।

যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে মহিষ, ভল্লুক, উষ্ট্র, শূকর বা গর্দভগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার অভিমুখে ধাবমান হইতেছে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি নিশ্চয় রোগগ্রস্ত হয়।। ৪০।।

রক্তচন্দনকাষ্ঠানি ঘৃতাক্তানি চ যোঽহনৎ।
গায়ত্র্যা চ সহস্রেণ তেন শান্তির্ব্বিধীয়তে।। ৪১।।

যে ব্যক্তি ঘৃতাক্ত রক্তচন্দন কাষ্ঠ নষ্ট করে সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিলে তাহার শুদ্ধি লাভ হয়।। ৪১।।

সহস্রধা জপেদ্‌যোহি ভক্তানাং মধুসূদনং।
নিষ্পাপো হি ভবেৎ সোঽপি দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ।। ৪২।।

আমার ভক্তগণ সহস্রধা মদীয় মধুসূদন নাম জপ করিলে নিষ্পাপ হয় এবং তাহার দৃষ্ট দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্নরূপে পরিণত হয়।। ৪২।।

অচুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনং।
হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভং।। ৪৩।।

শুচিঃ পূর্ব্বমুখঃ প্রাজ্ঞো দশকৃত্যশ্চ যো জপেৎ।
নিষ্পাপো হি ভবেৎ সোপি দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ।। ৪৪।।

যে ব্যক্তি পবিত্রভাবে পূর্বাস্য হইয়া মদীয় অচ্যুত, কেশব, বিষ্ণু, হরি, সত্য, জনার্দন, হংস ও নারায়ণ এই পবিত্র অষ্টনাম দশধা জপ করে, সে নিষ্পাপ হয় এবং তাহার দৃষ্ট দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্নরূপে পরিণত হইয়া থাকে।। ৪৩-৪৪।।

বিষ্ণুং নারায়ণং কৃষ্ণং মাধবং মধুসূদনং।
হরিং নরহরিং রামং গোবিন্দং দধিবামনং।। ৪৫।।

শুচিঃ পূর্ব্বমুখো ভূত্বা ভক্তিশ্রদ্ধাযুতো জপেৎ।
নিষ্পাপো হি ভবেৎ সোপি দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ।। ৪৬।।

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া পূর্বাস্যে উপবেশন পূর্বক মদীয় বিষ্ণু, নারায়ণ, কৃষ্ণ, মাধব, মধুসূদন, হরি, নরহরি, রাম, গোবিন্দ ও দধিবামন এই দশ নাম জপ করে, সেই ব্যক্তি নিষ্পাপ হয় এবং তাহার দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্নরূপে সঙ্গত হইতে পারে॥ ৪৫-৪৬॥

ভক্ত্যা চৈতানি ভদ্রাণি দশনামানি যো জপেৎ।
শতকৃত্যো ভক্তিযুক্তো জপ্ত্বরোগশ্চ রোগতঃ॥ ৪৭॥

যে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে মদীয় এই মঙ্গল জনক দশ নাম শতধা জপ করে, সে রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে॥ ৪৭॥

লক্ষাধা হি জপেৎ সোহি বন্ধনাম্মুচ্যতে ধ্রুবং।
জপ্ত্বা চ দশ লক্ষঞ্চ মহাবন্ধ্যা প্রসূয়তে।
হবিষ্যাশী যতঃ শুদ্ধো দরিদ্রো ধনবান্ ভবেৎ॥ ৪৮॥

ঐ দশ নাম লক্ষ জপ করিলে মানব নিশ্চয় বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয় এবং মহা বন্ধ্যানারী দশ লক্ষ জপ করিলে পুত্রপ্রসবিনী হয় এবং দরিদ্র ব্যক্তি শুচি ও হবিষ্যাশী হইয়া দশ লক্ষ জপ করিলে ধনবান হইয়া থাকে॥ ৪৮॥

শত লক্ষঞ্চ জপ্ত্বা চ জীবন্মূক্তো ভবেন্নরঃ।
শুদ্ধো নারায়ণক্ষেত্রে সর্ব্বসিদ্ধিং লভেন্নরং॥ ৪৯॥

মানব পূর্বোক্ত মদীয় দশ নাম শত লক্ষ জপ করিলে জীবন্মুক্ত হয় এবং নারায়ণ ক্ষেত্রে পবিত্রভাবে উহা ঐ পরিমাণে জপ করিলে সর্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারে॥ ৪৯॥

শিবং দুর্গাং গণপতিং কার্ত্তিকেয়ং গণেশ্বরং।
ধর্ম্মং গঙ্গাঞ্চ তুলসীং রাধাং লক্ষ্মীং সরস্বতীং॥ ৫০॥

নামান্যেতানি ভদ্রাণি জলে স্নাত্বা চ যো জপেৎ।
বাঞ্ছিতঞ্চ লভেৎ সোপি দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ॥ ৫১॥

যে ব্যক্তি স্নানাবসানে শিব, দুর্গা, গণপতি, কার্ত্তিকেয়, গণেশ্বর, ধর্ম, গঙ্গা, তুলসী, রাধা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী এই শুভজনক নাম সমুদায় জপ করে, তাহার বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় এবং তদীয় দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্নরূপে পরিণত হইয়া থাকে।॥ ৫০-৫১॥

ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রূঁ পূর্ব্বং দুর্গতিনাশিন্যে মহামায়ায়ৈ স্বাহা।
কল্পবৃক্ষো হি লোকানাং মন্ত্রঃ সপ্তদশক্ষরঃ॥ ৫২॥

ওঁ হ্রীঁ শ্রীং ক্রূঁ দুর্গতিনাশিন্যৈ মহামায়ায়ৈ স্বাহা, এই সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র মানবগণের কল্পবৃক্ষ স্বরূপ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে॥ ৫২॥

শুচিশ্চ দশধা জপ্ত্বা দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ॥ ৫৩॥

শতলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাং।
সিদ্ধমন্ত্রশ্চ লভতে সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ বাঞ্ছিতং॥ ৫৪॥

এই মন্ত্র পবিত্রভাবে দশধা জপ করিলে মনুষ্যের দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্নরূপে পরিণত হয়, উক্ত মন্ত্র শত লক্ষ জপে মানবগণ মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করে এবং মন্ত্রসিদ্ধি ব্যক্তি বাঞ্ছিত সর্বসিদ্ধি লাভে সক্ষম হয়॥ ৫৩-৫৪॥

ওঁ নমো মৃত্যুঞ্জয়ায়েতি স্বাহান্তং লক্ষধা জপেৎ।
দৃষ্ট্বা চ মরণং স্বপ্নে শতায়ুশ্চ ভবেন্নরঃ॥ ৫৫॥

যে ব্যক্তি ওঁ নমো মৃত্যুঞ্জয়ায় স্বাহা এই মন্ত্র লক্ষধা জপ করে, সে মৃত্যুস্বপ্ন দর্শন করিয়াও শতায়ু হইয়া থাকে॥ ৫৫॥

পূর্ব্বোত্তরমুখো ভূত্বা স্বপ্নং প্রাজ্ঞে প্রকাশয়েৎ।
কাশ্যপে দুর্গতে নীচে দেবব্রাহ্মণনিন্দকঃ।
মূর্খে চৈবানভিজ্ঞে যং ন চ স্বপ্নং প্রকাশয়েৎ॥ ৫৬॥

মানব পূর্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া প্রাজ্ঞজন নিকটে স্বপ্ন প্রকাশ করিয়া কশ্যপগোত্রজ দুর্গত, দেবব্রাহ্মণ নিন্দক, মূর্খ ও অনভিজ্ঞ লোকের নিকট স্বপ্ন বৃত্তান্ত কদাচ প্রকাশ করিবে না।॥ ৫৬॥

অশ্বত্থে গণকে বিপ্রে পিতৃদে বাসনেষু চ।
আর্য্যে চ বৈষ্ণবে মিত্রে দিবাস্বপ্নং প্রকাশয়েৎ॥ ৫৭॥

মনুষ্য পিতৃদেবাসনে স্বপ্নে উপবিষ্ট হইয়া অশ্বত্থবৃক্ষ নিকটে এবং গণকব্রাহ্মণ আচার্য বা বৈষ্ণব মিত্র সমীপে দিবাস্বপ্ন প্রকাশ করিতে পারে॥ ৫৭॥

ইতি তে পুণ্যমাখ্যানং কথিতং পাপনাশনং।
ধন্যং যশস্য মায়ুষ্যং কিং ভূয়ঃ শ্রোতু মিচ্ছসি॥ ৫৮॥

ব্রজরাজ! এই আমি তোমার নিকট পাপ প্রণাশন পবিত্র উপাখ্যান কীর্তন করিলাম এক্ষণে অন্য যাহা শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে ব্যক্ত কর॥ ৫৮॥

তিথি, বার, নক্ষত্রযোগে শুভাশুভ গণনা।

তিথিবারঞ্চ নক্ষত্রং পৃথক্ পৃথক্ প্রভাষিতং। যত্তদেকত্র সম্মীল্য কুর্য্যাদ্বর্ণস্বরাদধঃ॥ ১॥ যস্য নামাদিমং বর্ণং তিথিবারর্ক্ষজং মৃতং। তদ্দিনং বর্জ্জয়েত্তস্য হানিমৃত্যুকরং যতঃ॥ ২॥ অনেন স্বরযোগেন শত্রূণাং মারণাদিকং। মন্ত্রযন্ত্রক্রিয়া হোমং সাধয়েত্তদ্দিনে বুধঃ॥ ৩॥

পূর্ব প্রণালীমতে পৃথক পৃথক স্থানে তিথিবার নক্ষত্র যথানিয়মে সন্নিবেশিত করিবে। পরে এই স্বরোদয়মতে যে ব্যক্তির নামের আদ্য অক্ষর গণনায় যে দিবসে পঞ্চম অর্থাৎ মৃত্যুস্বরের তিথি বার ও নক্ষত্র একত্র মিলিত হইবে, সেই ব্যক্তির হানি ও মৃত্যুকর। অতএব সর্বকার্যে ঐ দিবসকে বর্জন করা কর্তব্য। পণ্ডিতগণ ঐ মৃত্যুস্বরযোগে শত্রুর মারণাদি অভিচারকার্য করিয়া থাকেন। ঐ অভিচারাদি কার্য শত্রুর মৃত্যুস্বরযোগে করিলেই সিদ্ধ হয়, নচেৎ সিদ্ধ হইবে না॥ ১—৩॥

তিথি, বার, নক্ষত্র কি প্রণালীমতে পৃথক পৃথক করিয়া রাখিয়া গণনা করিবে, তাহার বিবরণসহ একটি চক্র নিম্নে প্রদর্শিত হইল। প্রথমত উত্তর দক্ষিণে ছয়টি রেখা টানিলে পাঁচটি ঘর হইবে। তাহার প্রথম ঘরে অ আ, দ্বিতীয় ঘরে ই ঈ, তৃতীয় ঘরে উ ঊ, চতুর্থ ঘরে এ ঐ, পঞ্চম ঘরে ও ঔ, এই পাঁচটি স্বরবর্ণ স্থাপন করিবে। পরে ক অবধি হ পর্যন্ত বর্ণ সমুদয়ের মধ্যে ঙ ঞ ণ এই তিনটিকে বর্জন করিয়া অবশিষ্ট বর্ণগুলিকে স্বর বর্ণের নিম্নে ছয় ছয়টি করিয়া ক্রমে বিন্যাস করিবে। যথা অকারের নিম্নে ক ছ ড ধ ভ ব। ইকারের নিম্নে খ জ চ ন ম শ। উকারের নিম্নে গ ঝ ত প য ষ। একারের নিম্নে ঘ ঢ থ ফ র স। ওকার স্বরের নিম্নে চ ঠ দ ব ল হ স্থাপন করিবে। তৎপর পাঁচটি স্বরের নিম্নে সাতটি বার স্থাপন করিবে। যথা অকারের নিম্নে রবি ও মঙ্গল। ইকারে সোম ও বুধ। উকার স্বরে বৃহস্পতি। একারে শুক্র। ওকারে শনিবার লিখিবে। এইরূপ অকারে নন্দা অর্থাৎ প্রতিপদ, ষষ্ঠী, একাদশী। ইকারে ভদ্রা অর্থাৎ দ্বিতীয়া, সপ্তমী, দ্বাদশী। উকারে জয়া অর্থাৎ তৃতীয়া, অষ্টমী, ত্রয়োদশী। একারে রিক্তা অর্থাৎ চতুর্থী, নবমী,

চতুর্দশী। ওকারে পূর্ণা অর্থাৎ পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা স্থাপন করিবে। ঐরূপ অকারে রেবতী, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা। ইকারে পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফল্গুনী। উকারে উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী; বিশাখা। একারে অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া। ওকারে শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র লিখিবে।

তিথিবারনক্ষত্রস্বরচক্রং।

অ আ	ই ঈ	উ ঊ	এ ঐ	ও ঔ
ক ছ ড ধ ভ ব	খ জ ঢ ন ম শ	গ ঝ ত প য ষ	ঘ ট থ ফ র স	চ ঠ দ ব ল হ
রবি, মঙ্গল	সোম, বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি
নন্দা প্রতিপদ ষষ্ঠী একাদশী	ভদ্রা দ্বিতীয়া সপ্তমী দ্বাদশী	জয়া তৃতীয়া অষ্টমী ত্রয়োদশী	রিক্তা চতুর্থী নবমী চতুর্দশী	পূর্ণা পঞ্চমী দশমী, পূর্ণিমা অমাবস্যা
রেবতী অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী মৃগশিরা আর্দ্রা	পুনর্বসু পুষ্যা অশ্লেষা মঘা পূর্বফল্গুনী	উত্তরফল্গুনী হস্তা চিত্রা স্বাতী বিশাখা	অনুরাধা জ্যেষ্ঠা মূলা পূর্বাষাঢ়া উত্তরাষাঢ়া	শ্রবণা ধনিষ্ঠা শতভিষা পূর্বভাদ্রপদ উত্তরভাদ্রপদ

উপরের লিখিত চক্র মধ্যে যে পাঁচটি কোষ্ঠা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বালাদিস্বর কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা বলা হইতেছে। যাহার নামের আদ্য

অক্ষর যে কোষ্ঠায় লিখিত আছে, সেই কোষ্ঠাই তাহার বালকস্বর হইবে, ঐ কোষ্ঠা হইতে ক্রমে বাল, কুমার, তরুণ, বৃদ্ধ এবং মৃত্যু এই পাঁচটি অবস্থা গণনা করিতে হইবে; যথা—যাহার নামের আদ্য অক্ষর অ ক ছ ড ধ ভ ব, ইহাদের মধ্যে কোন এক অক্ষর হইবে, তাহার পক্ষে ঐ ঘরের লিখিত রবি ও মঙ্গলবার, নন্দা তিথি এবং রেবতী হইতে আর্দ্রা পর্যন্ত নক্ষত্র বালকস্বর হইবে। দ্বিতীয় ঘরে যে বার, তিথি, নক্ষত্র লিখিত আছে, তাহা উহার পক্ষে কুমারস্বর হইবে ইত্যাদি। ও চ ঠ দ ব ল হ অক্ষরের মধ্যে কোন অক্ষর যাহার নামের আদ্য অক্ষর হইবে, তাহার পক্ষে ঐ ঘরের বার, তিথি, নক্ষত্র বালকস্বর হইবে, ঐ ঘর হইতে গণনায় দ্বিতীয় ঘর যাহাতে রবি মঙ্গলবার, নন্দা তিথি ইত্যাদি লিখিত আছে, তাহা উহার পক্ষে কুমার হইবে, এইরূপ ক্রমে বালাদিস্বর জানিয়া গণনা করিবে। যাহার নামের আদ্য বর্ণে যে স্বর হইবে, সেই স্বর বর্ণের কোষ্ঠা হইতে গণনায় যে কোষ্ঠা ও স্বরবর্ণ পঞ্চম হইবে, সেই কোষ্ঠার স্বরবর্ণের নিম্নে যে সকল তিথি, বার, নক্ষত্র লিখিত আছে, সেই তিথি, বার, নক্ষত্র যে দিনে একত্র মিলন হইবে, সেই দিন কোন কার্য করিবে না। ঐরূপ স্বরযোগে যে দিবস শত্রুর মৃত্যুস্বর উদিত হইবে, সেই দিবস শত্রুর মৃত্যু দিন জানিয়া তাহার বিনাশার্থ মন্ত্র যন্ত্র ক্রিয়া হোমাদি কার্য করিলে সিদ্ধ হইবে, নচেৎ হইবে না। ঐ পঞ্চস্বরের বালাদি পঞ্চাবস্থা কল্পনা করিয়া কিঞ্চিৎ ফলাদি লিখিতেছি। বাল, কুমার, তরুণ, বৃদ্ধ ও মৃত্যু এই পাঁচটি অবস্থা ক্রমে ঐ পঞ্চস্বর প্রাপ্ত হইয়া নিজের অবস্থারূপ ফল দিয়া থাকে। যথা—যে দিবস, তিথি, বার ও নক্ষত্র বালক হইবে, অর্থাৎ যাহার নামের আদ্য অক্ষরের ঘরে যে সকল তিথি, বার ও নক্ষত্র লিখিত আছে, সেই সকল যে দিবসে একত্র যোগ হইবে, সেই দিবস কিঞ্চিৎ লাভ হয়। কুমার অবস্থায় অর্থাৎ উক্ত ঘরের পর কোষ্ঠায় যে সকল তিথি, বার, নক্ষত্র লিখিত আছে, যে দিবস ঐ সকল যোগ হইবে, সেই দিবস অর্ধলাভ হইবে। তরুণাবস্থায় অর্থাৎ যাহার নামের আদ্য অক্ষরের তৃতীয় ঘরের তিথি, বার, নক্ষত্র যে দিবস একত্র যোগ হইবে, সেই দিবস সর্বকার্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় অর্থাৎ যাহার চতুর্থ ঘরের তিথি, বার ও নক্ষত্র যে দিবস একত্র যোগ হইবে, সেই দিবস লাভের হানি হইবে। আর মৃতাবস্থায় অর্থাৎ পঞ্চমবারের তিথি, বার, নক্ষত্র যে দিবস একত্র যোগ হইবে, সেই দিবসে তাহার সর্বনাশ হইবে, এটি জানিয়া পঞ্চম স্বরের উদয়ের দিবস সর্বকার্য হইতে বিরত থাকিবে। দৃষ্টান্ত যথা— যে দিবস সোমবার, দ্বাদশী তিথি ও মঘা নক্ষত্রের যোগ হইবে, সেই দিবস যাহাদের নামের আদ্য অক্ষর ই খ জ ঢ ন ম শ হইবে, তাহাদের পক্ষে ঐ সকল তিথি, বার, নক্ষত্র, বালক হইবে। যাহাদের নামের আদ্য অক্ষর

অ ক ছ ড ধ ভ ব হইবে, তাহাদিগের পক্ষে ঐ সকল তিথি, বার ও নক্ষত্র কুমার হইবে। যাহাদের নামের আদি অক্ষর ও চ ঠ দ ব ল হ হইবে, তাহাদের পক্ষে ঐ সকল তিথি, বার, নক্ষত্র তরুণ হইবে। যাহাদের নামের আদ্য অক্ষর এ ঘ ট থ ফ র স হইবে, তাহাদের পক্ষে ঐ সকল তিথি, বার, নক্ষত্র বৃদ্ধ হইবে। যাহাদের নামের আদ্য অক্ষর উ গ ঋ ত প য ষ হইবে, তাহাদের পক্ষে ঐ দিবস মৃত্যুস্বর উপস্থিত হইবে। অতএব ঐ দিবস উহাদের পক্ষে হানি ও মৃত্যুকর জানিয়া ঐ দিবস সর্ব্বকর্ম্ম হইতে বর্জ্জিত থাকিবে।

বালাদি পঞ্চস্বরের প্রত্যেককে দ্বাদশভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার শুভাশুভ নির্ণয় করিবে। ক্রমশ এই দ্বাদশ অবস্থার উদয় হয়। যে অবস্থার যে ভুক্তিকাল নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার ভোগকাল শেষ হইলেই তৎপরবর্ত্তী অবস্থার উদয় হইয়া থাকে। বাল, কুমার, তরুণ, বৃদ্ধ ও মৃত এই পঞ্চ অবস্থাকেই দ্বাদশভাগে বিভক্ত করিয়া ফল স্থির করিতে হইবে।

বাল, কুমার, যুবা, বৃদ্ধ ও মৃত এই পঞ্চস্বরের ঘটি অর্থাৎ দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর ও দ্বাদশবর্ষ ইহাদিগের প্রত্যেককে দ্বাদশভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতিভাগের ফল স্থির করিবে।

ঘটিস্বরে ৫ দণ্ড, ২৭ পল, পক্ষের ভাগে সপাদদিন অর্থাৎ একদিন ১৫ দণ্ড, মাসের ভাগে ২ দিন ৩০ দণ্ড, ঋতুর ভাগে ৬ দিন, অয়নের ভাগে একপক্ষ অর্থাৎ ১৫ দিন, বর্ষের ভাগে একমাস এবং দ্বাদশবর্ষের ভাগে একবৎসর হইবে।

বালাদি পঞ্চস্বরের যে দ্বাদশ অবস্থা উক্ত হইল, ইহাদিগের মধ্যে কোন্ সময় কোন্ অবস্থা হইবে, তাহা জানিতে হইলে তিথি প্রভৃতির ভুক্ত দণ্ডাদিকে স্বীয় স্বীয় ভোগাঙ্কদ্বারা ভাগ করিলে যত লব্ধ হইবে তাহার দ্বাদশ অবস্থার যত অবস্থা গত হইয়াছে তাহা জানা যাইবে। অবশিষ্ট অঙ্কদ্বারা বর্তমান অবস্থার কত সময় গত হইয়াছে তাহা জ্ঞাত হইবে।

যদি কোন ব্যক্তির নামের আদিবর্ণ ক হয়, তাহা হইলে প্রতিপদ তিথি ঐ ব্যক্তির বালস্বর হইবে। এই প্রতিপদের ৩৩ দণ্ডের সময় উক্ত দ্বাদশ অবস্থার মধ্যে কোন্ অবস্থা গত হইয়াছে এবং কোন্ অবস্থা চলিতেছে, তাহা জানিতে হইলে উক্ত ৩৩-কে তিথির ভোগাঙ্ক ৫ দিয়া ভাগ করিলে ৬ লব্ধ হইবে এবং ৩ অবশিষ্ট থাকিবে। এইক্ষণ জানা যাইতেছে যে, উক্ত দ্বাদশ অবস্থার ৬ অবস্থা গত হইয়াছে এবং সপ্তম অবস্থা চলিতেছে, আর ঐ সপ্তম অবস্থার ৩ দণ্ড গত হইয়াছে, ইহাই স্থির করিবে। এই সপ্তম অবস্থার নাম রাজ্যদা সুতরাং কাদিনামক ব্যক্তির প্রতিপদের

৩৩ দণ্ডের সময় বালস্বরের রাজ্যদা অবস্থা চলিতেছে, ইহার ফল অবস্থার নামানুসারে জানিতে হইবে। এইরূপে কুমারাদিস্বরেও উক্তপ্রকারে ভুক্তদণ্ডাদিকে ভোগাঙ্ক দ্বারা ভাগ করিয়া অবস্থা স্থির করিবে। ঐ প্রতিপদ যাহার কুমারস্বর তাহার সপ্তম অবস্থার নাম শান্তিকরী, যুবাস্বরের সকামা, বৃদ্ধস্বরের নিদ্রা এবং মৃতস্বরের সপ্তমাবস্থার নাম কষ্টদা। এই সকল অবস্থার নামানুরূপ ফল স্থির করিবে।

পূর্বে যে দ্বাদশ অবস্থা উক্ত হইল, তাহাদিগের নাম কথিত হইয়াছে। বালস্বরে দ্বাদশ অবস্থার প্রথম অবস্থার নাম ১ মূলা, ২ বালা, ৩ শিশু, ৪ হাসিকা, ৫ কুমারিকা, ৬ যৌবনদা, ৭ রাজ্যদা, ৮ ক্লেশা, ৯ নিন্দ্যা, ১০ জ্বরিতা, ১১ প্রবাসা ও ১২ মৃতা।

কুমারস্বরের দ্বাদশ অবস্থার নাম— ১ স্বস্থা, ২ শুভা, ৩ মোঘা, ৪ নিহর্ষ, ৫ বৃদ্ধি, ৬ মহোদয়া, ৭ শান্তিকরী, ৮ সদর্পা, ৯ মন্দা, ১০ শমা, ১১ শান্তগুণোদয়া ও ১২ মাঙ্গল্যদা।

যুবাস্বরের দ্বাদশ অবস্থার নাম— ১ উৎসাহ, ২ ধৈর্য, ৩ উগ্র, ৪ জয়া, ৫ বলা, ৬ সঙ্কল্পযোগা, ৭ সমাকা, ৮ তুষ্টি, ৯ সুখা, ১০ সিদ্ধ্যা, ১১ ধনেশ্বরী ও ১২ শান্তাভিধা।

বৃদ্ধাস্বরের দ্বাদশ অবস্থার নাম— ১ বৈকল্য, ২ শেষা, ৩ মোঘা, ৪ চুতেন্দ্রিয়া, ৫ দুঃখিতা, ৬ রাত্রি, ৭ নিদ্রা, ৮ বুদ্ধিপ্রভঙ্গা, ৯ তপা, ১০ ক্লিষ্টা, ১১ জ্বরা এবং ১২ মৃতা।

মৃতস্বরের দ্বাদশ অবস্থার নাম— ১ ছিন্না, ২ বন্ধ্যা, ৩ রিপুঘাতকরী, ৪ শেষা, ৫ মহী, ৬ জ্বালন, ৭ কষ্টদা, ৮ ব্রণাঙ্কিতা, ৯ ভেদকারী, ১০ দাহা, ১১ মৃত্যু এবং ১২ ক্ষয়া। বালাদি পঞ্চস্বরের দ্বাদশ অবস্থার এই সকল নাম উক্ত হইল, নামানুসারে এই সকল অবস্থার ফল স্থির করিবে।

এইক্ষণ কোন্ কোন্ স্বর কোন্ কোন্ দিকের অধিপতি তাহা কথিত হইতেছে। অস্বর অর্থাৎ অ আ পূর্বদিকের অধিপতি, ই স্বর অর্থাৎ ই ঈ দক্ষিণদিকের, উ স্বর অর্থাৎ উ ঊ পশ্চিমদিকের, এ স্বর অর্থাৎ এ ঐ উত্তরদিকের এবং ও স্বর অর্থাৎ ও ঔ মধ্যদিকের অধীশ্বর। এইরূপে স্বরানুসারে দিক নির্ণয় করিয়া ফল স্থির করিবে।

যে সময়ে যে স্বরের উদয় হয়, সেই সময়ে উদিতস্বরের পঞ্চম স্বরে যে দিক সেই দিক সর্বকার্যে বর্জন করিবে, বিশেষত যাত্রা ও যুদ্ধকার্যে উক্ত পঞ্চম দিক অবশ্য বর্জন করিতে হইবে।

যে সময়ে যে স্বরের উদয় হয়, তাহার পঞ্চম স্বরের দিকে অবস্থিত হইয়া যদি প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করে, তাহা হইলে সেই প্রশ্নকর্তার হানি, মৃত্যু এবং ভয় উপস্থিত হইবে।

তিথি অনুসারে বালাদিপঞ্চস্বরের উদয় হয়, ইহার মধ্যে আবার ঘটিস্বর প্রভৃতি অন্তরস্বরের উদয় হইয়া থাকে, অতএব প্রশ্নকালে কোন্ স্বরের উদয় হইয়াছে এবং তাহার অন্তরস্বর কিরূপ, তাহা জানিয়া ফল বলিতে হইবে।

তিথির অন্তরে ঘটিস্বরের উদয় জানিতে হইলে তিথির যত দণ্ডভুক্ত হইয়াছে, তাহাকে পল করিয়া সেই পল সংখ্যাকে ৩২৭ পল দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহা দ্বারা ভুক্তস্বর এবং যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা তাৎকালিক অন্তরস্বর সিদ্ধ করিবে।

যে ব্যক্তির উপদেশে প্রশ্ন করিবে, সেই ব্যক্তির নামের আদিস্বরানুসারে বালাদিস্বর স্থির করিবে, অর্থাৎ এক ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তির নিমিত্ত প্রশ্ন করে, তাহা হইলে যে ব্যক্তির নিমিত্ত প্রশ্ন হইবে, সেই ব্যক্তির নামের আদি অক্ষরের স্বর গ্রহণ করিবে।

বালকস্বরের উদয়ে প্রশ্ন হইলে যদি লাভ প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে অল্পলাভ, রোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন হইলে চিররোগ, গমন সম্বন্ধে প্রশ্ন হইলে হানি এবং রণ সম্বন্ধে প্রশ্ন হইলে ক্ষয় হইয়া থাকে।

যখন কুমারস্বরের উদয় হইবে, তখন প্রশ্ন হইলে যদি লাভ প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে বিপুল লাভ হয়, রোগপ্রশ্ন হইলে রোগনাশ, যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রশ্ন হইলে জয় এবং যাত্রা প্রশ্নে সর্বকার্য সিদ্ধি হয়।

যখন যুবাস্বরের উদয় হইবে, তখন যদি লাভ প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে রাজ্যলাভ, রোগ প্রশ্নে ক্লেশনাশ, যুদ্ধপ্রশ্নে শত্রুবিনাশ এবং যাত্রাপ্রশ্নে ফললাভ হইয়া থাকে।

যখন বৃদ্ধস্বরের উদয় হয়, তখন যদি লাভ প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে লাভ হয় না, রোগপ্রশ্নে ক্লেশবৃদ্ধি, যুদ্ধপ্রশ্নে রাজভয় হয় এবং যাত্রাপ্রশ্নে পুনরাগমন হয় না, ইহাই জানা যায়।

যখন মৃতস্বরের উদয় হয়, তখন যদি আপন প্রয়োজনসিদ্ধির প্রশ্ন করে, তাহা হইলে মৃত্যু জানা যায় এবং যুদ্ধপ্রশ্ন হইলে রণে ভঙ্গ এবং মৃত্যু হইবে।

ওজ অর্থাৎ প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চমস্বর পুরুষ এবং সম অর্থাৎ দ্বিতীয় ও চতুর্থস্বর স্ত্রী অর্থাৎ অকার, উকার ও ওকারস্বর পুরুষ এবং ইকার ও একারস্বরকে স্ত্রী বলিয়া

পণ্ডিতগণ নিশ্চয় করিয়াছেন। অতএব যখন ওজস্বরের উদয়, তখন পুরুষের এবং যখন সমস্বরের উদয় তখন স্ত্রীর বল জানিবে।

গর্ভপ্রশ্ন হইলে যদি পুংস্বরের উদয় হয়, তাহা হইলে পুত্র এবং স্ত্রীস্বরের উদয় হইলে কন্যা জন্ম হইবে। আর যুগ্মস্বরে যমজসন্তান, ক্ষয়স্বরে গর্ভবিনাশ বা সুতিকার মৃত্যু হয়।

যুগ্ম পুংস্বরে প্রশ্ন হইলে, যমজপুত্র এবং যুগ্ম স্ত্রীস্বরে প্রশ্ন হইলে যমজ কন্যা হয়। আর পুং স্ত্রী উভয় স্বরে প্রশ্ন হইলে যমজপুত্র ও কন্যা জন্মে।

শতপদচক্রে নক্ষত্রের যে চরণে যে বর্ণ উক্ত আছে সেই নিয়মানুসারে জন্মনক্ষত্রের যে চরণে জন্ম হইয়াছে সেই চরণে যে বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই বর্ণে বালাদি যে স্বর উপস্থিত হয়, সেই স্বর স্থাপন করিয়া বক্ষ্যমাণপ্রমাণে জাতকের স্বভাব নির্ণয় করিবে।

পূর্বোক্ত নিয়মে বালস্বরে জন্ম হইলে জাতবালক চপল, কাতর, মূর্খ, কৃপণ, অজিতেন্দ্রিয়, অসত্যবাদী ও বহুভাষী হয়।

কুমারস্বরের উদয়ে যে বালকের জন্ম হইয়াছে, সেই বালক ব্যবসায়ী, কলাশাস্ত্রাভিজ্ঞ, স্ত্রীরত, সৌভাগ্যশালী, দীর্ঘায়ু, যুদ্ধকুশল ও শূর হইবে।

যে বালক যুবাস্বরোদয়ে জন্মিয়াছে, সেই বালক সর্বপ্রকার শুভলক্ষণান্বিত, রাজা, ধার্মিক এবং সর্বকালই যুদ্ধে জয়ী হইয়া থাকে।

যাহার জন্মকালে বৃদ্ধস্বরের উদয় হয়, সেই শিশু স্ত্রীজিত, ধার্মিক, কামাতুর, বিবেকী, অতি সাহসী, সত্যবাদী ও সদাচারযুক্ত হয়।

মৃত্যুস্বরের উদয়ে কোন বালকের জন্ম হইলে, সেই জাতক ক্লেশবান, মাৎসর্যযুক্ত, ক্রূর, নিষ্কামী বিকলেন্দ্রিয়, সর্বকার্যে অলস ও দুষ্টাশয় হইবে।

ক-কারাদি দ-কারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ এবং অকারাদি পঞ্চ হ্রস্বস্বর অর্থাৎ অ ই উ এ ও ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ এই সকল বর্ণ শুক্লপক্ষে বলবান। এই সকল বর্ণে যে যে স্বরের উদয় হয়, শুক্লপক্ষে তাহাদিগের অধিক ফল হয়। আর এতদ্ভিন্ন বর্ণ সকল কৃষ্ণপক্ষে বলবান জানিবে।

যদি উভয় যোদ্ধার এক স্বর হইলেও পৃথক পৃথক বর্ণ হয় তাহা হইলে পক্ষবল গ্রহণ করিবে। শুক্লকৃষ্ণভেদে পঞ্চবল বিবেচনা করিয়া যাহার পঞ্চবলের আধিক্য দেখিবে, তাহারই জয় স্থির করিবে।

যদি উভয় যোদ্ধার এক পক্ষাক্ষর ও এক স্বর হয়, তাহা হইলে শুক্লপক্ষে

গৌরবর্ণ এবং কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণবর্ণের জয় স্থির করিবে। অর্থাৎ শুক্লবর্ণ পুরুষ শুক্লপক্ষে এবং কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ কৃষ্ণপক্ষে জয়ী হইবে।

যদি উভয় যোদ্ধার পক্ষ, স্বর, বর্ণ প্রভৃতি সকলই সমান হয়, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি জয়ী হইবে? তাহা কথিত হইতেছে। পঞ্চস্বর প্রভৃতি তুল্য হইলে যদি উভয়ের নামের আদি বর্ণ হ্রস্ব হয়, তাহা হইলে যাহার নামের আদি বর্ণ স্বরের নিকটবর্তী অক্ষর হইবে, সেই ব্যক্তি জয়লাভ করিবে। আর যদি উভয়ের নামের আদি বর্ণ দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে দূরস্থিত অক্ষর যাহার নামের আদি বর্ণ হইবে, সেই ব্যক্তির জয় জানিবে।

উভয় যোদ্ধার পক্ষ, স্বর, বর্ণ প্রভৃতি সমান হইলে যদি নামের আদি বর্ণও এক হয়, তাহা হইলে যায়ী অর্থাৎ আক্রমণকারী ও স্থায়ী বিবেচনায় জয় পরাজয় স্থির করিবে।

পূর্বশ্লোকে যে যায়ীস্থায়ীভেদে জয় পরাজয় উক্ত হইয়াছে, তাহার বিশেষ কথিত হইতেছে। পূর্বোক্তপ্রকারে সর্বতোভাবে ঐক্য হইলে যদি যুবা কিম্বা কুমারস্বর উদিত থাকে, তাহা হইলে যায়ী ব্যক্তি জয়লাভ করিবে আর যদি বাল, বৃদ্ধ বা মৃতস্বর উদিত হয়, তাহা হইলে স্থায়ী ব্যক্তির জয় স্থির করিবে।

সর্বকার্যে ও সর্বকালে বর্ণানুসারে তিথির বিশেষ কথিত হইতেছে। অকারাদি পঞ্চস্বরে যে নন্দাদি পঞ্চ তিথি ও বর্ণ নির্ণীত আছে। তাহার মধ্যে প্রথম তিথিতে প্রথম তিন অক্ষর এবং পরের দুই তিথিতে দুই দুইটি করিয়া অক্ষর গ্রহণ করিবে। আর প্রথম বিভাগের অক্ষরগুলির নাম জন্ম, দ্বিতীয় বিভাগের নাম হানি এবং তৃতীয় বিভাগের নাম মৃত্যু। ইহাদিগের ফল নামানুসারেই হইয়া থাকে, অর্থাৎ জন্মে ভয়, হানিতে রোগ এবং মৃত্যুতে মৃত্যু স্থির করিবে।

ইতি ঢাকা জিলার অন্তর্গত বুতুনীগ্রাম নিবাসী ঁআনন্দমোহন
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়
কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত পবনবিজয়স্বরোদয়ঃ।

গ্রন্থ সমাপ্ত।